ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-35 ■ 9 November, 2025 ■ আগরতলা ৯ নভেম্বর, ২০২৫ ইং ■ ২২ কার্তিক, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

বারানসী থেকে ৪টি নতুন বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের সূচনা

দেশের মধ্যে সংযোগ বৃদ্ধি করার একটি মাইলফলক ঃ প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৮ নভেম্বর ।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শনিবার বারাণসী থেকে চারটি নতুন বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনের সূচনা করেছেন। এ উদ্যোগটিকে ভারতের রেল নেটওয়ার্ক আধুনিকায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ এবং দেশের মধ্যে সংযোগ বৃদ্ধি করার দিকে একটি মাইলফলক হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন তিনি।

সমাবেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, ভান্ডে ভারত, নামো ভারত এবং অমৃত ভারত ট্রেনগুলি 'ভারতীয় রেলওয়ের পরবর্তী প্রজন্মের জন্য ভিত্তি স্থাপন করছে'। তিনি বলেন, এই উদ্যোগ ভারতের বৃহত্তর অবকাঠামো উন্নয়ন কার্যক্রমের অংশ, যা দেশের অর্থনৈতিক বৃদ্ধির একটি মূল চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করবে।

নতুন চারটি রুটের মধ্যে রয়েছে বারাণসী --- খাজুরাহো, ফিরোজপুর --- দিল্লি, লক্ষ্ণৌ --- সাহরানপুর, এবং এরনাকুলাম—বেঙ্গালুরু। এর মাধ্যমে ভারতের মোট অপারেশনাল বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনের সংখ্যা ১৬০টি ছাড়িয়ে গেছে।

প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, বন্দে ভারত ট্রেন নেটওয়ার্ক শুধু যাতায়াত সহজ করছে না, বরং ভারতের আধ্যাত্মিক এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে একসাথে সংযুক্ত করছে। 'পবিত্র তীর্থস্থানগুলি এখন বন্দে ভারত ট্রেনের মাধ্যমে যুক্ত হচ্ছে, যা আমাদের সংস্কৃতি, বিশ্বাস এবং উন্নয়নের যাত্রার একটি মেলবন্ধন,' তিনি মন্তব্য করেন। এছাড়াও, তিনি বলেন, এই সংযোগের মাধ্যমে ঐতিহ্যবাহী শহরগুলি এখন উন্নতির প্রতীক হয়ে উঠছে।

পালক-ভ্রমণ পর্যটনকে গুরুত্ব দিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদী জানান, গত বছর বারাণসী সফর করেছেন ১১ কোটি ভক্ত, এবং রাম মন্দিরের উদ্বোধনের পর থেকে ৬ কোটি থেকে বেশি পুণ্যার্থী সফর করেছেন অযোধ্যায়। এর ফলে স্থানীয় অর্থনীতিতে হাজার হাজার কোটি টাকা প্রবাহিত হয়েছে এবং উত্তর প্রদেশের যুবকদের জন্য নতুন কর্মসংস্থান এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের সুযোগ তৈরি হয়েছে।

বারাণসীর উন্নয়ন প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী মোদী উল্লেখ করেন যে, শহরের স্বাস্থ্যসেবা, সড়ক নেটওয়ার্ক, গ্যাস পাইপলাইন, ইন্টারনেট সংযোগ, এবং চলমান প্রকল্পগুলির মধ্যে রোপওয়ে এবং ক্রীড়া সুবিধা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তিনি বলেন, 'আমাদের লক্ষ্য হল বারাণসীকে এমন একটি বিশেষ শহরে পরিণত করা, যেখানে ভ্রমণ, বসবাস এবং অভিজ্ঞতা সবই এক নতুন মাত্রা পাবে।'

স্বাস্থ্যখাতে উন্নয়ন প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী মোদী স্মরণ করিয়ে দেন, দশক আগে যেখানে সীমিত চিকিৎসা সুবিধা ছিল, সেখানে এখন মাহামানা ক্যান্সার হাসপাতাল, শঙ্কর নেত্রালয় ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ধর্মনগর বিএমএস কার্যালয়ে তালা আগরতলায় কর্মীদের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ নভেম্বর ।। ধর্মনগর বিএমএস কার্যালয়ে তালা দেওয়া নিয়ে রাজ্যজুড়ে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। এই ঘটনার প্রতিবাদে আজ আগরতলায় বিক্ষোভ মিছিল করে বিএমএস কর্মীরা। সংগঠনের তরফ থেকে দাবি, আগামী ২৪ ঘন্টার মধ্যে যদি ধর্মনগর বিএমএস কার্যালয়ের তালা না খোলা হয়, তবে আরও বৃহত্তর আন্দোলনে নামবে সংগঠন।

প্রসঙ্গত, গত ৫ নভেম্বর উত্তর ত্রিপুরা জেলা প্রশাসনের নির্দেশে ভারতীয় মজদুর সংঘের (বিএমএস) উত্তর জেলা কার্যালয়ে অনির্দিষ্টকালের জন্য তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছিলেন অতিরিক্ত মহকুমা শাসক (এডিএম) ডেভিড হালাম। সাম্প্রতিক কিছু উত্তেজনাপূর্ণ ঘটনার প্রেক্ষিতে প্রশাসন আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার স্বার্থে এই পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হয়েছে। আপাতত অফিসটি প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে থাকবে এবং পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে তিনি জানান। আজ এরই প্রতিবাদে আগরতলায় বিক্ষোভ মিছিল করে বিএমএস কর্মীরা। সংগঠনের তরফ থেকে দাবি, আগামী ২৪ ঘন্টার মধ্যে যদি ধর্মনগর বিএমএস কার্যালয়ের তালা না খোলা হয়, তবে আরও বৃহত্তর আন্দোলনে নামবে সংগঠন।

ধর্মনগর আইওসি ডিপোতে কর্মবিরতি প্রত্যাহার

স্বাভাবিক হচ্ছে তেল সরবরাহ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৮ নভেম্বর ।। দুই দিন ধরে চলা কর্মবিরতির জেরে ধর্মনগর আইওসি ডিপোয় তেল সরবরাহ পুরোপুরি বন্ধ হয়ে পড়েছিল। ট্যাংকারগুলি দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে বাধ্য হয়, ফলে রাজ্যের বিভিন্ন বিওসিতে পেট্রোল ও ডিজেলের তীব্র সংকট দেখা দেয়। পরিস্থিতি ক্রমেই জটিল আকার ধারণ করলে প্রশাসনের হস্তক্ষেপে অবশেষে কর্মবিরতি প্রত্যাহার করা হয়েছে।

আইওসি ডিপোর শ্রমিকরা বিগত দু'দিন ধরে বিভিন্ন দাবিদাওয়া নিয়ে কর্মবিরতিতে অংশ নেন। এর ফলে ধর্মনগর থেকে রাজ্যের অন্যান্য অংশে তেল পরিবহন সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। তেলবাহী ট্যাংকারগুলি ডিপোর সামনে দীর্ঘ সারিতে আটকে পড়ে, আর তেলের অভাবে রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে পাম্পগুলোতে সরবরাহ ব্যাহত হয়।

পরিস্থিতি বিবেচনা করে প্রশাসন দ্রুত মধ্যস্থতা ও আলোচনার মাধ্যমে শ্রমিক সংগঠনের নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করে। আলোচনার পর সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, কর্মবিরতির ফলে রাজ্যের সর্বত্র জ্বালানি সংকট দেখা দিয়েছিল, তাই জনস্বার্থে এবং পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে কর্মবিরতি প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

সংগঠনের নেতারা আরও জানান, সমস্যাগুলি আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করা হবে। কর্মবিরতি প্রত্যাহারের সঙ্গে সঙ্গেই আইওসি ডিপোতে আবারও তেল ভরার কাজ শুরু হয়েছে। একের পর এক ট্যাংকার তেল নিয়ে বিভিন্ন বিওসির উদ্দেশ্যে রওনা দিচ্ছে।

এর ফলে রাজ্যে তেলের সরবরাহ ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হতে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জি-২০ সম্মেলন বয়কটের ঘোষণা ডোনাল ট্রাম্পের

ওয়াশিংটন, ৮ নভেম্বর ।। দক্ষিণ আফ্রিকায় অনুষ্ঠিত হতে চলা এ বছরের জি-২০ সম্মেলনে যুক্তরাষ্ট্রের কোনো সরকারি প্রতিনিধি অংশ নেবে না বলে ঘোষণা করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি বলেন, দক্ষিণ আফ্রিকায় শ্বেতাঙ্গ আফ্রিকান (আফ্রিকানার) কৃষকদের ওপর "নিরাতন ও সহিংসতা" চলছে, যা গ্রহণযোগ্য নয়। শুক্রবার ট্রাম্প তাঁর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে লিখেছেন, জি-২০ সম্মেলন দক্ষিণ আফ্রিকায় আয়োজন করা একটি সম্পূর্ণ লজ্জাজনক সিদ্ধান্ত। সেখানে শ্বেতাঙ্গ কৃষকদের জমি দখল, আক্রমণ ও হত্যার মতো নিরাতনের ঘটনা ঘটছে।

আগেই ট্রাম্প জানিয়েছিলেন, তিনি ব্যক্তিগতভাবে এ বছরের শীর্ষ সম্মেলনে অংশ নেবেন না। তাঁর পরিবর্তে জেডি ভ্যান্সকে পাঠানোর পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু ট্রাম্প প্রশাসনের ঘনিষ্ঠ সূত্র জানিয়েছে, ভ্যান্সও আর দক্ষিণ আফ্রিকায় যাচ্ছেন না।

ট্রাম্প প্রশাসন দীর্ঘদিন ধরে অভিযোগ করে আসছে, দক্ষিণ আফ্রিকার সরকার সংখ্যালঘু শ্বেতাঙ্গ আফ্রিকানার কৃষকদের ওপর নিপীড়ন ও হামলার সুযোগ দিচ্ছে। প্রশাসন এমনকি জানিয়েছিল, যুক্তরাষ্ট্রে শরণার্থী হিসেবে গ্রহণের সীমা ৭,৫০০ জনে নামিয়ে আনার পর তাদের বেশিরভাগই হবে দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ নাগরিক, যারা দেশে 'বৈষম্য ও সহিংসতার" শিকার।

অন্যদিকে দক্ষিণ আফ্রিকার সরকার এই অভিযোগে বিস্ময় প্রকাশ করেছে। তাদের বক্তব্য, দেশের শ্বেতাঙ্গ নাগরিকরা এখনো সাধারণত কৃষ্ণাঙ্গদের তুলনায় অনেক বেশি আর্থসামাজিক সুবিধা ভোগ করেন। এমনকি শ্বেতাঙ্গ সংখ্যালঘু শাসনের যুগ শেষ হওয়ার তিন দশক পরও।

সাংবাদিক সম্মেলনে সুদীপ

জনজাতিদের বোকা বানিয়ে নির্বাচনে মাইলেজ পাওয়ার চেষ্টা বিজেপি-মথার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ নভেম্বর ।। অধিকার আদায়ের নামে জনজাতিদের বোকা বানিয়ে নির্বাচনে মাইলেজ পাওয়ার চেষ্টা করছে বিজেপি ও তিপরা মথা। আসলে জনজাতিদের স্বার্থ সম্বলিত ব্যাপারে বিজেপি সরকার অনীহা প্রকাশ করছে। যার কারণে এখনো পর্যন্ত ত্রিপাক্ষিক চুক্তি বাস্তবায়নের কোনো লক্ষণ নেই। আজ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মথা সুপ্রিমো প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বৈঠকের প্রসঙ্গে এমনটাই প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন কংগ্রেস বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ।

তাঁর দাবি, তিপরা মথার সুপ্রিমো ও মুখ্যমন্ত্রীর মধ্যে এডিসি নির্বাচন নিয়ে কথা হয়েছে। কারণ, এডিসি নির্বাচন নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের মামলার শুনানি প্রায় শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। দুই সপ্তাহের মধ্যে রাজ্য সরকারকে এফিডেভিট দাখিল করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। সম্ভবত এবিষয় নিয়েই প্রদ্যোতের সাথে মুখ্যমন্ত্রীর আলেচনা হয়েছে। তাঁর কটাক্ষ, ত্রিপাক্ষিক চুক্তি নিয়ে কথা বলতে হলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহের সাথে কথা বলবে তিপরা মথা। এবিষয় নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সাথে কথা বলার কোনো কারণ নেই।

তাঁর আরও দাবি, জনজাতিদের দাবি দাওয়া পূরণ করতে চাইলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর সাথে কথা বলতে হবে। তাতে কোনো রাজ্যর মুখ্যমন্ত্রীর কোনো হাত নেই। আসলে জনজাতিদের স্বার্থ সম্বলিত ব্যাপারে বিজেপি সরকার অনীহা প্রকাশ করছে। যার কারণে এখনো পর্যন্ত ত্রিপাক্ষিক চুক্তি বাস্তবায়নের কোনো লক্ষণ নেই, বলে দাবি তাঁর।

সার্জনদের সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী

চিকিৎসা পরিষেবায় আরও উন্নয়নের মধ্য দিয়ে মানুষের আস্থা অর্জনই সরকারের লক্ষ্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ নভেম্বর ।। রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিসেবা এবং পরিকাঠামো উন্নয়নকে রাজ্য সরকার সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছো শুধুমাত্র জিবিপি কিংবা আই জিএম হাসপাতাল নয়, রাজ্যের সকল জেলা কিংবা মহকুমা স্তরের হাসপাতালগুলোর ও পরিকাঠামো এবং পরিষেবা উন্নয়নে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে কাজ করা হচ্ছো আজ ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজের বিবেকানন্দ অডিটরিয়ামে আয়োজিত অ্যাসোসিয়েশন অফ ফিজিশিয়ান অফ ইন্ডিয়া এর ত্রিপুরা শাখার ২৫ তম বার্ষিক সম্মেলনের উদ্বোধন করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা। দুদিনব্যাপী বার্ষিক সম্মেলনে রাজ্যের স্বনামধন্য চিকিৎসক ডা. বিজয় পাল, ডা. পীযূষ কুমার দত্ত, ডা. তুষার কান্তি দে এবং ডা. গৌতম রায় চৌধুরীকে লাইফ টাইম এচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়া মুখ্যমন্ত্রী পুরস্কার প্রাপকদের হাতে এই পুরস্কার তুলে ধরেন।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা বলেন, মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন গুলির মাধ্যমে চিকিৎসকরা নিজেদের মধ্যে তাদের অভিজ্ঞতার আদান প্রদান করতে পারেন, যা চিকিৎসা ব্যবস্থায় এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারো মুখ্যমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন এই ধরনের মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের সম্মেলনে শুধুমাত্র আলাপচারিতাই হবে না, সমাজের সর্বাঙ্গীন বিকাশে এবং চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নয়নেও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হবো মুখ্যমন্ত্রী বলেন রাজ্যে বর্তমানে তিনটি মেডিকেল কলেজ রয়েছো যেখানে প্রায় ৪০০ এমবিবিএস আসন রযেছো ডেন্টাল কলেজে আসন রয়েছে ৬৩টা ইতিমধ্যে আগরতলার অদূরে বোধজংনগরে বেসরকারি সিজা হাসপাতালের ভিত্তপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছো প্রায় ৯০০ কোটি টাকা ব্যয়ে এই হাসপাতালের পরিকাঠামো গড়ে তোলা হবো তাছাড়া একটি মেডিকেল কলেজ এখানে নির্মাণ করা হবো বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, ইতিমধ্যে রাজ্যে পাঁচটি কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট অপারেশন সম্পন্ন করা হয়েছো এজিএমসি এবং জিপিপি হাসপাতালে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কবরস্থানে জল শোধনাগার নির্মাণে বিরোধীতায় জমিয়ত উলামায়ে হিন্দ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ নভেম্বর ।। আগরতলায় কবরস্থানের জমিতে জল শোধনাগার নির্মাণের পরিকল্পনার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে ত্রিপুরা রাজ্য জমিয়ত উলামায়ে হিন্দ। সংগঠনের পক্ষ থেকে আগরতলা পুর নিগমের মেয়রকে উদ্দেশ্য করে পাঠানো এক চিঠিতে জানানো হয়েছে যে, ইন্দ্রনগর কবরস্থানের জমিতে জল শোধনাগার নির্মাণের সিদ্ধান্ত সংখ্যালঘু মুসলিম সমাজের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে। চিঠিতে বলা হয়েছে, রাজধানীতে বহু কোটি টাকার জল শোধনাগার তৈরির উদ্যোগ নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। কিন্তু ইন্দ্রনগর কবরস্থানের জমিতে এই প্রকল্প হলে তা ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানতে পারে। জমিয়তের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

টিএমসি'র স্পেশাল নার্সদের আচমকা ছাঁটাইকে ঘিরে বিক্ষোভ, অসুস্থ তিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ নভেম্বর ।। ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজে স্পেশাল নার্সদের ছাঁটাইকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। দীর্ঘ বছর ধরে হাসপাতালে বিনা নিয়োগে কাজ করা এক থেকে দেড় শতাধিক স্পেশাল নার্সকে শনিবার আচমকাই বরখাস্ত করা হয়েছে বলে অভিযোগ। এদিকে, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, তাঁরা কেউই হাসপাতালের নিয়মিত কর্মী নন এবং তাঁদের কোনো ধরনের প্রশিক্ষণ বা সনদপত্র নেই। এরই প্রতিবাদে মিমি মজুমদার বাড়ির সামনে বিক্ষোভে সামিল হয়েছেন তাঁরা। ওই সময়ই পুলিশ তাঁদের আটক করে এডিনগর নিয়ে যায় বলে অভিযোগ।

জানা গিয়েছে, শনিবার সকালে হাসপাতালের ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে গিয়ে কাজল নামে এক সিকিউরিটি কর্মী নার্সদের জানান, তাঁরা যেন বাড়ি ফিরে যান। বিষয়টি নিয়ে তারা আধিকারিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করলে কোনও আশ্বাস পাননি। এরপর তাঁরা প্রাক্তন বিধায়িকা মিমি মজুমদারের বাড়িতে গিয়ে দেখা করেন। মিমি মজুমদার তাঁদের সঙ্গে কথা বলার পর তাঁরা যখন বাড়ি ফিরছিলেন, ঠিক তখনই পুলিশ তাঁদের জোর করে আটক করে পুলিশ লাইনে নিয়ে যায় বলে অভিযোগ।

আরও জানা গিয়েছে, পুলিশের আশঙ্কা ছিল যদি তাঁরা রাস্তায় অবস্থান নেন, তবে মুখ্যমন্ত্রীর কনভয় আটকে যেতে পারে। সেই কারণেই তাঁদের সরিয়ে দেওয়া হয়। অভিযোগ, এসময় তিনজন নারী অসুস্থ হয়ে পড়েন, তাঁদের মধ্যে গীতা দেবনাথ নামে এক নারীর অবস্থা গুরুতর। অসুস্থ অবস্থায়ও পুলিশ তাঁদের গাড়ির মধ্যে প্রায় ৩০ মিনিট আটকে রাখে বলে অভিযোগ উঠেছে। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

শিক্ষক বদলিকে ঘিরে রণক্ষেত্র স্কুলচত্বর প্রতিবাদে তেলিয়ামুড়া-ঘিলাতলী পথ অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ নভেম্বর ।। মাত্র তিনজন শিক্ষক-শিক্ষিকাকে নিয়ে কোনওভাবে টিকে থাকা থাপিদয়াল উচ্চ বিদ্যালয়ে এক শিক্ষিকার বদলির নোটিশ জারি হতেই ক্ষোভে ফেটে পড়ল গোটা এলাকা। আজ সকালে তেলিয়ামুড়া থানাধীন তেলিয়ামুড়া বিদ্যালয় পরিদর্শকের অধীন এই বিদ্যালয় চত্বর যেন রণক্ষেত্রের রূপ নেয়।

জানা গিয়েছে, ওই বিদ্যালয়ের প্রায় ৮৬ জন ছাত্রছাত্রী বর্তমানে পাঠরত। অথচ শিক্ষক সংখ্যা মাত্র তিনজন। এই সীমিত শিক্ষকবলে প্রতিদিনের পাঠদান চালানোই যেখানে কঠিন, সেখানে একজন অভিজ্ঞ শিক্ষিকার বদলির খবর ছড়াতেই শনিবার সকালেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা। বিদ্যালয়ের গেটে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভে সামিল হন তাঁরা।

পাশাপাশি, তাঁরা শিক্ষক বদলির প্রতিবাদে তেলিয়ামুড়া—ঘিলাতলী সড়ক অবরোধ করেন। দীর্ঘক্ষণ বন্ধ থাকে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বর্ডার গোলচক্কর এলাকায় দুর্বৃত্তের তান্ডব, নিরাপত্তার দাবিতে থানায় জনতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ নভেম্বর ।। *বর্ডার গোলচক্কর এলাকায় দুর্বৃত্তদের তান্ডবে তীব্র আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। এলাকাবাসীর অভিযোগ, সমাজবিরোধীরা ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে পিস্তল দেখিয়ে তোলাবাজি করছে এবং প্রাণনাশের হুমকি দিচ্ছে। ফলে বাজারজুড়ে নেমে এসেছে ভয় ও অশান্তির ছায়া। তাই নিরাপত্তার দাবিতে পশ্চিম আগরতলা থানায় অভিযোগ দায়ের করেন এলাকাবাসী।*

জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরে অর্ঘজিত দাস ও তার সাঙ্গোপাঙ্গরা বর্ডার গোলচক্কর এলাকায় তান্ডব চালিয়ে যাচ্ছে। সন্ধ্যার পর স্থানীয়রা জরুরি কাজেও ঘর থেকে বের হতে পারেন না। এমনকি, স্থানীয় ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে পিস্তল দেখিয়ে তোলাবাজি করে এবং দা হাতে নিয়ে হুমকি দিচ্ছে, বলেও অভিযোগ। ফলে বাজারজুড়ে নেমে এসেছে ভয় ও অশান্তির ছায়া।

তাই এলাকাবাসীরা নিরাপত্তার দাবিতে পশ্চিম আগরতলা থানায় গিয়ে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন এবং অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি পদক্ষেপের দাবি জানান। তাদের আরও অভিযোগ, অর্ঘজিত দাস ও তার সহযোগীরা বাজারে গিয়ে ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে অর্থ আদায় করে এবং প্রতিবাদ করলে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ৯ নভেম্বর ২০২৫ ইং
২২ কার্ত্তিক, রবিবার ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

বিকশিত ভারতের পদক্ষেপ

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর 'বিকশিত ভারত' গড়িবার স্বপ্নটি হইলো ২০৪৭ সালের মধ্যে ভারতকে একটি উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করা।ভারতের স্বাধীনতার ১০০ বছর পূর্তি হইবে ২০৪৭ সালে। সেই সময়ের মধ্যে দেশকে আর্থ-সামাজিক, প্রযুক্তিগত এবং প্রশাসনিক দিক থেকে বিশ্বমানের করিয়া তোলার লক্ষ্যই হইলো "বিকশিত ভারত"।বিকশিত ভারতের মূল লক্ষ্য ও স্তম্ভসমূহ:সময়সীমা ২০৪৭ সাল।ভারতকে বিশ্বশক্তিতে পরিণত করা এবং সমাজের প্রতিটি স্তরে সমৃদ্ধি নিশ্চিত করা।দেশের তরুণ প্রজন্মকে কাজে লাগানো।নারীর ক্ষমতায়ন ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। কৃষিক্ষেত্রের উন্নয়ন ও কৃষকদের সমৃদ্ধি।

দারিদ্র দূরীকরণ ও সকলের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক বৃদ্ধি।এই লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে সরকার আত্মনির্ভরতা উদ্ভাবন এবং নাগরিকদের ক্ষমতায়নের উপর জোর দিয়াছে। এই স্বপ্ন পূরণে দেশের প্রতিটি নাগরিককে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করিবার আহ্বান জানাইয়াছেন প্রধানমন্ত্রী।

শনিবার বারাণসী থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি চারটি নতুন বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনের উদ্বোধন করিয়াছেন। এটি দেশের রেল ব্যবস্থায় এক বড় নজির। এখন থেকে নতুন চারটি রুটে এই ট্রেনগুলি চলিবে। এই রুটগুলি হইল বেনারস-খাজুরাহো, লখনউ-সাহারানপুর, ফিরোজপুর-দিল্লি এবং এর্নাকুলাম-বেঙ্গালুরু।প্রধানমন্ত্রী মোদি জানান, উন্নত দেশগুলির অর্থনৈতিক উন্নতির প্রধান কারণ তাহাদের পরিকাঠামো। ভারতও এখন উন্নয়নের পথে দ্রুত হাঁটিতেছে। তিনি বলেন, 'বন্দে ভারত, নমো ভারত ও অমৃত ভারত ট্রেনগুলি ভারতীয় রেলের নতুন প্রজন্ম।' বন্দে ভারত ট্রেন এখন বিদেশিদেরও দৃষ্টি কাড়িয়াছে।প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, তীর্থস্থান হিসেবে উত্তরপ্রদেশে বড় উন্নয়ন আসিয়াছে। গত বছর ১১ কোটির বেশি পুণ্যার্থী কাশী বিশ্বনাথ দর্শন করেন। রাম মন্দির নির্মাণের পর ৬ কোটির বেশি মানুষ অযোধ্যায় আসিয়াছেন। এই পুণ্যার্থীরা রাজ্যের অর্থনীতিতে হাজার হাজার কোটি টাকা সহায়তা করিয়াছেন। হোটেল, পরিবহন, শিল্পী ও নৌকাচালকদের রোজগার হইতেছে। এতে নতুন কর্মক্ষেত্র তৈরি হইয়াছে।বারাণসীতেও দ্রুত এই উন্নয়ন দেখা যাইবে। এখানে ভালো হাসপাতাল, রাস্তা, গ্যাস পাইপলাইন ও ইন্টারনেট সংযোগ তৈরি

হইতেছে। স্বাস্থ্য পরিষেবাও অনেক উন্নত হইয়াছে। আগে শুধু বিএইচইউ হাসপাতালই ভরসা ছিল। এখন ক্যানসারের জন্য মহামানা হাসপাতাল এবং চোখের জন্য শঙ্করা নেত্রালয় তৈরি হইয়াছে। আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের কারণে বহু গরিব মানুষ উপকৃত হইতেছেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, কাশী এখন এই পুরো অঞ্চলের 'স্বাস্থ্য রাজধানী' হিসাবে পরিচিত।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের সঙ্গে কুকি-জো গোষ্ঠীগুলোর দুই দিনের আলোচনা, মন্ত্রকের সঙ্গে জাতীয় ক্ষেত্র ও প্রশাসনিক সংস্কারের দাবি

ইমফল, ৮ নভেম্বর : স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক ৬ ও ৭ নভেম্বর, নিউ দিল্লিতে কুকি-জো সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোর প্রতিনিধিদের সঙ্গে দুই দিনের আলোচনার আয়োজন করে। আলোচনায় অংশ নেন সাসপেনশন অফ অপারেশন চুক্তির অধীনে থাকা কুকি ন্যাশনাল অর্গানাইজেশন এবং ইউনাইটেড পিপলস ফ্রন্ট-এর প্রতিনিধিরা। মূল আলোচ্য বিষয় ছিল কুকি-জো সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক দাবির কেন্দ্রীয় বিষয় একটি আইনসভাসম্পন্ন ইউনিয়ন টেরিটরি প্রতিষ্ঠা। প্রথম দিন আলোচনা করা হয় ৪ সেপ্টেম্বর স্বাক্ষরিত ত্রিপক্ষীয় চুক্তির বাস্তবায়ন নিয়ে। এই চুক্তি এমএইচএ, মণিপুর রাজ্য সরকার এবং সোও গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়েছিল। কুকি-জো প্রতিনিধিরা জানিয়েছেন যে, মণিপুরের ইমফল অঞ্চলে ৩ মে ২০২৩ থেকে শুরু হওয়া জাতিগত সংঘর্ষের পর কুকি-জো বসবাসরত এলাকায় প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলার ভয়াবহ অবনতি ঘটেছে, এবং তারা নিরাপত্তা ও উন্নয়ন নিশ্চিত করতে একটি বিকল্প প্রশাসনিক ব্যবস্থার দাবি জানিয়েছে।

দ্বিতীয় দিন, আলোচনা কেন্দ্রিত ছিল কুকি-জোদের ইউনিয়ন টেরিটরি দাবি নিয়ে। প্রতিনিধি দলগুলো তাদের দাবি পুনর্ব্যক্ত করে জানায় যে, "বর্তমান মণিপুর রাজ্য প্রশাসনিক কাঠামোর মধ্যে সহাবস্থান আর সম্ভব নয়।" তারা এটিকে 'জাতিগত নির্মূল' হিসেবে বর্ণনা করে, যা ২০২৩ সালের ৩ মে ইমফলে শুরু হয়। কুকি-জো নেতারা দাবি করেন, তাদের এই দাবি ঐতিহাসিক ও সাংবিধানিকভাবে সঙ্গতিপূর্ণ।কুকি-জো প্রতিনিধিরা উল্লেখ করেন, ব্রিটিশ শাসনকালে মণিপুর রাজ্য দরবারের অধীনে কুকি-জো পাহাড় কখনও ছিল না এবং ১৯৩৫ সালের গভার্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্টের অধীনে তা 'বর্জিত এলাকা' হিসেবে চিহ্নিত ছিল। তারা বলেন, পাহাড়ি জনগণের মালিকানা ব্যবস্থা ও ভূমি ব্যবস্থাপনা কৌশল মণিপুরের উপত্যকায় রাজ্য-নিয়ন্ত্রিত ভূমি ব্যবস্থার সঙ্গে সাংঘর্ষিক। এর ফলে তাদের প্রশাসনিক কাঠামো ছিল আলাদা।কুকি-জো নেতারা তাদের দাবিকে একটি 'স্বাধীনতার পূর্ববর্তী স্বায়ত্তশাসনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা' হিসেবে বর্ণনা করেন। তারা বলেন, এটি বিভাজনের উদ্দেশ্যে নয়, বরং ভারতের মধ্যে সমান গণতন্ত্র, নিরাপত্তা ও সামাজিক-অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে চাওয়া হয়েছে।

কুকি-জো প্রতিনিধিরা আরো দাবি করেন যে, ১৯৪৯ সালে মণিপুর ভারতের সঙ্গে একত্রিত হওয়ার সময় মণিপুরের মেইতেই রাজা ক্ষতিপূরণ পেয়েছিলেন, কিন্তু পাহাড়ি উপজাতি প্রধানদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়নি। ফলে তাদের ঐতিহ্যবাহী শাসন ব্যবস্থার অধিকার অস্বীকৃত হয়েছিল।

এ ব্যাপারে, এ.কে. মিশ্র, এমএইচএ'র উত্তর-পূর্ব বিষয়ক পরামর্শক, কেন্দ্রীয় সরকারের অবস্থান স্পষ্ট করেছেন। তিনি বলেন, "কেন্দ্র কুকি-জো জনগণের উদ্বেগের প্রতি সহানুভূতিশীল, তবে বর্তমান সরকারের নীতি নতুন ইউনিয়ন টেরিটরি তৈরির পক্ষে নয়।" তিনি আরও বলেন, 'যেকোনো প্রশাসনিক পুনর্গঠন ঘটানোর আগে মণিপুরের সকল সম্প্রদায়ের সঙ্গে পরামর্শ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।'

কিন্তু কেএনও এবং ইউপিএফ প্রতিনিধি দল কেন্দ্রীয় সরকারের অবস্থান পুনর্বিবেচনার দাবি জানিয়ে বলেছেন, সাংবিধানিক বিধানগুলি নীতিগত সীমাবদ্ধতাগুলির চেয়ে বড়। তারা কুকি-জো জনগণের জীবন, ভূমি ও সম্পত্তির নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সাংবিধানিক সুরক্ষা সক্রিয় করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে।

আলোচনায় আরও উঠে আসে ভূমি ও বন অধিকার, ঐতিহ্যবাহী প্রধানত্বের সুরক্ষা এবং উপজাতি উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়। সোও নেতারা এমএইচএ'র সরাসরি হস্তক্ষেপ চেয়ে বলেছেন যাতে কুকি-জো জনগণের ভূমি মালিকানা সুরক্ষিত থাকে, গ্রাম প্রধানদের উত্তরাধিকার পদ্ধতি সহজতর করা হয় এবং জমি নিবন্ধন প্রক্রিয়া উন্নত করা হয়বর্তমানে যেগুলি ইমফল যেতে হয়, যা তারা 'অসুরক্ষিত ও অপ্রবেশযোগ্য' বলে বর্ণনা করেছেন।অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুত জনগণের পরিস্থিতি আলোচনায় প্রধান বিষয় হয়ে ওঠে, যেখানে কুকি-জো গোষ্ঠীগুলি সরকারের প্রতি দাবি জানায় দ্রুত পুনর্বাসন কার্যক্রম শুরুর জন্য এবং বাস্তুচ্যুত উপজাতি পরিবারের জন্য যথাযথ নিরাপত্তা, আবাসন এবং সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য।

উভয় পক্ষই আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি এবং আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার গুরুত্ব সম্পর্কে একমত হয়েছে, এবং শান্তি প্রক্রিয়ার অগ্রগতির অংশ হিসেবে খোলামেলা সংলাপ বজায় রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। আলোচনা মণিপুরের সংঘাতপূর্ণ অঞ্চলে দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা পূরণ এবং স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনার দিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে।

১৯৭৫ সালের নভেম্বর: বাংলাদেশের ইতিহাসের উত্তাল ও রক্তাক্ত কয়েকটি দিন

মীর সাব্বির

১৯৭৫ সালের নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহ- স্বাধীনতার মাত্র চার বছর পর বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যাকাণ্ডের পর দেশটিতে যে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির তৈরি হয় তারই একটি পরিণতি ছিল এই সাতটি দিনের রক্তাক্ত ঘটনাপ্রবাহ।

অভ্যুত্থান- পাল্টা অভ্যুত্থানের সূচনা ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টের হত্যাকাণ্ডের পর এর সাথে যুক্ত মেজরদের সাথে নিয়ে খন্দকার মোশতাক আহমেদ প্রেসিডেন্ট হিসেবে ক্ষমতাগ্রহণ করেন। তবে খন্দকার মোশতাক সামনে থাকলেও হত্যাকাণ্ডে সরাসরি জড়িত সেনা কর্মকর্তারা ছিলেন প্রবল ক্ষমতাশালী। সেসময় বাংলাদেশের প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানকে সেনাপ্রধান করা হলেও শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যার সাথে জড়িত কয়েকজন মেজর বঙ্গভবন থেকে সেনাবাহিনীর অনেককিছুই নিয়ন্ত্রণ করছিলেন। এর তিন মাস পরেই নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহেই যে অভ্যুত্থান এবং পাল্টা অভ্যুত্থানটি হতে যাচ্ছিল তার প্রেক্ষাপটটি তৈরি হয়েছিল ক্ষমতার এই রক্তাক্ত পালাবদলের মধ্য দিয়ে।

অভ্যুত্থানের কারণ নিয়ে বেশ কিছু ব্যাখ্যা থাকলে সেনাবাহিনীর তৎকালীন অনেক কর্মকর্তা মনে করেন, ১৫ই আগস্ট বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যার পর থেকেই সেনাবাহিনীতে যে বিশৃঙ্খল অবস্থা তৈরি হয়েছিল, তার একটি ফলশ্রুতি হচ্ছে নভেম্বরের অভ্যুত্থান-পাল্টা অভ্যুত্থান। ৭৫-এর পর যেভাবে বেড়েছে ভিভিআইপি নিরাপত্তা শেখ মুজিব হত্যাকাণ্ডে যেমনটা ছিল ভারতের প্রতিক্রিয়া যেভাবে পিতার হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে জেনেছিলেন হাসিনা জুনিয়র সেনা কর্মকর্তাদের ক্ষমতা প্রদর্শন সেনাবাহিনীর মধ্যে অনেকেই গ্রহণ করতে পারেননি। এর বাইরে আরেকটি দ্বন্দ্বও ছিল, যার সূচনা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় থেকেই। সেনাবাহিনীর ভেতরে অন্তর্দ্বন্দ্ব মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর তিনজন অফিসার ব্যাপক পরিচিতি পান। অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার সাখাওয়াত হোসেন বলেন, যুদ্ধের পর থেকে সেনাবাহিনীর মধ্যে এই তিনজন অফিসারের তিনটি প্রভাব বলয় তৈরি হয়েছিল।

ব্রিগেডিয়ার হোসেন তখন ছিলেন ঢাকায় ৪৬ ব্রিগেডের মেজর পদমর্যাদার স্টাফ অফিসার। যে তিনজন সেনা কর্মকর্তার কথা তিনি বলছেন তারা ছিলেন জিয়াউর রহমান, খালেদ মোশারফ এবং কে এম শফিউল্লাহ। 'এই দ্বন্দ্বটা আগেও ছিল, কিন্তু সেটা প্রকট হলো ১৫ই আগস্টের পরে। জেনারেল শফিউল্লাহ মোটামুটি বের হয়ে গেলেন, জেনারেল জিয়া ইন হলেন। আবার জেনারেল জিয়া ইন হওয়াতে তার এবং ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশারফের মধ্য দ্বন্দ্বটা আরো বাড়লো'। ১৫ ই আগস্ট হত্যাকাণ্ডের দিন দশেক পর সেনাপ্রধানের পদ থেকে সরিয়ে দেয়া হয় মেজর জেনারেল কে এম শফিউল্লাহকে। বিবিসির সাথে এক সাক্ষাতকারে তিনি বলছিলেন, এরপর থেকে তিনি "সিনে ছিলেন না" এবং অনেকটা গৃহবন্দী হিসেবেই সেনাপ্রধানের বাড়িতে অবস্থান করছিলেন।

নভেম্বরের ঘটনাপ্রবাহকে খালেদ মোশারফ এবং জিয়াউর রহমানের মধ্যকার দ্বন্দ্বের একটি ফলাফল হিসেবে দেখছেন কে এম শফিউল্লাহ- 'ভবিষ্যৎ অন্ধকার মনে করে খালেদ মোশারফ জিয়াউর রহমানকে সরিয়ে দিতে চেয়েছিল। তাকে সরিয়ে দিয়ে হাউজ এরেস্টও করে ফেলেছিল এবং নিজেই চিফ অফ স্টাফের র‍্যাংক পরলো।'

'ঐটা শেষ পর্যন্ত সে আর থাকতে পারে নাই এবং সেই ঘটনাটাই লিংগার করে ৭ তারিখে জিয়াউর রহমান তাহেরকে সঙ্গে নিয়ে খালেদ মোশারফের ঐ গ্রুপটাকে সরিয়ে দেয়।' তিনি বলছিলেন, সিনে না থাকলেও সেনাবাহিনীর মধ্যে যে একটি উত্তেজনা রয়েছে সেটি তিনি টের পাচ্ছিলেন এবং খালেদ মোশারফের নেতৃত্বে অভ্যুত্থানটির পটভূমিও ছিল সেখান থেকেই।

অভ্যুত্থান এবং ৩রা নভেম্বর জেল হত্যাকাণ্ড নভেম্বরের ৩ তারিখের প্রথম কয়েকটি প্রহরে বাংলাদেশের ইতিহাসের গতিপথ পাল্টে দেয়ার মতো দুটি ঘটনা ঘটে- একটি অভ্যুত্থান এবং ঢাকা কারাগারে একটি হত্যাকাণ্ড।

মধ্যরাত পার হবার পরই খালেদ মোশারফের নেতৃত্বে একটি অভ্যুত্থানে তৎকালীন সেনাপ্রধান জিয়াউর রহমানকে বন্দী করা হয়। ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট থেকে বঙ্গভবন ঘেরাও করার জন্য যায় একটি ইনফ্রেন্টি ইউনিট, রেডিও স্টেশন দখল করে নেয় আরেকটি সেনাদল। ব্রিগেডিয়ার সাখাওয়াত হোসেন বলছিলেন, বঙ্গভবন ঘিরে তখন এত বেশি সেনা সমাবেশ হয়েছিল যে ভেতরে থাকা মেজর ডালিম এবং মেজর নুরসহ সেনা কর্মকর্তারা আর পাল্টা কোন পদক্ষেপ নিতে পারেনি। আর এরই মধ্যে আকাশে যুদ্ধবিমানও উড়তে দেখা যায়। 'বঙ্গভবনের ওপর দিয়ে যখন দুটা কি তিনটা ফাইটার জেট উড়ে গেলো তখন তারা বুঝলো যে তাদের হাতে আর সময় নেই, তাদেরকে আত্মসমর্পণ করতে হবে'।

সেদিন সকাল থেকেই একটি সমঝোতার চেষ্টা চলছিল। মেজর ডালিম এবং মেজর নুর বেশ কয়েকবার ক্যান্টনমেন্টে এসে খালেদ মোশারফের সাথে দেখা করেন। দিনভর নানা দেন-দরবারের পর সন্ধ্যায় ঠিক হলো তাদেরকে দেশ থেকে চলে যেতে দেয়া হবে।

সেদিনই রাতে একটি এয়ারক্রাফে বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যার সাথে জড়িত কয়েকজন সেনা কর্মকর্তাদের একটি বিমানে থাইল্যান্ডে চলে যেতে দেয়া হয়। এদিকে সেই রাতেই কেন্দ্রীয় কারাগারে চলে একটি হত্যাকাণ্ড।

কয়েকজন সেনাসদস্যের হাতে খুন হন ১৯৭১ সালের প্রবাসী সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমেদ, তৎকালীন সরকারের অর্থমন্ত্রী এম মনসুর আলী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এ এইচ এম কামরুজ্জামান। ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের তৎকালীন জেলার আমিনুর রহমান বিবিসির সাথে এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, রাত একটা থেকে দেড়টার দিকে একটি পিকআপে করে কিছু সেনাসদস্য জেলগেটে উপস্থিত হন। এসময় আইজি প্রিজনের ফোন পেয়ে তিনিও সেখানে যান। এর কিছুক্ষণ পর তার কার্যালয়ের টেলিফোনটি বেজে ওঠে। 'টেলিফোন ধরলেই বললো যে প্রেসিডেন্ট কথা বলবে আইজি সাহেবের সাথে। কথা শেষ করার পরই আইজি সাহেব বললেন যে প্রেসিডেন্ট ফোন করেছিলো। বললো যে আর্মি অফিসাররা যা চায় সেটা তোমরা করো'। এরপর কারা মহাপরিদর্শক আমিনুর রহমানের হাতে চারজনের নাম লেখা একটি চিরকুট ধরিয়ে দিয়ে বলেন এদেরকে এক জায়গায় করো। 'সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং তাজউদ্দীন সাহেব ছিলেন এক রুমে আর অন্য দু'জন ছিলেন অন্য রুমে। তো অন্য রুম খুলে আনলাম'। 'আমি ভাবলাম কথাবার্তা বলবে তো পরিচয় করিয়ে দিই। মনসুর আলী সাহেব ছিলেন সর্বদক্ষিণে। তাকে পরিচয় করানোর জন্য মাত্র ম.. বলা শুরু করার সাথে সাথেই গুলি করে দিলো। গুলি করেই তারা খোলা গেট দিয়ে দৌড়ে পালিয়ে গেলো'। সাখাওয়াত হোসেন বলছিলেন ঐ জেলহত্যার ঘটনাটি তাৎক্ষনিকভাবে জানাজানি হয়নি। ঘটনাটি সেনা অফিসারদের কাছে পৌঁছে ৪ঠা নভেম্বর সকালের দিকে। সক্রিয় হয়ে ওঠে জাসদের গণবাহিনী ৩রা নভেম্বরের পরের কয়েকটি দিন কার্যকর দেখা যায় জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল বা জাসদের গণবাহিনীকে। কর্ণেল তাহেরের নেতৃত্বাধীন এই গণবাহিনী পরবর্তী অভ্যুত্থানে একটি মূল ভূমিকা পালন করে। কর্ণেল তাহেরের ভাই এবং গণবাহিনীর তৎকালীন ঢাকা মহানগর প্রধান অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন বলেন, জিয়াউর রহমানের থেকেই খালেদ মোশারফের নেতৃত্বে অভ্যুত্থানের খবরটি জানতে পারেন কর্ণেল তাহের। তিনি বলেন, ৩রা নভেম্বর ভোররাতের দিকে জিয়াউর রহমান ফোন করেন কর্ণেল তাহেরকে। 'জিয়াউর রহমান বলেন, তাহের ওরা আমাকে বন্দী করেছে। আমার জীবন বিপন্ন'। যদিও জিয়াউর রহমানের মূল টেলিফোন লাইনটি কেটে দেয়া হয়েছিল, তবে একটি প্যারালাল লাইন সচল থাকায় তিনি টেলিফোন কলটি করতে পেরেছিলেন বলে জানান অধ্যাপক হোসেন। কর্ণেল তাহের সেনাবাহিনী থেকে পদত্যাগ করেন ১৯৭২ সালে। এরপর থেকে তিনি সরাসরি জাসদের রাজনীতির সাথে যুক্ত হন।এরই মধ্যে গঠিত হয় সেনাসদস্যদের নিয়ে সৈনিক সংস্থা এবং গণবাহিনী, যদিও বিষয়গুলো তখনো প্রকাশ্য ছিল না।

অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন বলছেন, নভেম্বরের ৩ তারিখেই কর্ণেল তাহের নারায়ণগঞ্জ থেকে ঢাকায় আসেন এবং এরপর থেকেই সৈনিক সংস্থার সদস্যরাসহ সেনাসদস্যরা তার সাথে দেখা করতে শুরু করেন। খালেদ মোশারফ ক্ষমতা হাতে নিলেও দ্রুতগতিতে কোন সরকার গঠন করতে পারেননি। এর মধ্যেই অনেকটা অগোচরে ঘটে যায় জেল হত্যাকাণ্ড। এসব মিলিয়ে অনেকটা "সরকারহীন" অবস্থার মধ্যে ছিল কয়েকটি দিন। 'এর মধ্যে জাসদ, গণবাহিনী এবং তাহের সৈনিকদের সাথে ক্রমাগত আলোচনা চালিয়ে যান' বলেন অধ্যাপক হোসেন।

নভেম্বরের ৫ এবং ৬ তারিখে গণবাহিনী আরো সক্রিয় এবং সংগঠিত হয়ে উঠতে শুরু করে। কর্নেল তাহেরের নেতৃত্বে একটি অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা চলতে থাকে। সাখাওয়াত হোসেন বলছেন, গণবাহিনী যে একটি কিছু করতে যাচ্ছে সেটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে ৬ তারিখ বিকেলে, যখন ক্যান্টনম্যান্টের ভেতরে গণবাহিনীর নামে একটি লিফলেট ছড়ানো শুরু হয়। ব্রিগেডিয়ার সাখাওয়াত হোসেন বলছিলেন, লিফলেটের একটি কপি তিনিও দেখেছিলেন। লিফলেটে খালেদ মোশারফ, শাফায়াত জামিল এবং কর্নেল হুদাকে "ভারতীয় চর" বলে প্রচার করা হয়। এরই মধ্যে বিচারপতি আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েমকে প্রেসিডেন্ট হিসেব শপথ পরানো হয়। কিন্তু প্রশাসন এবং সেনাবাহিনীতে ঠিক কী হচ্ছে সেনিয়ে বেশ কিছু অস্পষ্টতা রয়ে গিয়েছিলো। 'একটা ক্যু-তে যে হোমওয়ার্ক হয় সেটা ছিলো না। যে যার মতো করে চলছিল। এই বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্যে যখন ৬ তারিখ রাতে এই লিফলেট জওয়ানদের মধ্যে ছড়ানো হলো তখনি সবার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেলো যে গণবাহিনী নামে একটি ফোর্স ক্যান্টনমেন্টের ভেতর কাজ করছে'। এদিকে গণবাহিনীর বিদ্রোহের মূল পরিকল্পনাটি হয় ৬ তারিখ সন্ধ্যায়। 'বিশাল একটি হলরুমের মধ্যে সেনাবাহিনীর প্রায় ৬০-৭০ জন সদস্য ছিলেন। সেখানে গণবাহিনীর নেতৃত্বস্থানীয়দের মধ্যে কর্ণেল তাহের, তার পরের অবস্থানেই ছিল হাসানুল হক ইনু এবং আমি নিজেও ছিলাম। সেখানেই প্রত্যেকের কাজ ভাগ করে দেয়া হয়'- বলেন অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন। তবে তিনি বলেন, দলীয়ভাবে জাসদের সিদ্ধান্ত ছিল প্রস্তুতি নিয়ে ৯ই নভেম্বর অভ্যুত্থান হবে। কিন্তু ক্যান্টনমেন্টের পরিস্থিতি আরো উত্তপ্ত হয়ে ওঠায় সেই রাতেই বিদ্রোহের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ৭ই নভেম্বরের পাল্টা অভ্যুত্থান

৭ই নভেম্বর দিবাগত রাতেই শুরু হয়ে যায় পাল্টা অভ্যুত্থান। যার পুরোভাগে ছিল সেনাবাহিনীর জওয়ানরা। কে এম শফিউল্লাহ বলছিলেন, সৈনিকদের মধ্যে স্লোগান উঠছিল "সিপাহী সিপাহী ভাই ভাই, জেসিও ছাড়া র‍্যাংক নাই"। 'সিপাহীদের মধ্যে একটা হতাশা সৃষ্টি হয়েছিল। তারা ভাবছিল অফিসাররা তাদের ব্যবহার করে উচ্চপদে উঠছে কিন্তু তাদের কথা কেউ চিন্তা করে না'। সেই রাতেই মুক্ত করা হয় জিয়াউর রহমানকে। ৭ তারিখ রাতে ক্যান্টনমেন্টে গোলাগুলির শব্দ শুরু হয়। কয়েকজন সেনা কর্মকর্তাকে হত্যা করে বিদ্রোহীরা। 'জিয়াউর রহমানকে গণবাহিনী বের করতে পারেনি, তাকে রাতেরবেলা বের করলো ফোর বেঙ্গল আর টু ফিল্ড রেজিমেন্ট'। সাখাওয়াত হোসেন বলছিলেন, পরদিন সকালেই তিনি গণবাহিনীর সদস্য এবং কিছু সেনাসদস্যসহ সেনানিবাসে কর্ণেল তাহেরকে দেখতে পান। এরপর জিয়াউর রহমানের সাথে কথা বলার সময় এক পর্যায়ে দু'জনের মধ্যে কিছু উত্তপ্ত বাক্যবিনিময়ও হয়। 'তাহের চাচ্ছিলো জিয়াউর রহমান রেডিওতে গিয়ে গণবাহিনীর ১৩ দফা ঘোষণা করবেন এবং বলবেন যে তিনি এসব দাবী মেনে নিয়েছেন। এরপর সিপাহী-জনতার উদ্দেশ্যে ভাষণ দিয়ে সেই দাবী মেনে নেয়ার কথা জানাবেন'। 'কিন্তু তিনি যাননি। উনি তার আগেই তার ভাষণ রেকর্ড করে রেডিওতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এখানেই তাহের এবং জিয়ার বিচ্ছেদ'। ব্রিগেডিয়ার সাখাওয়াত হোসেন বলছেন, ৭ই নভেম্বরের অভ্যুত্থানের সময় জওয়ানদের সাথে অনেককে অস্ত্রসহ বেসামরিক পোষাকেও অংশ নিতে দেখা গিয়েছিল। তবে ঐ অভ্যুত্থানে গণবাহিনী তাদের বেসামরিক সদস্যদের অন্তর্ভুক্ত করতে পারেনি বলছেন অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন। তিনি বলছেন, জাসদ যে উদ্দেশ্য নিয়ে বিদ্রোহে অংশ নিয়েছিল সেটি ব্যর্থ হবার এটিও একটি কারণ।

'কথা ছিল সৈনিকরা জিয়াউর রহমানকে ক্যান্টনমেন্ট থেকে এলিফেন্ট রোডে নিয়ে আসবে। সেখানেই একটি বাসায় কর্নেল তাহেরসহ জাসদের নেতারা অবস্থান করছিলেন। কিন্তু তারা সেটা করতে পারেনি'। অধ্যাপক হোসেন বলছেন, গণবাহিনীর সাথে যুক্ত সৈনিকরাই জিয়াউর রহমানকে মুক্ত করেছিল। 'জিয়াউর রহমান তাদেরকে বলেছিলেন যে কর্ণেল তাহের তার বন্ধু এবং তাকেই যেন তারা এখানে নিয়ে আসে। এভাবে তারা কিছুটা প্রতারিতও হয়েছিল। তাদের ওপর যে সুনির্দিষ্ট যে নির্দেশ ছিল সেটা তারা করতে পারেনি'।

এদিকে ৭ই নভেম্বর সকালেই কর্ণেল কে এন হুদার সাথে ঢাকায় রংপুর থেকে আসা ১০ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে হত্যা করা হয় খালেদ মোশাররফ, কর্ণেল কে এন হুদা এবং ল্যাফটেনেন্ট কর্ণেল এ টি এম হায়দারকে। খালেদ মোশারফকে কার নির্দেশে এবং কেন হত্যা করা হয়েছিল তার কোন সুনির্দিষ্ট তদন্ত হয়নি এবং সেই হত্যার কোন বিচারও এখনো পর্যন্ত হয়নি। ক্ষমতার কেন্দ্রে জিয়াউর রহমান আনোয়ার হোসেন বলছেন, জিয়াউর রহমানের রেডিও ভাষণের পর অভ্যুত্থানে গণবাহিনীর ভূমিকা চাপা পড়ে যায় এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে একটি ধারণা জন্মে যে, এটি পুরোপুরিই জিয়াউর রহমানের অভ্যুত্থান। ৭ই নভেম্বরের পর ক্ষমতার কেন্দ্রে চলে আসেন জিয়াউর রহমান।

এর কিছুদিন পর ২৪শে নভেম্বর কর্ণেল তাহেরকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং ১৯৭৬ সালের ২১শে জুলাই রাষ্ট্রদ্রোহীতার অভিযোগে সামরিক আদালতে তাকে ফাঁসি দেয়া হয়। শেখ মুজিব হত্যাকাণ্ড: রাজনৈতিক উদ্দেশ্য কী ছিল? বন্দীদশা থেকে যেভাবে ক্ষমতার কেন্দ্রে এলেন জিয়া জিয়া হত্যা: "সেনা অফিসাররা ন্যায় বিচার পাননি" শেখ মুজিব হত্যার পর জেনারেল জিয়া যে মন্তব্য করেছিলেন দীর্ঘদিন পর ২০১৩ সালে সুপ্রিম কোর্ট এক রায়ে কর্নেল তাহেরের সেই বিচারকে অবৈধ হিসেবে ঘোষণা করে। ১৯৮১ সাল পর্যন্ত উপ-প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক এবং পরবর্তীতে প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন জিয়াউর রহমান। ১৯৮১ সালের মে মাসে এক ব্যর্থ সামরিক অভ্যুত্থানে তাকে হত্যা করা হয়।

> অভ্যুত্থানের কারণ নিয়ে বেশ কিছু ব্যাখ্যা থাকলে সেনাবাহিনীর তৎকালীন অনেক কর্মকর্তা মনে করেন, ১৫ই আগস্ট বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যার পর থেকেই সেনাবাহিনীতে যে বিশৃঙ্খল অবস্থা তৈরি হয়েছিল, তার একটি ফলশ্রুতি হচ্ছে নভেম্বরের অভ্যুত্থান-পাল্টা অভ্যুত্থান।

পাতাল ফুঁড়ে বেরল লৌহযুগের নয়া ইতিহাস ৫ হাজার ৩০০ বছর আগে লোহা ব্যবহার করত দক্ষিণ ভারত !

বিশ্বে লৌহযুগের সূচনা হয়েছিল ভারত থেকে! সম্প্রতি তামিলনাড়ুর তুতিকোরিন জেলায় খননকার্য্য চালিয়ে এমন একাধিক ঐতিহাসিক নিদর্শন প্রকাশ্যে এসেছে যাতে জোরালো হচ্ছে এই দাবি। পুরাতত্ত্ববিদদের দাবি, ওই অঞ্চল থেকে এমন কিছু লৌহসামগ্রী উদ্ধার হয়েছে যার বয়স খ্রিস্টপূর্বাব্দ ৩,৩৭৫ থেকে ৩,২৫৯ বছর। অর্থাৎ বর্তমান সময় থেকে ৫ হাজার ৩০০ বছর আগে লোহা ব্যবহার করত এই অঞ্চলের মানুষ। তাই যদি হয়, তবে বলার অপেক্ষা রাখে না বিশ্বে লৌহযুগের সূচনা হয়েছিল ভারত থেকে। বদলে যাবে অতীত ইতিহাস।

এতদিন ধরে ইতিহাসবিদদের বেশিরভাগই বিশ্বাস করতেন প্রায় ২,৩০০ বছর আগে তুরস্কের হিটাইটরা লোহার আবিষ্কার করেন। পরে বাণিজ্যিকভাবে তা ভারতে প্রবেশ করে। এই হিটাইট রাজত্বে ওই অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে হেমাটাইট লোউহ আকরিক পাওয়া যেত। সেই থেকেই ইতাহাসবিদদের মধ্যে এই ধারনা তৈরি হয়। তবে সে ধারনা এবার ভাঙতে চলেছে বলে মনে করছে পুরাতত্ত্ববিদরা। পূর্বে ভারতের ১২০০ বা ২০০০ সাল পিছনে গেলে লোহার ব্যবহারের ইতিহাস পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু ৫ হাজার ৩০০ বছর পিছনে লোহার ব্যবহারের ইতিহাস এই প্রথম।

সম্প্রতি তুতিকোরিন জেলার খননকার্য্য চালিয়ে উদ্ধার হয়েছে একটি শবাধার ও বেশকিছু লোহার সামগ্রী। এই ঐতিহাসিক সামগ্রীর বয়স জানতে অ্যাক্সিলারেটর মাস স্পেকটোমেট্রি (এএমএস) এবং অপটিক্যালি স্টিমুলেটেড লুমিনেসেন্স (ওএসএল) পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। যা কার্বন ডেটিংয়ের চেয়েও নির্ভুল বয়স নির্ধারণ করে। সেই ইতিহাসের উপর ভিত্তি করে গত বৃহস্পতিবার একটি গবেষণাপত্র প্রকাশ করেছে তামিলনাড়ুর পুরাতত্ত্ব বিভাগ। যা লিখেছেন পন্ডিচেরি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কে রাজন ও আর শিবনন্থন। ৭৩ পাতার এই গবেষণাপত্রে স্পষ্ট দাবি করা হয়েছে, ৫হাজার ৩০০ বছর আগে ভারতে লোহার ব্যবহার ছিল। এই তথ্য প্রকাশ্যে আসার পর স্বাভাবিকভাবেই ইতিহাসবিদদের একাংশ মনে করছেন, বিশ্বে লৌহযুগের নতুন ইতিহাস লেখা হতে পারে এই তথ্যের ভিত্তিতে। যদিও অনেক ইতিহাসবিদের দাবি, এই গবেষণার গুরুত্ব যে অপরিসীম তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তবে এই তথ্যের উপর ভিত্তি করে এতখানি সরলীকরণ ঠিক নয়। মনে করা হচ্ছে, ভারতের হরপ্পা সভ্যতাতেও লোহার নিদর্শন থাকা উচিত। পাশাপাশি এই আবিষ্কারে উচ্ছ্বসিত দেশের জরিপ বিভাগের প্রাক্তন মহাপরিচালক রাকেশ তিওয়ারি। তিনি বলেন, "এতদিন আমরা জানতাম সিন্ধু সভ্যতাকে ভিত্তি করে দেশের পশ্চিমাঞ্চল সমৃদ্ধ হচ্ছিল, তখন বাকি অংশে তার কোনও ছাপ পড়েনি। কিন্তু সাম্প্রতিক গবেষণা সেই ধারনা বদলে দিচ্ছে। নিশ্চিতভাবে এই ঘটনা এক বিরাট আবিষ্কার।"

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

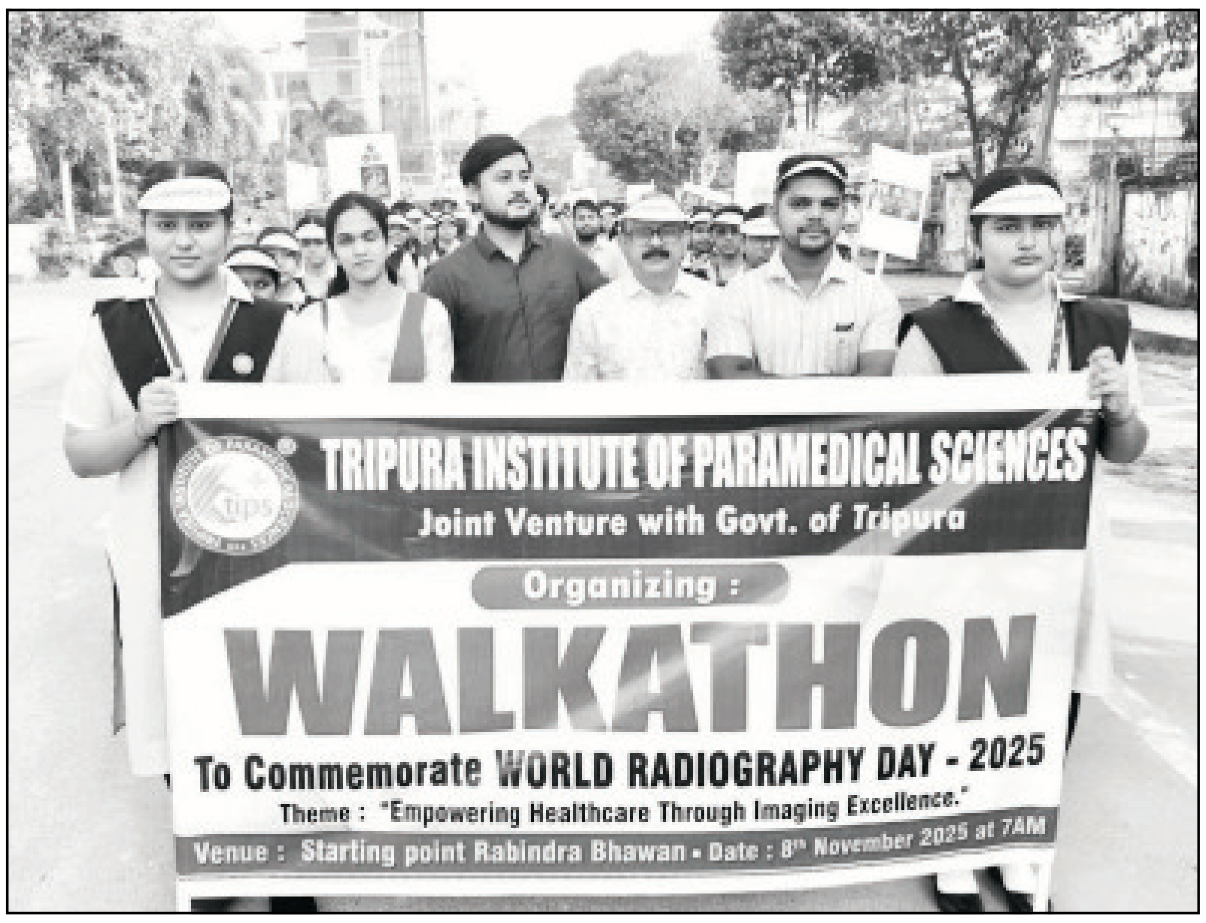

শনিবার বিশ্ব রেডিওগ্রাফি দিবস উপলক্ষ্যে সচেতনতামূলক মিছিল। ছবি নিজস্ব।

মালিতে পাঁচ ভারতীয় অপহৃত, আল-কায়েদা ও আইএসআইএস জঙ্গি তৎপরতায় অস্থির আফ্রিকান দেশ

বামাকো, ৮ নভেম্বর : পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালিতে পাঁচ ভারতীয় নাগরিককে অপহরণ করা হয়েছে বলে সরকারি সূত্রে শনিবার নিশ্চিত করা হয়েছে। দেশটি বর্তমানে আল-কায়েদা ও আইএসআইএস-সংযুক্ত জঙ্গি গোষ্ঠীগুলির ক্রমবর্ধমান সহিংসতা ও অস্থিতিশীলতার মুখোমুখি।

জানা গেছে, বৃহস্পতিবার পশ্চিম মালির কোব্রি অঞ্চলের কাছে একদল সশস্ত্র ব্যক্তিরা ওই পাঁচ ভারতীয়কে অপহরণ করে। তারা স্থানীয় বিদ্যুতায়ন প্রকল্পে কর্মরত ছিলেন বলে নিরাপত্তা বাহিনী সূত্রে জানা গেছে। অপহৃতদের নিয়োগকারী কোম্পানির এক প্রতিনিধি জানান, আমরা পাঁচ ভারতীয় নাগরিকের অপহরণের বিষয়টি নিশ্চিত করছি। কোম্পানির বাকি ভারতীয় কর্মীদের ইতিমধ্যে রাজধানী বামাকোতে সরিয়ে আনা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত কোনো জঙ্গি সংগঠন এই ঘটনার দায় স্বীকার করেনি।

মালিতে সামরিক জান্তার শাসন চলাকালীন দেশটি গত কয়েক বছর ধরে চরম অস্থিরতা ও জঙ্গি হামলার কবলে রয়েছে। আল-কায়েদা-সংযুক্ত 'গ্রুপ ফর দ্য সাপোর্ট অব ইসলাম অ্যান্ড মুসলিমস' সম্প্রতি জ্বালানি সরবরাহে অবরোধ আরোপ করেছে, যা দেশের অর্থনৈতিক সংকটকে আরও গভীর করেছে।

বিদেশি নাগরিক অপহরণের ঘটনা মালিতে নতুন নয়। ২০১২ সাল থেকে ধারাবাহিক সামরিক অভ্যুত্থান ও জিহাদি হামলায় সরকারের নিয়ন্ত্রণ ক্রমশ দুর্বল হয়েছে। চলতি বছরের সেপ্টেম্বরে জেএনআইএম যোদ্ধারা বামাকোর কাছে দুই এমিরাতি ও এক ইরানি নাগরিককে অপহরণ করেছিল। প্রায় ৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মুক্তিপণ দেওয়ার পর তারা সম্প্রতি মুক্তি পান।

২০১২ সালে তুয়ারেগ বিদ্রোহ থেকে জন্ম নেওয়া জেএনআইএম উত্তর মালি থেকে দেশের মধ্যাঞ্চল পর্যন্ত এবং প্রতিবেশী বুরকিনা ফাসো ও নাইজার-এও তাদের প্রভাব বিস্তার করেছে। মালির জান্তা নেতা আসিমি গোইতা ক্ষমতায় এসে সন্ত্রাস দমনের অঙ্গীকার করেছিলেন। তবে ফ্রান্স ও যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে প্রতিরক্ষা সম্পর্ক ছিন্ন করে রাশিয়ার সঙ্গে জোট গঠনের পরও বড় কোনো সাফল্য আসেনি।

যদিও রাজধানী বামাকো এখনো সরকারের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে, তবুও জেএনআইএম-এর অগ্রগতি নিয়ে মালির সাধারণ মানুষদের মধ্যে উদ্বেগ বাড়ছে। যে অঞ্চলে জঙ্গিরা আধিপত্য বিস্তার করেছে। সেখানে তারা কঠোর নিয়ম চাপিয়ে দিচ্ছে। চলাচলে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করছে এবং মহিলাদের গণপরিবহনে হিজাব পরা বাধ্যতামূলক করছে।

এই সপ্তাহেই রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে বৈঠকে বসছে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন

লতিফুর রহমান, ঢাকা, ৮ নভেম্বর: আগামী ফেব্রুয়ারির জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রস্তুতির অংশ হিসেবে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন (ইসি) এই সপ্তাহেই রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে ধারাবাহিক সংলাপ শুরু করছে। ইসি-র জ্যেষ্ঠ সচিব আখতার আহমেদ জানিয়েছেন, সময়সীমার সংকটের কারণে দলগুলিকে দলভিত্তিক দলে দলে আমন্ত্রণ জানানো হবে এবং ডিসেম্বরের প্রথম দিকে নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার আগে আলোচনা শেষ করা হবে। দুই সপ্তাহব্যাপী এই সংলাপে আলোচ্য বিষয় হিসেবে থাকছে সংসদীয় নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীদের আচরণবিধি সংশোধনবিষয়ক বিধিমালা ২০২৫, যা এখন গেজেট প্রকাশের অপেক্ষায়। ইসি ইতিমধ্যে ৩০০টি আসনের সীমানা পুনর্নির্ধারণ, ১২.৭৬ কোটি ভোটার তালিকা হালনাগাদ, ৪২,৭৬১টি ভোটকেন্দ্র চূড়ান্ত ও ৬৬টি স্থানীয় পর্যবেক্ষক সংস্থাকে অনুমোদন দিয়েছে। নতুন করে তিনটি দল ন্যাশনাল সিটিজেন পার্টি (এনসিপি), বাংলাদেশ সাধারণ জনগণ পার্টি এবং বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী) শিগগিরই নিবন্ধন পেতে চলেছে।

ডিসেম্বরের শুরুতেই তফসিল ঘোষণার আগে এই সংলাপগুলো হবে কমিশনের শেষ বড় উদ্যোগ।

প্রধানমন্ত্রী মোদির বিরুদ্ধে প্রশান্ত কিশোরের অভিযোগ 'আরজিডি আতঙ্ক সৃষ্টি করে ভোট চাইছেন'

পাটনা, ৮ নভেম্বর : বিহার বিধানসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আবারও রাজনৈতিক উত্তাপ তুঙ্গে। জনসুরাজ পার্টির প্রতিষ্ঠাতা প্রশান্ত কিশোর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে আক্রমণ করে বলেছেন, 'প্রধানমন্ত্রী মোদি লালু যাদবের রাষ্ট্রীয় জনতা দল-এর আতঙ্ক সৃষ্টি করে ভোট চাইছেন।'প্রশান্ত কিশোর দাবি করেছেন যে, বিহারের জনগণ এবার একটি নতুন বিকল্প, ''জনসুরাজ''-এর দিকে তাকিয়ে আছেন। তিনি বলেন, 'বিহারে ভোটে জিততে গেলে, মোদি এবং তার মিত্ররা অনেক বছর ধরেই লালু যাদবের ''জঙ্গল রাজ'' দেখিয়ে ভোট পেতে চেষ্টা করছে। কিন্তু এবার পরিস্থিতি বদলে গেছে। তারা যদি বলেন ''জঙ্গল রাজ'' ফিরুক না, তাহলে কেন এনডিএ (বিজেপি এবং নীতীশ কুমার) ভোট চাইছে?'প্রশান্ত কিশোর আরও বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী মোদি কোনো বাস্তব উন্নয়ন নিয়ে কথা বলতে পারছেন না, তাই লালু যাদবের আতঙ্ককে উসকে দিয়ে ভোট চাইছেন। কিন্তু এবারের নির্বাচনে জনসুরাজ একটি নতুন বিকল্প হিসেবে উঠে এসেছে।'

'জঙ্গল রাজ' শব্দটি বিহারে এক সময় লালু যাদবের শাসনামলের সাথে সম্পর্কিত। বিজেপি দীর্ঘদিন ধরে বিহারের বিরোধী জোটের বিরুদ্ধে এই শব্দটি ব্যবহার করে আসছে। প্রধানমন্ত্রী গত সপ্তাহে বলেন, বিহারে জঙ্গল রাজের স্মৃতি ১০০ বছরেও ভুলে যাওয়া যাবে না এবং বিজেপির কর্মীদের পরামর্শ দেন, তাঁরা যেন প্রবীণ ভোটারদের কাছে তা স্মরণ করিয়ে দেন।

এদিকে, বিহার বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম পর্বে ভোট পড়েছে রেকর্ড ৬৪.৬৬ শতাংশ। এটি বিহারের ইতিহাসে একদিনে সর্বোচ্চ ভোট পড়ার হার, যা ২০০০ সালে ৬২.৫৭ শতাংশ ছিল। দ্বিতীয় পর্বের ভোটগ্রহণ ১১ নভেম্বর, এবং ভোট গণনা হবে ১৪ নভেম্বর।

ভারত সরকারের 'এক্সক্লুসিভ ইকোনমিক জোন ফিশারিজ টেকসই ব্যবহার নীতিমালা, ২০২৫' ঘোষণা

নয়াদিল্লি, ৮ নভেম্বর : ভারত সরকার 'এক্সক্লুসিভ ইকোনমিক জোন ফিশারিজ টেকসই ব্যবহার নীতিমালা, ২০২৫' এর খসড়া ঘোষণা করেছে, যা গভীর সমুদ্র মৎস্যসম্পদ ব্যবহার ও উপকূলীয় জীবিকা উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এই উদ্যোগ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ব্লু ইকোনমি গড়ে তোলার এবং বাজেট ২০২৫-২৬ এর এক গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা পূরণে সহায়ক হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

নতুন এই নীতিমালা ছোট মৎস্যজীবী সমবায় এবং ফিশ ফার্মার প্রোডিউসার অর্গানাইজেশন গুলিকে গভীর সমুদ্র মৎস্য আহরণে অগ্রাধিকার দেওয়ার মাধ্যমে তাদের ক্ষমতায়ন করতে চায়। এছাড়াও, প্রশিক্ষণ, বৈশ্বিক এক্সপোজার এবং সাশ্রয়ী ঋণ সুবিধা প্রদান করা হবে, যা প্রধান মন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজন এবং মৎস্য এবং জলজ সম্পদ অবকাঠামো উন্নয়ন তহবিল এর মতো নীতির মাধ্যমে বাস্তবায়িত হবে।মৎস্য, প্রাণিসম্পদ ও দুগ্ধজাত মন্ত্রণালয়ের এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে যে, ইইজেড নীতিমালা ভারতীয় সামুদ্রিক মৎস্য খাতকে আধুনিকীকরণের মাধ্যমে উন্নত করবে, যেমনমূল্য সংযোজন, ট্রেসেবিলিটি, সার্টিফিকেশন, এবং 'মা-এবং-বাচ্চা' জাহাজ মডেল চালু করা, যা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া'র নিয়ম অনুযায়ী সমুদ্রে ট্রান্সশিপমেন্ট পরিচালনার অনুমতি দেবে। বিশেষভাবে অ্যান্ডামান ও নিকোবর এবং লক্ষদ্বীপ দ্বীপপুঞ্জের দিকে বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে, যেগুলি ভারতের ইইজেড এর প্রায় অর্ধেক অংশ গঠন করে।নতুন নীতিমালায় এলইডি লাইট মৎস্য শিকার, পেয়ার ট্রলারিং এবং বল ট্রলারিংয়ের মতো ক্ষতিকর মৎস্য শিকার পদ্ধতির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, এবং সমুদ্র-জীববৈচিত্র্য রক্ষার্থে এবং টেকসই জীবিকা সুরক্ষিত রাখতে সি-কেজ ফার্মিং এবং সি-উইড চাষের মতো মেরিকালচার কার্যক্রমকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। মৎস্য প্রজাতির ন্যূনতম আইনগত আকার এবং মৎস্য ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা রাজ্যের সাথে পরামর্শ করে বাস্তবায়ন করা হবে। নতুন নীতিমালায় মেকানাইজড এবং বড় মোটরচালিত জাহাজের জন্য একটি সম্পূর্ণ ডিজিটাল 'অ্যাক্সেস পাস' সিস্টেম চালু করা হয়েছে, যা রিয়েলক্র্যাফ প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে পরিচালিত হবে। তবে, ঐতিহ্যবাহী এবং ছোট মৎস্যজীবীরা, যারা মোটরচালিত বা অ-মোটরচালিত নৌকা ব্যবহার করেন, তাদের এই শর্ত থেকে ছাড় দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও, বিদেশি জাহাজগুলো ভারতের ইইজেড তে কোনো ধরনের চুক্তির মাধ্যমে কাজ করতে পারবে না।ভারত সরকার অবৈধ, রিপোর্টহীন, এবং অনিয়ন্ত্রিত মৎস্য শিকার বন্ধ করতে একটি জাতীয় কর্মপরিকল্পনা তৈরি করবে, যা সামুদ্রিক সম্পদ রক্ষা এবং ছোট মৎস্যজীবীদের স্বার্থ নিশ্চিত করবে।নিরাপত্তা এবং উপকূলীয় সুরক্ষা বৃদ্ধির জন্য, নীতিমালায় মাছ ধরার নৌকা ও মৎস্যজীবীদের জন্য ট্রান্সপন্ডার এবং কিউআর-কোডেড আইডি কার্ড ব্যবহারের বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়েছে। রিয়েলক্র্যাফ প্ল্যাটফর্মটি নাভমিত্র অ্যাপ্লিকেশনের সাথে একীভূত করা হয়েছে, যা ভারতীয় উপকূল রক্ষী বাহিনী এবং নৌবাহিনীকে সমুদ্র মনিটরিং ও যোগাযোগে সহায়তা করবে।একই সাথে, মৎস্য মন্ত্রণালয় স্পষ্ট করেছে যে, ভারতের ইইজেড এর বাইরে যে মাছ ধরা হবে, তা এখন 'ভারতীয় উৎস' হিসেবে স্বীকৃত হবে, এবং সেগুলি ভারতীয় বন্দরে এসে আমদানি হিসেবে গণ্য হবে না।মৎস্য মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই সংস্কারগুলি ভারতের সামুদ্রিক মৎস্য শাসন ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ আধুনিকীকরণ হবে, যা প্রযুক্তি, স্বচ্ছতা এবং জনগণের অংশগ্রহণের সমন্বয়ে গড়ে উঠবে। এই উদ্যোগটি ভারতের সীফুড রপ্তানি বাড়াবে, সামুদ্রিক পরিবেশ সংরক্ষণ করবে এবং ৫০ লাখেরও বেশি মৎস্যজীবীদের আয় বৃদ্ধি করবে।

দক্ষিণ জেলায় প্রমো ফেস্ট উপলক্ষ্যে প্রস্তুতি ও পর্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া,৭ নভেম্বর:শুক্রবার বেলা একটায় রাজ্য মন্ত্রীসভার মন্ত্রী শুক্লাচারণ নোয়াতিযার পৌরোহিত্যে জেলা শাসকের কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত হলো স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ও প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী লোহ মানব সর্দার বল্লভভাই পেটেলের ১৫০ তম জন্মবার্ষিকী ও পর্যটন দপ্তরের উদ্যোগে দক্ষিণ জেলায় প্রমো ফেস্ট উপলক্ষ্যে প্রস্তুতি ও পর্যালোচনা বৈঠক। বৈঠকে মন্ত্রী মহোদয় ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা পরিষদের সভাধিপতি দীপক দত্ত, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা শাসক ও সমাহর্তা মোহম্মদ সাজাদ পি সহ পঞ্চায়েত সমিতি, পুর পরিষদ, জন প্রতিনিধি ও বিভিন্ন দপ্তরের পদাধিকারিগণ। ইউনিটি মার্চ অথাৎ পদ যাত্রা অনুষ্ঠান কিভাবে সম্পন্ন হবে, কারা কারা পদযাত্রায় অংশগ্রহণ করবে, কোথা থেকে পদ যাত্রা শুরু হবে কোথায় গিয়ে শেষ হবে, এবং সেই পদ যাত্রায় কি কি ব্যবস্থা থাকবে তা নিয়ে বিষদে আলোচনা হয়, বিশেষ করে যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তর এই বিষয়টি দেখবে। সিদ্ধান্ত হয়েছে রেলিতে স্কুল কলেজের ছাত্র ছাত্রী থেকে শুরু করে সাধারণ প্রশাসন, এন সি সি, এন এস এস, আপদা মিত্র সহ সবাই অংশগ্রহণ করবে। হাজার দশেক লোক এই অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করবে বলে সভায় জানানো হয়েছে। মার্চ রেলিতে রাজ্যের জাতি উপজাতি সংস্কৃতি তুলে ধরা হবে যাত্রা পথে বিভিন্ন স্থানে, থাকবে সংগীত, পথ নাটক ইত্যাদি।বিলোনিয়া কলেজ স্কয়ার থেকে এই রেলি শুরু হবে শেষ হবে বড়পাথড়িতে, মোট দশ কিলোমিটার এই পদযাত্রা, পদযাত্রায় অংশগ্রহণ করার কথা রয়েছে সাংসদ বিপ্লব কুমার দেবের।অন্যদিকে প্রমো ফেস্ট নিয়ে ও আলোচনা হয়, আলোচনায় দুদিন ব্যাপী অনুষ্ঠানে কি কি বিষয় থাকবে তা নিয়ে আলোচনা করেন উপস্থিত সকলে।

বাইক দুর্ঘটনায় গুরতর আহত এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ নভেম্বর: বেতাগা বাজার সংলগ্ন এলাকায় জাতীয় সড়কে বাইক দুর্ঘটনায় গুরতর আহত এক। ঘটনার বিবরনে জানা যায়, শুক্রবার সন্ধ্যা আনুমানিক ৭ টা ৩৫ মিনিট নাগাদ বেতাগা বাজার সংলগ্ন এলাকায় জাতীয় সড়কে টি আর ০৮ বি ৭৮৯৭ নাম্বারের বাইক দুর্ঘটনার কবলে পরে। এতে করে বাইক চালক লক্ষীছড়ার বাসিন্দা রাহুল ত্রিপুরা (২৭) গুরতর আহত হয়। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুততার সহিত ঘটনাস্থলে ছুটে যায় শান্তিরবাজার দমকল বাহিনীর কর্মীরা। দমকলবাহিনীর কর্মীরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে আহত যুবককে উদ্ধার করে চিকিৎসাপ্রদানে শান্তির বাজার জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসে। দুর্ঘটনার সঠিক কারন জানা যায়নি। প্রাথমিকভাবে ধারনা করাহচ্ছে দ্রুতগতিতে থাকার ফলে এই দুর্ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনার সঠিক কারন জানতে তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

বিরসা মুন্ডার ১৫০ তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর।। কৈলাশহর, ৮ নভেম্বর : কৈলাশহরের আশ্রয় সামাজিক সংস্থার উদ্যোগে ভগবান বিরসা মুন্ডার ১৫০ তম জন্মবার্ষিকী নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পালিত হয়েছে। এই উপলক্ষে ঊনকোটি কলাক্ষেত্রে গতকাল অনুষ্ঠিত হয় দ্বিতীয় দিনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।অনুষ্ঠানের শুরুতে শহরের প্রায় ২০০ জন প্রবীণ নাগরিককে সংস্থার পক্ষ থেকে সময়োপযোগী শাল ও চাদর দিয়ে সংবর্ধনা জানানো হয়। প্রবীণদের প্রতি এই শ্রদ্ধা নিবেদন অনুষ্ঠানকে আরও অর্থবহ করে তোলে। পরবর্তীতে সাংস্কৃতিক পর্বে রাজ্যের বিশিষ্ট গায়িকা বৃন্দিকা দত্ত এবং বাউল শিল্পী বিশাল দেব তাঁদের মনোমুগ্ধকর সঙ্গীত পরিবেশনের মাধ্যমে উপস্থিত দর্শকদের মুগ্ধ করেন। আয়োজক সংস্থার প্রতিনিধিরা জানান, সমাজের প্রবীণ নাগরিকদের সম্মান জানানো এবং বিরসা মুন্ডার আদর্শকে নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়াই ছিল এই অনুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য। অনুষ্ঠানে স্থানীয় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ও সাধারণ নাগরিক উপস্থিত ছিলেন।

'বন্দে মাতরম' গানের ১৫০ বছর কমলপুরে কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ৮ নভেম্বর: 'বন্দে মাতরম' গানের ১৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে সারা দেশের সাথে কমলপুর মহকুমায় কর্মসূচি পালন করা হয়। উদ্যোক্তা মহকুমা শাসক ও নগর পঞ্চায়েত। কমলপুর মহকুমা ভিত্তিক বন্দে মাতরম কর্মসূচি আয়োজন করা হয় শহরের নজরুল ভবনে। প্রদীপ প্রজ্বলন করে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বিধায়ক মনোজ কান্তি দেব। অনুষ্ঠান মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন কমলপুর নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারম্যান প্রশান্ত সিনহা, ভাইস চেয়ারম্যান সুব্রত মজুমদার, কমলপুর মহকুমা শাসক ডঃ জি শরৎ নায়েক সহ নগর পঞ্চায়েতের সদস্য সদস্যাগন। অনুষ্ঠানে মহকুমার নাগরিকগন, নানা বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী ও বিভিন্ন এস এইচ জি গ্রুপের মহিলারা উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকায় প্রাথমিক শিক্ষকদের বিক্ষোভে পুলিশের লাঠিচার্জ

লতিফুর রহমান, ঢাকা, ৮ নভেম্বর: বেতন কাঠামো সংশোধনের দাবিতে শাহবাগে বিক্ষোভরত প্রাথমিক শিক্ষকদের উপর শনিবার বিকেলে লাঠিচার্জ করেছে পুলিশ। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ব্যবহার করা হয় সাউন্ড গ্রেনেডও। শিক্ষকরা সকাল থেকে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে অবস্থান কর্মসূচি চালিয়ে বিকেলে শাহবাগের দিকে মিছিল নিয়ে রওনা দেন। সেখানে বাধা পেয়ে সংঘর্ষ বাধে। আহত হন বেশ কয়েকজন শিক্ষক।

কুমিল্লার সহকারী শিক্ষক মোজাম্মেল হোসেন সাকিব বলেন, "আমরা অনেক দিন ধরে ১০ম গ্রেড বাস্তবায়নের দাবি জানাচ্ছি। সরকার ১১তম গ্রেড প্রস্তাব করেছে, কিন্তু আমরা চাই ১০ম গ্রেড।"

প্রাথমিক শিক্ষক দাবি বাস্তবায়ন পরিষদ-এর ব্যানারে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে শিক্ষক নেতারা ঘোষণা দেন, দাবি না মানা পর্যন্ত আন্দোলন চলবে। তাদের দাবিপত্রে আরও বলা হয়েছে১০ ও ১৬ বছরের চাকরির পর গ্রেড জটিলতা দূর করা এবং শতভাগ বিভাগীয় পদোন্নতি নিশ্চিত করতে হবে।

সঞ্জয় রায় ও তার ভাগিনা দ্বারা আক্রান্ত শ্যামল দাস নামে এক ব্যক্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ নভেম্বর: রাষ্ট্রবাদী নেতা ও তার ভাগিনার দ্বারা রক্তাক্ত দলেরই পুরোনো কর্মী, এমনটাই অভিযোগ। গোলাঘাটি কাঞ্চনমালা এলাকার গকুল সর্দার পাড়া এলাকার শ্যামল দাস নামে এক বিজেপির পুরনো দিনের কর্মী বৃহস্পতিবার রাতে রাষ্ট্রবাদী নেতা সঞ্জয় রায় ওরফে সঞ্জুর দ্বারা রক্তাক্ত হয়ে হাসপাতালে আশঙ্কা জনক অবস্থায় চিকিৎসাধীন। জানা যায়, শ্যামল দাস বৃহস্পতিবার রাতে নিজের কর্ম শেষ করে কাঞ্চনমালা বাজারে এসে তার নিজের মামলা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে কথা বলতেই তেলে বেগুনে জ্বলে উঠে কাঞ্চনমালা এলাকার সঞ্জয় রায় ওরফে সঞ্জু। আচমকা সঞ্জয় চড়াও হয় শ্যামল দাসের উপর। এমনকি ,সঞ্জয় রায় শ্যামল দাসের উপর আক্রমণ চালায়। ঠিক সেই সময় সঞ্জয় রায়ের ভাগিনা সুমন সাহা মামার সাথে মারধরে সহযোগিতায় হাত বাড়ায় বলে অভিযোগ। সঞ্জয় রায় এবং তার ভাগিনা সুমন সাহার আক্রমণে রক্তাক্ত হয় গাড়ি চালক শ্যামল দাস। শ্যামল দাস মামা ভাগিনার হাতে রক্তাক্ত হয়ে আহত অবস্থায় নিজের বাড়িতে গিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। তখন শ্যামল দাসের স্ত্রী সহ পরিবারের অন্যান্যরা সঞ্জয় রায়ের বড় ভাইয়ের কাছে তৎক্ষণাৎ সেই বিচার চায়। কিন্তু তার বড় ভাই সেই বিচার তৎক্ষণাৎ করতে রাজি হয়নি। বরং সঞ্জয় রায়ের ভাতিজা শ্যামল দাসের স্ত্রীর সাথে খারাপ আচরণ করে বলে অভিযোগ।

পরে শ্যামল দাসের স্ত্রী আহত শ্যামল দাসকে কাঞ্চনমালা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে আসে। খবর দেওয়া হয় থানায়। খবর পেয়ে আমতলী থানার পুলিশ কাঞ্চনমালা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে দ্রুত ছুটে এসে ঘটনার প্রাথমিক তদন্ত করে। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে আহত শ্যামল দাসের স্ত্রী সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে জানিয়েছেন সঞ্জয় রায় প্রায়ই নাকি শ্যামল দাসকে প্রাননাশের হুমকি দিত। আহত শ্যামল দাসের স্ত্রী জানিয়েছেন অভিযুক্ত সঞ্জয় রায় এবং তার ভাগিনা সুমন সাহা প্রাণে মারার জন্য শ্যামল দাসের উপর এই হামলা সংঘটিত করে। এদিন আহত শ্যামল দাসের স্ত্রী আরও জানিয়েছেন শুক্রবার অভিযুক্তদের নাম উল্লেখ করে আমতলী থানায় লিখিত মামলা দায়ের করেন।

১০৯ তম মহান নভেম্বর বিপ্লব দিবস পালিত বিলোনিয়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ৮ নভেম্বর: সাতই নভেম্বর মহান নভেম্বর দিবস।১০৯ তম মহান নভেম্বর বিপ্লব দিবস উপলক্ষে ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি (মার্কসবাদী) বিলোনীয়া মহকুমা কমিটি উদ্যোগে শুক্রবার সকালে সিপিআইএম বিলোনিয়া মহকুমা কার্য্যালয় প্রাঙ্গণে দলের পতাকা উত্তোলন করে সিপিআইএম প্রবীণ নেতৃত্ব দলের রাজ্য কমিটির সদস্য বাসুদেব মজুমদার,লেলিনের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক দিয়ে শ্রদ্ধা জানান সিপিআইএম দক্ষিণ জেলা সম্পাদক তাপস দত্ত, মহকুমা সম্পাদক বিজয় তিলক, রাজ্য কমিটির সদস্য বিধায়ক দীপংকর সেন,অশোক মিত্র, মহকুমা নেতৃত্ব ত্রিলোকেশ সিনহা, মধুসুদন দত্ত জেলা নেতৃত্ব মিহির পাটারি, বাবুল দেবনাথ,বামপন্থী বিভিন্ন গনসংগঠনের নেতৃত্ব সহ দলের বিভিন্ন স্তরের নেতৃত্বরা।কর্মসূচি শেষে সিপিআইএম বিলোনিয়া মহকুমা কার্য্যালয়েএকশ নয় তম কমিউনিস্ট পার্টি মার্কসবাদী প্রতিষ্ঠা দিবসকে সামনে রেখে এই দিনের কর্মসূচীতে আলোচনা রাখতে গিয়ে নভেম্বর বিপ্লব এর প্রেক্ষাপট তুলে ধরে, বর্তমান বিজেপি জোট সরকারের তীব্র সমালোচনা করে ঐক্যবদ্ধ লড়াই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে গনতন্ত্র পুনরুদ্ধারের জন্য এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।সিপিআইএম বিলোনিয়া মহকুমা অফিসে মহান নভেম্বর বিপ্লব দিবসে বক্তব্য রাখেন সিপিআইএম দক্ষিণ জেলা কমিটির সম্পাদক তাপস দত্ত।বিলোনীয়া বিধানসভার বিভিন্ন এলাকায় একশ নয় তম মহান নভেম্বর দিবস পালন করা হয়,অনুষ্ঠান শেষে বিলোনীয়া শহরে ডেইলি দেশের কথা পত্রিকা বিক্রির কর্মসূচি করা হয় বলে জানান দলের পক্ষ থেকে।মহান নভেম্বর দিবসে কর্মসূচি তে উপস্থিত ছিলেন দলের কর্মি সমর্থকরা।

হরেকরকম

আত্মা হইতে পরমাত্মা ও ওঁ কার

অভিজিৎ রায় চৌধুরী

"আত্মা" শব্দটির মানে বলতে বোঝায় জীবের "সত্তা" যাহা অহং যুক্ত মন ও জৈবিক শরীরের ন্যায় বাহ্যিক সত্তা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। ব্যক্তির "নিজ" অর্থাৎ "জীবায়" এবং সার্বজনীন অর্থাৎ "পরমাত্মা" এই দুই ভাবে বিবেচ্য হয়। পরমাত্মাকে অমর এবং অবিনশ্বর মনে করা হয়। দর্শন এবং ধর্ম মতে "আত্মা" হলো সেই অংশ, যাহা দেহ মৃত্যুর পরেও অস্তীত্ব এবং বিভিন্ন রূপ ধারণে সক্ষম। (হিন্দু সনাতনী মতে)। তাই আত্মা "অমর" এবং "অপরিবর্তনীয় সত্তা, যাহা ব্যক্তি বা জীবের "অস্তিত্ব", "চেতনা" ভাব অথবা "স্ব" কে বোঝায় যা শরীর হইতে আলাদা, এমনই "সত্তা যাহা বিশুদ্ধ চেতনা মানে "আত্মণ" দেহের কর্মের ভিত্তিতে "জন্ম মৃত্যুর" চক্রেচলমান, যতক্ষণ না এই "আত্মা" "মোক্ষ" লাভ করে। আত্মা একটি অভৌতিক সারাংশ এবং দেহনামক জগৎ থেকে আলাদা বিদ্যমান। দেহের ভেতরে জীবন নামে চিরকালের জন্য বাস করার ক্ষমতা অর্থাৎ "অমরত্ব", অনন্ত জীবন, অব্দী মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করে। আমাদের সনাতন শাস্ত্রে আত্মাকে দেহ মৃত্যুর পরেও বেঁচে থাকা একটি অংশ হিসাবে মান্যতা দেয়া হয়। এটি সীমাহীন ও সার্বজনীন যা পরমাত্মা হিসাবে পরিচিত। জীবের অভ্যন্তরীণ এবং আধ্যত্মিক চেতনাকে "অন্তরাত্মাত্ত" বলা হয়। আত্মার পাঁচটি আবরণ বা স্তর আছে। যা, "অন্নময়" প্রাণময়, মনময়, বিজ্ঞাময় ও আনন্দময়। এই পাঁচটি স্তরকে জানতে পারলেই প্রকৃত আত্মা অর্থাৎ পরমাত্মাকে উপলব্ধি করা যেতে পারে। খাদ্য হইতে উৎপন্ন স্থূল রূপ, শ্বাস প্রশ্বাস ও জৈবিক কার্য নিয়ন্ত্রণ, মনচিন্তানুভূতি বা থাকেন, বুদ্ধি বা বিবেক জ্ঞান বোঝার ক্ষমতা, আর "পরম আনন্দ", যেখানে আত্মা তার পরম স্বাদ, সত্তার, সাথে একত্রিভূত হয় এবং পরমাত্মার চরম রূপকে উপলব্ধী করা সম্ভব হয়। আত্মার আত্মস্তের ফলেই জীব দেহ চেতনা সম্পন্ন হয়। ধর্মীয় ও দার্শনিক দৃষ্টিকোণে আত্মা অবিনশ্বর এবং দেহ নশ্বর ধারনা করা হয়। মৃত্যুর ঠিক পরেই এই আত্মা দেহ ত্যাগ করে এবং পরবর্তীতে ঈশ্বর পথে যাত্রা করে। ব্যক্তির "স্বতন্ত্র চেতনা ভূতি" আর "ব্রহ্মা জ্ঞানে" সমগ্র সৃষ্টির ভিত্তি এই দুই, যে একই সত্তার ভিন্ন প্রকাশ। বিজ্ঞান চেতনায় এটি একটি জটিল ও বিতর্কীত বিষয়। আত্মার অস্তিত্বের ধারনা মূলত ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করা হয়। সাধারণ ভাবে ব্যাখ্যা করতে গেলে প্রতিটি সজীব বস্তুর মধ্যে একটি করে আত্মা বা সত্তা আছে, যা তার অস্তিত্বের জন্য দায়ী। যাহা "স্বয়ং" বা "অহং" হিসাবেও বর্ণনা করা যায়।

আত্মা হলো জীবের সেই অংশ যাহা কোন শরীর নয়, কেবলমাত্র যতক্ষন এই দেহ জীবিত থাকে ততক্ষন এর ভেতরে আত্মস্ত থাকে। আর মৃত্যুর সময় দেহ থেকে বেরিয়ে যায়।

"হিন্দু সনাতনী" বিশ্বাস মতে আত্মা "চৈতন্যময়", জীবে পরিব্যাপ্ত। আত্মা, জীবাত্মা ও পরমাত্মা এই দুই ভাগ। হিন্দু ধর্ম অনুসারে আত্মা তার কর্ম ফল অনুসারে পরবর্তী জীবনে পুর্নজন্ম লাভ করে। মোক্ষ না পাওয়া পর্যন্ত জন্ম ও মৃত্যুর এই চক্র চলতে তাকে। প্রথমত দেহ মৃত্যু ও তার সাথে সাথেই আত্মা দেহ থেকে আলাদা হয়ে চূড়ান্ত গন্তব্য অবলম্বন করে। আত্মার বাস্তবতার প্রশ্নটি এমনও উন্মুক্ত এবং খুবই ব্যাক্তিগত। আমাদের বিজ্ঞান এখনও আত্মার বাস্তবতার প্রমান পায়নি। চেতনার রহস্য ও দার্শনিক ত্বত্তের Comcept অনুযায়ী ইঙ্গিত দেয় যে আমাদের অস্তিত্বে আমরা যা দেখিতে পাই তার চাইতে অনেক বেশী কিছু দেখার বা উপলব্দী করার আছে। যারা দেখতে আগ্রহী তারা অবশ্য দেখতে পারবে বা বুঝবে ভিন্ন দৃষ্টানুভূতিয় মাধ্যমে। শাস্ত্রানুসারে মৃত্যুর পর ১০ দিন এই আত্মা বাড়িতেই থাকে তার নিজের লোক জনের সাথে। এই সময়কালে পারলৌকিক আচার অনুষ্ঠান পালন হয়। এই সমস্ত ক্রীড়াকলাপ দেখার পর আত্মা মমলোকে যাত্রা করে। বিশ্বাস অনুসারে কর্মফল হিসাবে আত্মার পূর্ণজন্ম হয় ৩ থেকে ৪০ দিনের মধ্যে। আত্মার কমন ও মৃত্যু ঘটে না শুধুমাত্র দেহ পরিবর্তন ঘটায় শাস্ত্রানুসারে। আত্মার পূর্ণজন্মের পক্ষে বিপক্ষে নানাহ যুক্তি ও বিশ্বাস রয়েছে বিভিন্ন শাস্ত্রে।

জন্ম প্রক্রিয়ায় পিতার "শুক্রকীট" থেকে "সত্তা" অর্থাৎ "জীবাত্মা" আর মাতার উদরের সন্তান মানবাকৃতি লাভ তারপর ঈশ্বরের, ফুঁকে দেয়া "বাতাসের সত্তা", ইহাই "পরমাত্মা", ইহা মূলত হিন্দু বিশ্বাস, এক দেহ হতে অন্য দেহে স্থানান্তর। সেখানে চেতনা বা অনুভুতি সেখানেই আত্মা থাকে। পরমাত্মা, সর্বোচ্চ অর্থাৎ পরম সত্তা, যাহা সমস্ত আত্মার সম্মিলিত আত্মা, যাহা চুড়ান্ত ও অসীম। এটি পরব্রহ্ম ঈশ্বর বা ভূ-স্রষ্টা। ইহা সর্বজ্ঞানী এবং সর্বব্যাপী বিস্তার ও সর্বোচ্চ সত্তা, এটিই "পরমব্রহ্মা"। হয়। ধর্মতাত্ত্বিক ও দার্শনিক বয়ানে পরমাত্মাকে পরমবন্ধ বা পরম ঈশ্বরের সমার্থক ধরা জীব জগতের বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্রতায় ঈশ্বরের রূপ প্রতিফলিত, জীবের মাঝে ঈশ্বর, পরমাত্মা অবস্থিত এবং এজন্যই জীবন আত্মাকে পরমাত্মার অংশ মনে করা হয়। এই পরমাত্মার অবিনাশী নাম অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ নাম যাহা 'ঔস্কার' 'মাহাত্ম্য'। এই "ঔঙ্কারই সর্ববেদের মূল প্রাণ। এবং এই মতে পরমাত্মার শ্রেষ্ঠ নাম 'ওঁ'। বেদ, উপনিষদ ও গীতা মতে পরমাত্মা অর্থাৎ পরমেশ্বরের নাম, মাহাত্ম্য আমার ক্ষুদ্র চিন্তায় প্রকাশিত 'ঔ ইতি ব্রহ্মং, 'ওঁ ইতি সর্বং ইদং, অর্থাৎ 'ওঁ, ই' ব্রহ্মং আবার অনন্ত, এই 'ঔঁই' সমস্ত কিছু। সনাতনী মতের সকল শাস্ত্রে, হিমালয় পর্যন্ত সকল মহাসাধক, মুনি ঋষি মতে 'ওঁ'এই অক্ষরই পরম লক্ষ্য ও সকলের উপাস্য। এই 'ওঁ 'কারই পরমাত্ম, জগতের রক্ষক। "এক ব্রহ্ম" আমরা বিভিন্ন নামে ডাকি। সহজ কথায় "ঔকার স্বয়ং ব্রহ্মা এবং নাম বাচক সকলের শাস্ত্রে এই " ঔকার কথাটিই উপাসনার যোগ্য। জীবনের অন্তীম মহুর্তে এই নামের উচ্চারণ ও স্মরণ বিধেয়। এবং তবেই আত্মা ও পরমাত্মার চরম স্বাদানুভূতি ও সার্থক। জীবন পথে পরমাত্মার এই "ঔকার সকল বেদের সুধা ও অমৃত পানের সমান। পরমাত্মার এই জ্ঞান জাগতিক সকল রহস্য উদ্ঘাটক। এবং তার সমীপে নিবেদিত হওয়া যায়। পুরুষ এবং স্ত্রী উভয়ই এই" ঔকার ধ্যান জন করতে পারে। সনাতন ধর্মের সকল মানবের প্রতি এই ঔকার নাম সর্বোচ্চ পাওয়া, পরম পাওয়া। সকলেরই এই পরমাত্মার অমৃত স্বাদ গ্রহণের অধিকার রয়েছে। এই নাম (ওঁ) সকল মানবের জন্যই। কোন ভেদাভেদ নেই, পরমাত্মা, পরমঈশ্বরের কাছে সবাই সমান। পরমাত্মার এই ঔকার, স্থির পরিবর্তনীয় পরম সত্য ও বাস্তব যাহা "ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর" এই "ওঁ কারে চিরস্থায়ী যার নেই শুরু, শেষ নেই, অনন্ত কাল বিদ্যমান। এই "ও কার, যাহা স্বতন্ত্র, পরমাত্মা, সীমাহীন, জীবন, সীমাহীন চেতনা, সীমাহীন মহাকাশ, সর্বসত্তায় প্রকাশ মাত্র। পরমাত্মা, সৃষ্টিকর্তার পবিত্র এই 'ওঁ' শব্দটির মানে হলো শান্তি পবিত্রতা ও আধ্যাতিকতা প্রতিক। সর্বব্যাপী ব্রহ্ম, ঈশ্বর ও পরমাত্মার প্রতীকী এই 'ওঁ'। বৈজ্ঞনীক অধ্যয়নেও এই ওঁ মন্ত্র উচ্চারণে, অপার শক্তি যাহা পরম শান্ততাকে প্ররোচিত করে। "পরমাত্মা এর শুভসূচনা" এই ঐ ধ্বনির বিস্তৃত রূপ। সবমিলিয়ে ওঁ একটি চরম ধনাত্মক ও পরম সত্তা, সর্বোচ্চ আত্মা, যাহা পবিত্র প্রতিক ও ব্রহ্মেব প্রতীক, যাহা "পরমাত্মা"। আর তাই সনাতনী প্রতিটি মন্ত্র উচ্চারণে 'ঔ'কার দিয়েইশুরু হয়। এই "ওঁ" মন্ত্র হলো সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের প্রতীক। আজ এই অব্দীই শেষ করছি। 'ওম কারায় নমো নম'।

আলুর পুর এখন অতীত ভাইরাল ঢ্যাঁড়শের শিঙাড়া

বিকাল হলেই মনটা যখন খাই খাই করে, গরম গরম শিঙাড়ার কথা মাথায় আসে অনেকের। ওপরের কুড়মুড়ে ময়দার অংশ ভেঙে ভিতরে আলুর পুর যখন মুখে পড়ে সেই স্বাদের কোনও ভাগ হয় না। আর বৃষ্টিভেজা সন্ধে ওই স্বাদই দ্বিগুণ হয়ে যায়। আলুর বদলে কখনও ফুলকপি, মাংসের শিঙাড়াতেও রসনাতৃপ্তি হয়। ফিউশনের যুগে ছোট থেকে বড় সকলের মন জয় করছে চকোলেট শিঙাড়াও। কিন্তু কখনও ঢ্যাঁড়শের শিঙাড়া চেখে দেখেছেন? হ্যাঁ ঠিকই শুনছেন। এই খাবার খেতে ভিড়ও জমাচ্ছেন মানুষ। সোশাল মিডিয়ায় এখন ভাইরাল এই শিঙাড়াই।

সম্প্রতি সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে 'ভিন্ডি সমোসা'। চিরাচরিত আলুর পুরের বদলে ত্রিকোণ খাবারে রয়েছে ঢ্যাঁড়শের শিঙাড়া। এই খাবার দিল্লির এক দোকানে বিক্রি হচ্ছে। তবে সেই দোকানে অনেকেই ভিড় করেছেন। কেউ চাটনি দিয়ে, কেউ বা আবার ঘুগনি দিয়ে এই 'ভিন্ডি সমোসা'র স্বাদ উপভোগ করছেন। তবে এই ফিউশন শিঙাড়া দেখে অনেক নেটিজেনই নাক সিঁটকেছেন।

কেউ লিখছেন, 'সেই যুগ চলে গিয়েছে, যখন শিঙাড়ায় আলু থাকতো। কারও কথায়, 'আপনার শিঙাড়া নিয়ে আপনি খুশি থাকুন। কী দিনকাল পড়েছে।' কেউ লিখেছেন, 'এই শিঙাড়ার বিচার হোক।' অনেকে আবার এই শিঙাড়া চেখে দেখার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। তবে আলু আর ঢ্যাঁড়শের পুর নিয়েই এখন বার্তা পালটা বার্তা চলছে নেটিজেনদের মধ্যে।

যেভাবে খাবার ঘরে আভিজাত্য আনবেন

খাবার টেবিলের ওপরটা মার্বেল পাথর বা গ্রানাইটের হতে পারে। অথবা পুরোটাই হতে পারে সেগুন বা ওক কাঠের। সে ক্ষেত্রে টেবিলের ওপরকার কাঠের টেক্সচার হতে পারে একটু ভিন্ন। কাঠের স্বাভাবিক গড়নকে বদলে কৃত্রিম নকশার মাধ্যমে টেবিল টপের টেক্সচারে আনা যায় ভিন্ন রূপ। রঙের প্রলেপ মানসম্মত হলে ফুটে উঠবে আভিজাত্য। চেয়ারে কাপড় বা লেদার ব্যবহার করলে অভিজাত দেখাবে। ক্ল্যাসিক বা ধ্রুপদি ধারার অন্দরে একটু ভারী আসবাব রাখুন। আধুনিক ধারার অন্দরে আবার হালকা নকশা চলছে। আসবাবের রং হতে পারে নানা রকম। সাদার মধ্যে থাকতে পারে সোনালি

দেয়ালের রং--- খাবার ঘরের দেয়ালে থাকতে পারে গাঢ় সবুজ, গাঢ় নীল, নেভি ব্লু, রয়েল ব্লু, গাঢ় ধূসর বা চারকোল রঙের মতো গাঢ় রং। চাইলে ছাদেও রাখতে পারেন একই রং। দারুণ দেখাবে। আবার চাপা সাদা, হালকা বেজ, হালকা ধূসর বা হালকা কফি রঙের মতো নিরপেক্ষ রংও ব্যবহার করা যায় দেয়ালে। তবে এ ক্ষেত্রে যেকোনো একটি দেয়ালে মানানসই গাঢ় রং রাখলে আভিজাত্যের ছোঁয়া পাবেন।

দেয়ালসজ্জা--- দেয়ালসজ্জায় কাঠের প্যানেল যোগ করতে পারেন। সেগুন কিংবা গর্জন কাঠের প্যানেল করে সেটিকে মানানসই রঙে রাঙিয়ে নিলে নজর কাড়বে। বৈপরীত্য আনতে সোনালি, কালো বা ব্রোঞ্জ রঙের খানিকটা ব্যবহার হতে পারে প্যানেলটিতে। সেখানে স্টেইনলেস স্টিল বা অন্যান্য ধাতব উপকরণও কাজে লাগানো যেতে পারে। বড় পেইন্টিং ঝোলাতে পারেন একটি দেয়ালে।

আলোর ব্যবস্থা— এমন আলোর ব্যবস্থা করুন, যা স্বস্তিদায়ক। আলোই যেন অতিথিদের অভ্যর্থনা করে। ২৭০০-৩০০০ কেলভিন আলো বেছে নিতে পারেন। প্রয়োজনে আলোর রং ও তাপমাত্রা বাড়ানো-কমানো যায়, এমন উৎসের আলোর ব্যবস্থাও করতে পারেন। ছাদ থেকে ঝোলাতে পারেন ঝাড়বাতি বা পেনডেন্ট লাইট। কিংবা দেয়ালে রাখুন আলোর দৃষ্টিনন্দন উৎস (ওয়াল ব্র্যাকেট লাইট)। পর্দা রাখুন দুই স্তরের। বাইরের আলো আসবে সাদা বা চাপা সাদা রঙের পাতলা পর্দা ভেদ করে। আবার প্রয়োজনে বাইরের আলো বা রোদ আটকানোর জন্য ব্ল্যাক আউট পর্দাও রাখুন। আরও যা ডিনার ওয়াগন বা ওয়াল হ্যাঙ্গিং (দেয়ালে ঝোলানো) কেবিনেটে সাজিয়ে রাখুন তৈজসপত্র। ডিনার ওয়াগনের উল্টো দিকের দেয়ালে রাখতে পারেন একখানা আয়না। কাউন্টার টপ থাকলে সেটি করুন মার্বেল পাথরে। রানার ও টেবিল ম্যাট ছাড়াও টেবিলের ওপর রাখুন নজরকাড়া সেন্টারপিস কিংবা মোমদানি। চারটি বা ছয়টি মোমদানি সমান্তরালভাবে সাজানো যেতে পারে টেবিলে। মার্বেল পাথরের বড় ফুলদানিও হতে পারে অসাধারণ এক সেন্টারপিস। দুই পাশে গাছের জন্য রাখতে পারেন দুটি বড় টব।

তিসি দিয়ে ত্বকের টান টান ও তারুণ্যদীপ্ত ধরে রাখে

ফ্ল্যাক্সসিড বা তিসিকে বলা হয় 'প্রাকৃতিক বোটক্স'। এটি ত্বককে প্রাকৃতিকভাবে টান টান ও তারুণ্যদীপ্ত রাখে। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ত্বক কুঁচকে যায়, বলিরেখা পড়ে, শুষ্ক হয়ে পড়ে কিংবা ব্রণের মতো সমস্যা দূর করতে অনেকেই ব্যয়বহুল ও ঝুঁকিপূর্ণ বোটক্স ইনজেকশনের শরণাপন্ন হন। কিন্তু ঘরে তৈরি তিসির বোটক্স জেল একেবারেই ভিন্ন, এতে নেই কোনো কেমিক্যাল বা সুচের যন্ত্রণা। তিসিতে আছে ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড, প্রদাহনাশক উপাদান এবং এর গঠন প্রাকৃতিকভাবেই জেল—জাতীয়। ফলে তিসি ত্বককে আর্দ্র রাখে, বলিরেখা হালকা করে এবং ব্রণ কমাতে সাহায্য করে। তিসি দিয়ে সহজেই বোটক্স বানানোর উপায়

বোটক্স বানাবেন যেভাবে

১-২ কাপ পানিতে ২ চা চামচ তিসি নিন। ১৫ মিনিট জ্বাল দিন। মিশ্রণটি ভালোভাবে ছেঁকে নিন। মসৃণ জেলটি একটি পরিষ্কার বাটিতে রাখুন। মুখে লাগানোর আগে জেলটি ঘরের স্বাভাবিক তাপমাত্রায় ঠান্ডা হতে দিন।

ব্যবহার করবেন যেভাবে

প্রথমে ভালোভাবে মুখ পরিষ্কার করুন, যাতে ময়লা ও তেল দূর হয় এবং জেলটি সহজে শোষিত হয়। জেলটি পুরো মুখে লাগিয়ে নিন। গলায়ও লাগাতে পারেন।

১৫-২০ মিনিট রেখে দিন, যাতে ত্বকে টান টান হয়ে আসে এবং ত্বককে আর্দ রাখে।

১৫-২০ মিনিট পর দেখবেন, ত্বক ফেসমাস্কের মতো টান টান হয়ে গেছে। তখন হালকা গরম পানি দিয়ে ধীরেসুস্থে ধুয়ে ফেলুন এবং মুখ মুছে নিন। সপ্তাহে কতবার ব্যবহার করা যায়

সপ্তাহে ২-৩ বার এই জেল ব্যবহার করলে চোখে পড়ার মতো টান টান ভাব ও তারুণ্যদীপ্ত উজ্জ্বলতা পাবেন।

তিসি দিয়ে বানানো বোটক্স জেল ব্যবহার করার পর অবশিষ্ট ফ্রিজে রেখে দিলে এক সপ্তাহ পর্যন্ত ব্যবহার করা যায়ছবি: আনস্প্ল্যাশ

সংরক্ষণ করা যাবে কি

হ্যাঁ, সংরক্ষণ করা যাবে। ব্যবহার করার পর অবশিষ্ট জেল ফ্রিজে রেখে দিন এবং এক সপ্তাহ পর্যন্ত ব্যবহার করতে পারবেন।

ঠিকঠাকভাবে আইলাইনার দেওয়ার ৩টি সহজ উপায়

কারও কারও আইলাইনার দেওয়া দেখলে মনে হয়, দুনিয়ায় এর চেয়ে সহজ কাজ বুঝি আর হয় না। তবে এদের সংখ্যা খুব কম। আইলাইনার দিতে গিয়ে বিড়ম্বনায় পড়া মানুষের সংখ্যাই বেশি। আইলাইনার দিতে গিয়ে এদের হাত কাঁপে! এদের কাছে দুই চোখের আইলাইনারের উইংস সমান করাটাকে মনে হয় পাটিগণিতের সরল অঙ্ক মেলানোর মতো জটিল। বারবার আইলাইনারের উইংস সমান করতে গিয়ে মাঝপথে সাজের বারোটা বাজানো এদের জীবনে নিয়মিত ঘটনা। এসব নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে হাস্যরসও কম হয় না। আসলেই ঠিকঠাক আইলাইনার দেওয়ার কোনো সহজ সূত্র কি নেই?

১. ববি পিন দিয়ে— চুল বাঁধার প্রথমে ববি পিনের গোড়ায় আইলাইনার লাগিয়ে নিন। এরপর চোখের বাইরের কোণে ববি পিনটি চেপে ধরুন। এতে উইংসের মতো হালকা ছাপ পড়ে যাবে। সেই ছাপ ধরে আইলাইনার টেনে নিলে দুই চোখের উইংস প্রায় সমান হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। ২. স্কচটেপ দিয়ে--- স্কচটেপ দিয়েও আইলাইনার দেওয়া চোখের বাইরের কোণে ছোট এক টুকরা স্কচটেপ লাগিয়ে নিন। টেপটিকে নির্দেশিকা হিসেবে ধরে আইলাইনার লাগিয়ে ফেলুন। কাজ শেষ হলে টেপ খুলে ফেলুন। তবে খুব বেশি আঠালো টেপ ব্যবহার করা উচিত নয়, চোখের আশপাশের ত্বক ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ৩. সিলিকনের অ্যাপ্লিকেটর দিয়ে সিলিকনের অ্যাপ্লিকেটর দিয়ে আইলাইনার লাগানো আইলাইনার দেওয়ার জন্য বিশেষভাবে তৈরি একধরনের সিলিকনের অ্যাপ্লিকেটর পাওয়া যায়। সিলিকনের অ্যাপ্লিকেটর চোখের ওপর বসিয়ে তার পাশ দিয়ে আইলাইনার এঁকে নিলে সহজেই সুন্দরভাবে আইলাইনার দেওয়া যায়। যাঁরা একদমই আইলাইনার দিতে পারেন না, তাঁদের জন্য এটি বেশ কার্যকর।

আরও কিছু টিপস— খুব গরম বা আর্দ্র আবহাওয়ায় ওয়াটারপ্রুফ আইলাইনার বেছে নিনমডেল: সায়ীদা, ছবি: সুমন ইউসুফ

তাড়াহুড়া করে আইলাইনার দেবেন না। একবারে পুরো উইংস টানতে না পারলে ছোট ছোট ডট আঁকুন। এরপর ডটগুলোকে মিলিয়ে নিন। আইলাইনার ছড়িয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গেই কটনবাডে সামান্য মেকআপ রিমুভার নিয়ে ঠিক করে নিন। আপনার চোখ ছোট হলে পাতলা করে আইলাইনার দিন, চোখ বড় দেখাবে। আর চোখ বড় হলে মোটা করে আইলাইনার দেওয়া যেতে পারে।

খুব গরম বা আর্দ্র আবহাওয়ায় ওয়াটারপ্রুফ আইলাইনার বেছে নিন। উইংস বানানোর সময় চোখ খোলা রেখে আয়নার দিকে তাকান। চোখ বন্ধ করে আঁকলে উইংস বাঁকা হওয়ার শঙ্কা থাকে।

' খাঁটি কথা '

দীপক রঞ্জন কর

শোনরে বন্ধু শোন
একটি বাস্তব কথা কই
পড়েনা কেউ এখন আর
গল্প কবিতার বই।
ইন্টারনেটে আবদ্ধ সবে
জালে আটকে রই,
আধুনিক প্রযুক্তির যুগে
চিঠির কদর কই ?
শোনরে মিত্র শোন
একটি উচিত কথা কই
ফেসবুকেই হাজার বন্ধু
পাতে না কেউ সই।
ট্রাক্টরে হয় হালচাষ
কোথায় লাঙ্গল মই ?
কাগজ কলম ছেড়ে এখন
ল্যাপটপ হাতে লই।
শোনরে ভাই শোন
একটি খাঁটি কথা কই
বাঙালির ফলারে ছিল
চিড়া মুড়ি খই দই।
আজকালের যুগে এবার
অর্ডারে আনি খাবার
আলসে আর কুঁড়েমিতে
সবাই পরনির্ভর হই।
একটি খাঁটি কথা কই।

অতিরিক্ত চিনি খাওয়ার অভ্যাস শরীরের কী কী ক্ষতি করছে?

অনেকের মতে, রান্নায় সামান্য মিষ্টি না পড়লে স্বাদ হয় না। দিনটা শুরু হয় চিনি দেওয়া এক কাপ চা থেকে, তার পর টিফিনে আম-দই মাখা, তাতেও চাই চিনি। দুপুরে খাবার পর একটা মিষ্টিমুখ না করলে পেট যেন ভরেও ভরে না। তার উপর বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণ তো লেগেই রয়েছে। উতব কি মিষ্টি ছাড়া সম্পূর্ণ হয়!

সিগারেট যেমন শরীরের ক্ষতি করে, অতিমাত্রায় চিনি খেলেও কিন্তু তেমনই ক্ষতি হয়। রক্তে শর্করার মাত্রা বেশি হয়ে গেলে ধমনীর উপর তার প্রভাব পড়ে। ধমনীর প্রাচীরগুলি পুরু আর শক্ত হয়ে যায়, ফলে হৃদযন্ত্রের উপর চাপ পড়ে। তাই হার্টের অসুখের ঝুঁকি বাড়ে। অতিরিক্ত মাত্রায় চিনি ও মিষ্টি জাতীয় খাবার খেলে আর কী কী ক্ষতি হয় শরীরের?

১) ওজন কমানোর ডায়েটে সবার আগে পুষ্টিবিদেরা চিনি কম খাওয়ার কথা বলেন। একেবারে বন্ধ করে দিতে পারলে আরও ভাল। ভুঁড়ি বেড়ে যাওয়া, শরীরের আনাচ-কানাচে মেদ জমার অন্যতম কারণ কিন্তু অতিরিক্ত মিষ্টি খাওয়ার প্রবণতা।

২) নামী-দামি প্রসাধনী ব্যবহার করলেও অনেকের ব্রণের সমস্যা কিছুতেই কমতে চায় না। সে ক্ষেত্রে এক মাস চিনি খাওয়া বন্ধ করে দেখতে পারেন। ব্রণের সমস্যা থেকে রেহাই পাবেন।

ভুঁড়ি বেড়ে যাওয়া, শরীরের আনাচ-কানাচে মেদ জমার অন্যতম কারণ কিন্তু অতিরিক্ত মিষ্টি খাওয়ার প্রবণতা। ৩) কম বয়সেই ত্বকে বার্ধক্যের ছাপ পড়তে শুরু করেছে? এ-ও কিন্তু অতিরিক্ত চিনি খাওয়ার ফল হতে পারে। রক্তে শর্করার মাত্রা বেড়ে গেলে সেগুলি কোলাজেন প্রোটিনকে ধ্বংস করতে শুরু করে। এ কারণে চিনি খাওয়া এড়িয়ে চলাই ভাল। ৪) অতিরিক্ত চিনি খাওয়া কিন্তু দাঁতের পক্ষেও একেবারে ভাল না। অল্প বয়স থেকেই অনেকে দাঁতের নানা রকম সমস্যায় ভোগেন। এর কারণও হতে পারে অত্যিক মাত্রায় চকোলেট, মিষ্টি, কেক-পেস্ট্রি খাওয়ার প্রবণতা। ৫) সারা দিল অলস ভাব? কাজে মন বসে না? এর পিছনেও কারণ হতে পারে অত্যধিক মাত্রায় চিনি খাওয়া। চিনি বা মিষ্টি জাতীয় খাবার খেলে শরীরে ইনসুলিনের মাত্রা হঠাতবেড়ে গিয়ে শরীর চাঙ্গা হয় ঠিকই, কিন্তু সেটা সাময়িক। চিনিতে সে ভাবে কোনও পুষ্টিগুণ থাকে না। ফলে শরীর কিছু ক্ষণের মধ্যেই আবার ক্লান্ত হয়ে পড়ে।

উচ্চ রক্তচাপ থাকলে নুন খাওয়া বারণ

চেনা-পরিচিত, সহকর্মী, আত্মীয়স্বজন অনেকেরই উচ্চ রক্তচাপের সমস্যা রয়েছে। ব্যস্ততার জীবনে অনিয়ম আর পরিশ্রম হল অন্যতম সঙ্গী। সেই সঙ্গে বাইরের তেল-মশলাদার খাবারের প্রতি ভালবাসা তো রয়েছেই। তবে এই কারণগুলিই রক্তচাপের মাত্রা বেড়ে যাওয়ার জন্য একমাত্র নয়। সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান বলছে, অত্যধিক হারে নুন খাওয়ার কারণে এই অসুখে আক্রান্তের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। তাই নুন খাওয়ায় রাশ টানা জরুরি। রক্তচাপের মাত্রা যাঁদের এখনও লক্ষ্মণরেখা পার করেনি, ঝুঁকি এড়াতে নুন খাওয়া কমানো জরুরি। ইতিমধ্যেই যাঁরা উচ্চ রক্তচাপে আক্রান্ত, কাঁচা নুন তাঁদের কাছে বিষের সমান। নিয়মিত ওষুধ খাওয়া, শরীরচর্চা করা, বাইরের খাবার কম খাওয়া রক্তচাপের মাত্রা কমাতে এই নিয়মগুলি মেনে চলাই যথেষ্ট নয়। নুন খাওয়া বন্ধ করতে হবে। তবেই সুস্থ থাকা সম্ভব। একই কথা বলছেন চিকিৎসক অদ্রিজা রহমান মুখোপাধ্যায়। চিকিৎসক বলেন, অনেকেই জিজ্ঞাসা করেন, উচ্চ রক্তচাপে কী খাওয়া উচিত আর কী খাওয়া উচিত নয়। যদি উচ্চ রক্তচাপের রোগীর ডায়াবিটিস, কোলেস্টেরল, থাইরয়েডের মতো আর কোনও সমস্যা না থাকে, তবে যে বিষয়ে সবচেয়ে বেশি সংযত হওয়া জরুরি, তা হল নুন। যতটা সম্ভব নুন কম খাওয়ার চেষ্টা করতে হবে। এমনিতে আমরা পাতে নুন খেতে বারণ করি। এমনকি, রান্নাতেও কম নুন দিলে ভাল। তবে নুন খাওয়া একেবারে বন্ধ করে দিলে সোডিয়ামের মাত্রা কমে যেতে পারে। সে দিকেও খেয়াল রাখতে বলছেন চিকিৎসক। খাওয়ার সময়ে আলাদা করে নুন নেওয়া বন্ধ করে দিলেন। রান্নাতেও আগের চেয়ে নুনের ব্যবহার কম করছেন। তা হলেও কি নুন থেকে দূরে থাকা সম্ভব? তা কিন্তু নয়। কারণ, এমন অনেক খাবার রয়েছে, যেগুলিতে নুনের পরিমাণ অনেক বেশি। পাঁপড়, চানাচুর, বাইরের বিভিন্ন মুখরোচক খাবারে নুন থাকে। সরাসরি না খেলেও এই খাবারগুলির মাধ্যমে শরীরে নুনের প্রবেশ ঘটছে। শুধু নুন খাওয়া কমালে চলবে না। সেই সঙ্গে এই ধরনের খাবারও কম খেতে হবে। রক্তচাপ থাকলে নুন খাওয়া চলবে না। অথচ রান্না সুস্বাদু হয় নুনের গুণে। নুন ছাড়া কোনও রান্নাই মুখে তোলা বেশ কষ্টকর। ডায়াবেটিকরা চিনি খেতে পারেন না। সে জন্য অনেকেই বিকল্প হিসাবে সুগার ফ্রি খান। উচ্চ রক্তচাপের রোগীদের জন্য নুনের কোনও বিকল্প আছে? চিকিতকের কথায়, 'লো ফ্যাট সল্ট খাওয়া যেতে পারে। তবে সেটাও অল্প পরিমাণে। অনেকেই আবার বিটনুন, সৈন্ধব লবণ খান। সৈন্ধব লবণ আয়োডিন যুক্ত নয়। ফলে এই ধরনের নুন খাওয়ার কোনও মানে নেই। আর বিটনুনের কোনও স্বাস্থ্যগুণ নেই। খেতে ভাল লাগলেও শরীরের কোনও উপকার হয় না।'

ডুকলি ব্লক ভিত্তিক শারদ সম্মান অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন বিধানসভার উপাধ্যক্ষ রামপ্রসাদ পাল। ছবি নিজস্ব।

বিহারে "হ্যান্ডস আপ" গ্যাং নয়, স্টার্টআপ দরকার প্রধানমন্ত্রী মোদীর আরজেডি-এ তীব্র আক্রমণ

পাটনা, ৮ নভেম্বর : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শনিবার বিহারের সীতামঢ়ী শহরে এক নির্বাচনী সমাবেশে আরজেডি ও অন্যান্য বিরোধী দলগুলোর তীব্র সমালোচনা করেছেন। তিনি আরজেডি-কে বিহারের যুবকদের গুন্ডা বানানোর চেষ্টা করার অভিযোগে অভিযুক্ত করেছেন, পাশাপাশি এনডিএ-র উদ্যোগে শিক্ষায়, প্রযুক্তিতে এবং সুযোগে যুবকদের ক্ষমতায়নের কথা তুলে ধরেছেন।

মোদী বলেন, 'এনডিএ যেখানে যুবক-যুবতীদের জন্য কম্পিউটার এবং ক্রীড়া সামগ্রী সরবরাহ করছে, সেখানে আরজেডি তাদের হাতে পিস্তল দেওয়ার কথা বলছে। এই লোকেরা নিজের সন্তানদের মুখ্যমন্ত্রী, মন্ত্রী, এমপি এবং বিধায়ক বানাতে চান, কিন্তু আপনার সন্তানদের জন্য তারা গুন্ডা বানাতে চায়। বিহার কখনো এটা মেনে নেবে না। জঙ্গল রাজ মানে পিস্তল, অত্যাচার, দুর্নীতি এবং শত্রুতা।'

আরও আক্রমণ শানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'যদি আরজেডির নির্বাচনী সঙ্গীত এবং স্লোগান শুনেন, তাহলে আপনার শরীর শিউরে উঠবে। আরজেডি যা বিহারের শিশুদের জন্য করতে চায়, তা তাদের নেতাদের নির্বাচনী প্রচারণার মাধ্যমে স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে। নিরীহ শিশুদের আরজেডি মঞ্চে দাঁড়িয়ে বলাচ্ছে, তারা গ্যাংস্টার হতে চায়।'

এছাড়া, মোদী একটি ভাইরাল ভিডিওর কথা উল্লেখ করেন যেখানে একটি ১০ বছর বয়সী ছেলে আরজেডি প্রার্থীর উপস্থিতিতে পিস্তল ও রংদারি সম্পর্কে কথা বলছিল।

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, 'আজকের বিহারে "হ্যান্ডস আপ" বলার লোকদের জায়গা নেই। বিহার এখন স্টার্টআপের স্বপ্নদ্রষ্টাদের চায়,' এবং একটি নতুন স্লোগান পেশ করেন, 'নই চাহিয়ে কাটা সরকার, ফির এক বার এনডিএ সরকার।' (আমরা পিস্তলধারী সরকার চাই না, আবার এনডিএ সরকার চাই।)

'জঙ্গল রাজ মানে কাটা, ক্রূরতা, কটূতা, কুসংস্কার এবং দুর্নীতি। এই লোকদের খারাপ মূল্যবোধ আছে। তারা খারাপ শাসনব্যবস্থা চায়। যখনই জঙ্গল রাজ এসেছিল, বিহারের পতনের যুগ শুরু হয়েছিল। আরজেডি বিহারে সমস্ত উন্নয়ন শেষ করে দিয়েছে। তাদের কাছ থেকে যে কোনো উন্নয়নের কথা বলা হলেই তা হচ্ছে সাফেদ ঝুঠ (সাদা মিথ্যা),' তিনি যোগ করেন।

প্রধানমন্ত্রী আরও জানান যে প্রথম দফার নির্বাচনে ৬৫.০৮ শতাংশ ভোট পড়ে, যা একটি বড় সাফল্য এবং বিরোধীদের জন্য একটি বড় চমক সৃষ্টি করেছে। 'আপনারা বিরোধীদের ঘুম ছিনিয়ে দিয়েছেন,' মোদী বলেন, যিনি বারবার বলেছেন যে এই উচ্চ ভোটদান এনডিএ-র প্রতি ব্যাপক সমর্থন নির্দেশ করে।মোদী বিহারে প্রায় এক ডজন নির্বাচনী সভা করেছেন এবং এনডিএ সরকারের উন্নয়ন কর্মসূচি তুলে ধরে ভোটারদের সমর্থন চেয়েছেন। বিহারের দ্বিতীয় ও চূড়ান্ত দফার নির্বাচন ১১ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হবে এবং ফলাফল ঘোষণা করা হবে ১৪ নভেম্বর।

ভারত-নিউজিল্যান্ড মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির চতুর্থ দফার আলোচনা সফলভাবে সমাপ্ত

নয়াদিল্লি, ৮ নভেম্বর : আকলান্ড এবং রোটোরুয়া শহরে পাঁচ দিন ধরে অনুষ্ঠিত ভারত-নিউজিল্যান্ড মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি এর চতুর্থ দফার আলোচনা সফলভাবে শেষ হয়েছে। আলোচনা উভয় পক্ষই গঠনমূলক এবং ভবিষ্যতমুখী বলে অভিহিত করেছে, এবং দুই দেশই একটি পূর্ণাঙ্গ এবং সুষম বাণিজ্য চুক্তি দ্রুত বাস্তবায়নের প্রতি প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছে।

ভারতের বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রী পীযূষ গোয়েল এবং নিউজিল্যান্ডের বাণিজ্য মন্ত্রী টড ম্যাকলে চতুর্থ দফার আলোচনা পর্যালোচনা করেন এবং আত্মবিশ্বাস প্রকাশ করেন যে, এই চুক্তি দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য ও বিনিয়োগের সম্পর্ক শক্তিশালী করবে।

দ্বিপাক্ষিক মিশনে অংশগ্রহণকারী প্রতিনিধি দলগুলি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছে, যার মধ্যে রয়েছে পণ্য ও সেবা বাণিজ্য, অর্থনৈতিক সহযোগিতা এবং উৎপত্তির নিয়ম। আলোচনা থেকে দুটি দেশের মধ্যে টেকসই, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং সুরক্ষিত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য একটি সাধারণ লক্ষ্য স্পষ্ট হয়েছে।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, চুক্তি চূড়ান্ত হলে এটি বাণিজ্য প্রবাহ বৃদ্ধি, সাপ্লাই চেইনের স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধি, এবং দুই দেশের ব্যবসায়ীদের জন্য বাজারে প্রবেশাধিকার ও পূর্বানুমানযোগ্যতা বৃদ্ধির সুযোগ প্রদান করবে।

২০২৪-২৫ অর্থবছরে ভারতের নিউজিল্যান্ডের সাথে দ্বিপাক্ষিক পণ্য বাণিজ্য দাঁড়িয়েছে ১.৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা প্রায় ৪৯ শতাংশ বার্ষিক বৃদ্ধি রেকর্ড করেছে। এই মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি কৃষি, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, নবায়নযোগ্য শক্তি, ফার্মাসিউটিক্যালস, শিক্ষা এবং সেবাখাতের মতো সেক্টরে নতুন সুযোগ সৃষ্টি করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে, ভারত বিশ্বের সমৃদ্ধিতে অবদান রাখার পাশাপাশি সুরক্ষিত সাপ্লাই চেইন গড়ে তুলতে অর্থনৈতিক সম্পর্ক গভীর করতে মনোনিবেশ করেছে, কর্মকর্তারা জানান।

উভয় পক্ষই পরবর্তী দফার আলোচনা এবং সকল নেগোশিয়েশন ট্র্যাকের উপর বিস্তারিত আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে দ্রুত এবং পারস্পরিক লাভজনক চুক্তির দিকে এগিয়ে যাওয়ার বিষয়ে সম্মত হয়েছে।

বিহারে ২০২৫ সালের বিধানসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় ও চূড়ান্ত দফার ভোটগ্রহণ ১১ নভেম্বর

পাটনা, ৮ নভেম্বর : বিহারে ২০২৫ সালের বিধানসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় ও চূড়ান্ত দফার ভোটগ্রহণ ১১ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। রাজ্যের ২৪৩টি আসনের মধ্যে ১২২টি আসনে ভোটগ্রহণ হবে, যা বিজেপি—জেডি (ইউ)-অধীনে এনডিএ এবং আরজেডি—কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন মহাগঠবন্ধন মধ্যে একটি তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়ে উঠেছে।

নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, দ্বিতীয় দফার ভোটে মোট ১,৩০২ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

প্রথম দফার ভোটগ্রহণ ৬ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হয়েছিল, যেখানে ৬৪.৬ূ ভোটদানের হার রেকর্ড করা হয়েছে। নির্বাচনী কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, বেগুসরাই ৬৭.৩২ূ ভোটদানের সঙ্গে শীর্ষে রয়েছে, তবে শেখপুরা ৫২.৩৬ূ ভোটদানে সর্বনিম্ন রেট রেকর্ড করেছে।

বিজেপি এ ভোটদানের হারকে 'প্রতিষ্ঠানপন্থী' হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে, অন্যদিকে কংগ্রেস তাদের 'মাঠ পর্যায়ের রিপোর্ট' উল্লেখ করে বলেছে যে প্রথম দফায় নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা '১৫ মন্ত্রীর মধ্যে ১২ জন হারবেন।'

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী উচ্চ ভোটদানের হারকে জনগণের আস্থা হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, 'এটা স্পষ্টভাবে জানাচ্ছে যে জনগণ নরেন্দ্র মোদি এবং নীতীশ কুমারের সরকারের প্রতি বিশ্বাস রাখে।'

শুক্রবার, প্রধানমন্ত্রী মোদী, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অমিত শাহ এবং অন্যান্য তারকা প্রচারকরা বিহারের নির্বাচনী প্রচারে অংশগ্রহণ করেন। শাহ তিনটি সমাবেশে বক্তৃতা দেন এবং একটি রোডশো করেন, যা ৯ নভেম্বর প্রচার শেষ হওয়ার আগে এনডিএ-র শেষ প্রচার ছিল।

একটি অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে, যখন জনশক্তি জনতা দলের প্রতিষ্ঠাতা তেজপ্রতাপ যাদব এবং বিজেপি সাংসদ রবি কিষাণ পটনা বিমানবন্দরে একত্রিত হন। তাদের সংক্ষিপ্ত সাক্ষাৎ সংবাদ মাধ্যমের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, এবং সাংবাদিকরা সন্দেহ করছেন যে, সাবেক আরজেডি নেতা এবং বিজেপি সাংসদের এই সাক্ষাৎ রাজনৈতিক পুনর্বিন্যাসের ইঙ্গিত দিতে পারে।

এদিকে, কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী বিজেপি নেতাদের বিরুদ্ধে দিল্লি ও বিহারে প্রথম দফার ভোটে 'ভোট চুরি' (ভোট চুরি) করার অভিযোগ তুলেছেন। তিনি ব্যাংকা এবং ভাগলপুরে একাধিক সমাবেশে এ অভিযোগ করেছেন এবং দাবি করেছেন যে, কংগ্রেস হরিয়ানা নির্বাচনে 'ভোট চুরির' প্রমাণ পেয়েছে। তিনি বলেন, 'নির্বাচন কমিশন এই অভিযোগ অস্বীকার করতে পারে না।'

শনিবার, কংগ্রেস নেতা প্রিয়াঙ্কা গান্ধী ভদ্রা প্রধানমন্ত্রী মোদীকে তার 'দুই কর্পোরেট বন্ধুদের' জন্য পাবলিক সেক্টর সংস্থাগুলি তুলে দেওয়ার অভিযোগ তুলেছেন। তিনি বলেন, মোদী তার দুই কর্পোরেট বন্ধুদের কাছে দেশীয় পাবলিক সেক্টর সংস্থাগুলি তুলে দিচ্ছেন, যা দেশের অর্থনীতির জন্য ক্ষতিকর।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ শনিবার বানমানখী-এ এক সমাবেশে বলেছেন, 'আমরা নির্বাচনী তালিকায় থাকা অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করব এবং তাদের দেশ থেকে বের করে দেব। সীমানচল মাটিতে অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের জন্য কোনো স্থান থাকবে না।'

শাহ রাহুল গান্ধী এবং লালু প্রসাদ যাদবকে লক্ষ্য করে আরও বলেন, 'রাহুল বাবু এবং লালু জি বলছেন যে অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের রক্ষা করতে হবে। আমি বলছি, আমরা অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করে তাদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেব এবং তাদের দেশ থেকে বিতাড়িত করব।'

সীতামঢ়ী-এ এক নির্বাচনী সমাবেশে, প্রধানমন্ত্রী মোদী কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীকে বিহারে মাছ ধরার চেষ্টা নিয়ে তীব্র বিদ্রূপ করেছেন। তিনি বলেন, 'এমনকি বড় বড় নেতারাও এখানে মাছ দেখতে আসছেন। তারা পানিতে ডুব দেওয়ার চেষ্টা করছেন বিহার নির্বাচনের জন্য ডুব দেয়ার চর্চা করছেন।' বিহারের উচ্চ-দ্বন্দ্বিতামূলক বিধানসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় দফার ভোটগ্রহণ ১১ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হবে, এবং নির্বাচনের ফলাফল ১৪ নভেম্বর ঘোষণা করা হবে।

ভারতে ৯ নভেম্বর জাতীয় আইনি সেবা দিবস উদযাপন: মুক্ত আইনি সহায়তা এবং ন্যায়বিচারের জন্য গণসচেতনতা বাড়ানোর উদ্যোগ

নয়া দিল্লি, ৮ নভেম্বর: ভারতে ৯ নভেম্বর জাতীয় আইনি সেবা দিবস হিসেবে উদযাপিত হচ্ছে, যা ১৯৯৫ সালে 'আইনি সেবা কর্তৃপক্ষ আইন, ১৯৮৭' কার্যকর হওয়ার দিনটি স্মরণ করে। এই দিনটি দেশব্যাপী আইনের প্রতি জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধির এবং ন্যায়বিচার প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অগ্রগতি প্রদর্শন করার জন্য উৎসর্গিত।

আইন ও বিচার মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, ২০২২ থেকে ২০২৫ পর্যন্ত জাতীয় আইনি সেবা কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে ৪৪.২২ লাখেরও বেশি নাগরিক বিনামূল্যে আইনি সহায়তা এবং পরামর্শ পেয়েছেন। একই সময়ে, জাতীয়, রাজ্য এবং স্থায়ী লোক আদালতগুলিতে ২৩.৫৮ কোটি মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে, যা ভারতীয় বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ার প্রভাব বৃদ্ধি ও জনপ্রিয়তা প্রতিফলিত করে।

'ডিজাইনিং ইনোভেটিভ সলিউশন ফর হোলিস্টিক অ্যাক্সেস টু জাস্টিস' প্রকল্পের অধীনে, ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ২.১০ কোটি মানুষ প্রি-লিটিগেশন পরামর্শ, প্রো-বোনো সেবা এবং আইনি সচেতনতা কার্যক্রমের মাধ্যমে উপকৃত হয়েছেন। সরকারের ২৫০ কোটি টাকার সহায়তায় এই প্রকল্পটি দেশের আইনি সহায়তার প্রবাহ এবং নাগরিকদের সহজে আইনি অধিকার সম্পর্কে সচেতন করেছে।

আইনি সহায়তা প্রতিরক্ষা কাউন্সেল সিস্টেম, যা বর্তমানে ৬৬৮ জেলায় কার্যকর, ২০২৩ সাল থেকে এখন পর্যন্ত ১১.৪৬ লাখের মধ্যে ৭.৮৬ লাখ মামলা নিষ্পত্তি করেছে। ২০২৩ থেকে ২০২৬ সাল পর্যন্ত এই সিস্টেমে ৯৯৮.৪৩ কোটি বরাদ্দ রয়েছে।

জাতীয় আইনি সেবা কর্তৃপক্ষ এবং রাজ্য ও জেলা কর্তৃপক্ষ ২০২২ থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে ১৩.৮৩ লাখ সচেতনতা কার্যক্রম আয়োজন করেছে, যার মাধ্যমে প্রায় ১৫ কোটি মানুষের কাছে আইনি অধিকার এবং পদ্ধতি বিষয়ে তথ্য পৌঁছানো হয়েছে। এই প্রচারাভিযান বিভিন্ন ভাষায় বই, পুস্তিকা এবং অঞ্চলের প্রচারনার মাধ্যমে চালানো হয়েছে।

ফাস্ট-ট্র্যাক আদালতগুলি আইনি প্রক্রিয়া দ্রুততর করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। জুন ২০২৫ পর্যন্ত, ৮৬৫টি ফাস্ট-ট্র্যাক আদালত এবং ৭২৫টি ফাস্ট-ট্র্যাক বিশেষ আদালতযার মধ্যে ৩৯২টি পোকসো আদালতদেশের ২৯টি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে কার্যকর রয়েছে, এবং মোট ৩.৩৪ লাখ মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে।

গ্রামাঞ্চলে দ্রুত এবং সাশ্রয়ী বিচার নিশ্চিত করতে ৪৮৮টি গ্রাম ন্যায়ালয় কার্যকর রয়েছে। এছাড়া, মিশন শক্তির অধীনে নারীদের বিরুদ্ধে সহিংসতা মোকাবেলায় নারী আদালতও বেশ কয়েকটি রাজ্যে পাইলট প্রজেক্ট হিসেবে চালু করা হয়েছে।

জাতীয় আইনি সেবা দিবস উপলক্ষে রাজ্য আইনি সেবা কর্তৃপক্ষগুলি দেশব্যাপী আইনি সহায়তার ব্যাপারে সচেতনতা বৃদ্ধি করার জন্য বিশেষ ক্যাম্প আয়োজন করছে। পাশাপাশি, বিচারক, আইনি সহায়তা আইনজীবী এবং প্যারালিগাল স্বেচ্ছাসেবকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে যাতে তারা পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়ের জন্য দক্ষ আইনি সেবা নিশ্চিত করতে পারেন।এভাবে, ভারত সরকার আইনি সহায়তা এবং ন্যায়বিচারের জন্য জনগণের কাছে পৌঁছানোর উদ্যোগে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করে চলেছে।

ইন্ডিয়া মেটিওরোলজিক্যাল ডিপার্টমেন্ট তামিলনাড়ু ও কেরালায় ভারী বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস

পুদুচেরি, ৮ নভেম্বর : ইন্ডিয়া মেটিওরোলজিক্যাল ডিপার্টমেন্ট আগামী দুই থেকে তিনদিনের মধ্যে তামিলনাড়ু এবং কেরালার বিভিন্ন স্থানগুলোতে ভারী বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস দিয়েছে। মাহী, পুদুচেরি এবং কারাইকলেও আজ একই ধরনের আবহাওয়া পরিস্থিতি থাকতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।আইএমডি জানিয়েছে যে, এই অঞ্চলে আগামী দুইদিন বজ্রপাতসহ তীব্র ঝড়ের সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়া, উত্তর-পশ্চিম এবং প্রতিবেশী মধ্য ভারতের মাটির তাপমাত্রা আগামী এক সপ্তাহ ২ থেকে ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস কম থাকবে।এদিকে, দিল্লি-এনসিআর অঞ্চলে বায়ু গুণগত মান (এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স) 'ভীষণ খারাপ' অবস্থায় রয়েছে। কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের তথ্য অনুযায়ী, আজ সকাল ৭টা পর্যন্ত অঞ্চলটির গড় একিউআই ছিল ৩৩৬। এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স ০ থেকে ৫০-এর মধ্যে হলে তা 'ভালো', ৫১ থেকে ১০০ 'সন্তোষজনক', ১০১ থেকে ২০০ 'মধ্যম', ২০১ থেকে ৩০০ 'খারাপ', ৩০১ থেকে ৪০০ 'ভীষণ খারাপ', এবং ৪০১ থেকে ৪৫০-এর মধ্যে একিউআই হলে তা 'গম্ভীর' হিসেবে বিবেচিত হয়।

শরদ পাওয়ার পার্থ পাওয়ারকে নিয়ে বিতর্ক থেকে নিজেকে আলাদা করলেন, বললেন 'পরিবার ও রাজনীতি আলাদা'

নয়া দিল্লি, ৮ নভেম্বর: জাতীয় কংগ্রেস পার্টির প্রতিষ্ঠাতা শরদ পাওয়ার তাঁর নাতি পার্থ পাওয়ারকে ঘিরে ওঠা বিতর্ক থেকে নিজেকে দূরে রাখলেন। পার্থ পাওয়ার, যাঁর বিরুদ্ধে পুণের একটি উচ্চমূল্যের জমি বিক্রির ক্ষেত্রে অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে, সে সম্পর্কিত প্রশ্নের জবাবে শরদ পাওয়ার বলেছেন, পরিবার এবং রাজনীতি আলাদা বিষয়, এবং তাঁর মেয়ে ও সংসদ সদস্য সুপ্রিয়া সুলের মন্তব্য 'তার ব্যক্তিগত মতামত'। শরদ পাওয়ার বলেন, 'পরিবার এবং রাজনীতি আমার কাছে আলাদা।'

এছাড়াও, সুপ্রিয়া সুলে যে মন্তব্য করেছেন, তা নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'যা সুপ্রিয়া বলেছে তা তার ব্যক্তিগত মতামত।'

পার্থ পাওয়ারের বিরুদ্ধে কোনও এফআইআর কেন দায়ের হয়নি, সে বিষয়ে এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'এ ব্যাপারে শুধুমাত্র দেবেন্দ্র ফডনবীসই বলতে পারেন।'

এই মন্তব্যগুলি আসার একদিন পর, মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফডনবীস পুণে জমি লেনদেন সংক্রান্ত অভিযোগে তদন্ত কমিটি গঠনের নির্দেশ দেন। এই লেনদেনের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে "আমেদিয়া এন্টারপ্রাইজেস এলএলপি", যা পার্থ পাওয়ারের সংস্থা।

২০২২ সালে প্রথম সামনে আনা এই জমি লেনদেনটি পুণের মুন্ডওয়া অঞ্চলে প্রায় ১,৮০০ কোটি মূল্যের একটি ৪০ একর জমি সংক্রান্ত। বিরোধী দলগুলি অভিযোগ করছে যে, এই জমি মাত্র ৩০০ কোটি মূল্যে বিক্রি করা হয়েছে এবং লেনদেনে ২১ কোটি টাকার স্টাম্প ডিউটি ছাড় দেওয়া হয়েছে। তদন্তের মাধ্যমে এটি পরীক্ষা করা হবে যে, আইনগত প্রক্রিয়া মেনে লেনদেন হয়েছে কিনা এবং রাজনৈতিক প্রভাব সেখানে কোন ভূমিকা রেখেছে কি না।মহারাষ্ট্রের উপমুখ্যমন্ত্রী অজিত পাওয়ার এই অভিযোগগুলি অস্বীকার করেছেন এবং বলেছেন যে তিনি এই জমি লেনদেনের সঙ্গে কোনোভাবেই জড়িত নন।তিনি বলেন, "আমি এই জমি লেনদেনের সঙ্গে একদমই সম্পর্কিত নই। আমি কোনো ধরনের অনিয়ম সহ্য করব না। আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে এই বিষয়টি বিশ্লেষণ করব।" তিনি আরও বলেন, "আমি কখনো কোনও কর্মকর্তাকে আমাদের আত্মীয় বা দলের কর্মীদের সুবিধা দেওয়ার জন্য ফোন করি না। বড় হয়ে যাওয়া সন্তানেরা নিজেদের ব্যবসা স্বাধীনভাবে পরিচালনা করে।"পার্থ পাওয়ার, যিনি আমেদিয়া এন্টারপ্রাইজেস এলএলপির একজন পার্টনার, তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগগুলি অস্বীকার করেছেন। তিনি দাবি করেছেন যে, এই লেনদেন সমস্ত আইনগত প্রক্রিয়া মেনে করা হয়েছে এবং তিনি 'কোনো ভুল কিছু করেননি।'

মণিপুরে সুরক্ষা বাহিনী ও পুলিশ অপারেশন একাধিক ক্যাডার ও মাদক ব্যবসায়ী আটক

ইম্ফল, ৮ নভেম্বর : মণিপুর রাজ্যজুড়ে সুরক্ষা বাহিনী এবং পুলিশ তাদের অভিযান বাড়িয়েছে, এসময়ে একাধিক সশস্ত্র গোষ্ঠীর ক্যাডার ও মাদক পাচারকারীকে আটক করা হয়েছে। এছাড়া, জাতীয় মহাসড়ক ৩৭ দিয়ে অত্যাবশ্যকীয় পণ্য পরিবহনের নিরাপদ গতিবিধি নিশ্চিত করা হয়েছে।সরকারি সূত্র জানিয়েছে, শুক্রবার, সুরক্ষা বাহিনীর একটি যৌথ দল ইম্ফল পূর্ব জেলা অন্তর্গত আন্দ্রো পুলিশ স্টেশনের অধীনে আন্দ্রো খারাম লেইকাই থেকে একটি নিষিদ্ধ গোষ্ঠী প্রেপক এর সক্রিয় সদস্য, ফঞ্জৌবাম থাজামনবি দেবী (২২) আলিয়াস চৈবি আলিয়াস মালেমংগানবি, তার বাড়ি থেকে আটক করে। তার কাছ থেকে তিনটি মোবাইল ফোন ও একটি আধার কার্ড জব্দ করা হয়।

এদিনই, মণিপুর পুলিশ হুইকাপ মাখা লেইকাই এর কনথৌজাম রাজেন সিং (৪৮) নামক এক ব্যক্তিকে তার বাড়ি থেকে আটক করেছে, তার কাছ থেকে প্রায় ৬ কিলোগ্রাম গাঁজা উদ্ধার করা হয়।

৬ নভেম্বর, সুরক্ষা বাহিনী ইম্ফল পূর্ব জেলা থেকে আরপিএফ/পিএলএ গোষ্ঠীর দুই সক্রিয় সদস্যকে আটক করেছে।প্রথমজন, লইশ্রম কিশান সিং (৩১) হেইরোক পার্ট-২, থৌবল জেলা, কে খুরাই লামলং বাজার থেকে পোরমপাট পুলিশ স্টেশন এলাকা থেকে আটক করা হয়। দ্বিতীয়জন, সেলহেইবাম জয়সানা মৈথেই (৪৮) আলিয়াস জয়মনি আলিয়াস মলাই, আন্দ্রো উচোন মায়াই লেইকাই থেকে আটক করা হয়। তিনি এই গোষ্ঠীর একটি স্বঘোষিত মেজর ছিলেন।

তাদের কাছ থেকে একটি .৩৮ পিস্তল এবং তিনটি জীবন্ত গুলি, দুটি চার চাকা গাড়ি, দুটি মোবাইল ফোন সহ সিম কার্ড, দুটি মানিব্যাগ এবং ৬০,৩০০ নগদ উদ্ধার করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে যে, আটককৃতরা ইম্ফল পূর্ব এলাকার স্কুল, ইট ফার্ম, হাসপাতাল ও ফার্মেসি থেকে একাধিক ষড়যন্ত্রমূলক অর্থ আদায়ের সঙ্গে যুক্ত ছিল।সুরক্ষা বাহিনী এখনও জেলার সুরক্ষিত ও ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা গুলিতে তল্লাশি ও এলাকা দখলের অভিযান চালাচ্ছে।রাজ্যের বিভিন্ন পাহাড়ি ও উপত্যকাগত জেলা জুড়ে মোট ১১৪টি চেকপোস্ট (নাকা) স্থাপন করা হয়েছে, তবে এখনও পর্যন্ত কোনও আটক বা গ্রেফতারি রিপোর্ট করা হয়নি।এদিকে, এনএইচ-৩৭-এর মাধ্যমে ২৭০টি গাড়ি যাতে নিরাপদভাবে অত্যাবশ্যকীয় পণ্য পরিবহন করতে পারে, তার জন্য কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে সুরক্ষা কনভয় পরিচালিত হয়েছে।প্রশাসন তাদের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছে যে, তারা সন্ত্রাসী ও অপরাধী কার্যকলাপ দমন করতে এবং রাজ্যজুড়ে শান্তি বজায় রাখতে সমন্বিত অপারেশন অব্যাহত রাখবে।

পার্লামেন্টের শীতকালীন অধিবেশন ১ ডিসেম্বর থেকে ১৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে

নয়াদিল্লি, ৮ নভেম্বর : ভারতের শীতকালীন পার্লামেন্ট অধিবেশন আগামী ১ ডিসেম্বর থেকে ১৯ ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে, এমনটি ঘোষণা করেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু।

ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু শীতকালীন অধিবেশন আহ্বান করার সরকারের প্রস্তাব অনুমোদন করেছেন, তবে এটি সংসদের কাজের প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবর্তন হতে পারে। কিরেন রিজিজু তার এক্স অ্যাকাউন্টে এ ঘোষণা জানিয়ে বলেন, 'ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু শীতকালীন অধিবেশন ২০২৫ সালের ১ ডিসেম্বর থেকে ১৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত আহ্বান করার সরকারের প্রস্তাব অনুমোদন করেছেন (এটি সংসদীয় ব্যবসার প্রয়োজন অনুসারে পরিবর্তিত হতে পারে)। আমরা একটি গঠনমূলক ও অর্থপূর্ণ অধিবেশনের অপেক্ষা করছি, যা আমাদের গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করবে এবং জনগণের আশা পূরণ করবে।'

শনিবার দুর্গাচৌমুহনীস্থিত নিউস্টার ক্লাবের নবনির্মিত ভবনের উদ্বোধনে মেয়র দীপক মজুমদার। ছবি নিজস্ব।

বিপজ্জনক বাঁশের সাঁকোই স্কুলপথে ভরসা, উদাসীন প্রশাসন

আগরতলা, ৮ নভেম্বর : বিপজ্জনক বাঁশের সাঁকো দিয়েই প্রতিদিন স্কুলপথে যাতায়াত করছপ চড়িলাম রঙমালা ভিলেজের শরৎ চৌধুরী পাড়ার পড়ুয়ারা। প্রশাসনের উদাসীনতায় বেকায়দায় পড়েছে বাসিন্দারা। তাদের একটাই দাবি দ্রুত নিরাপদ সেতু নির্মাণ করা হোক।

জানা গিয়েছে, আগস্ট মাসে বন্যার কারণে চড়িলাম রঙমালা ভিলেজের যাত্রায়াতের ব্রীজটি ভেঙে যায়। যার ফলে পরবর্তী সময়ে প্রশাসনের তরফ থেকে পুনরায় ব্রীজ নির্মাণ শুরু হয়েছিল। কিন্তু নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ না করেই ঠিকেদার ও শ্রমিকরা কাজ আসছে না। ওই ব্রিজটি গ্রামের একমাত্র যোগাযোগ মাধ্যম হিসেবে ছিল। তাই দীর্ঘদিন ধটে গ্রামবাসীরা একটি বাঁশের সাঁকো নির্মাণ করে যাতায়াত করছেন। কিন্তু দিন দিন ওই বাঁশের সাঁকোটি আরও নড়বড়ে হয়ে পড়ছে। সেই বিপজ্জনক সাঁকো পেরিয়ে প্রতিদিন স্কুলে যেতে হচ্ছে গ্রামের শিশুদের।

গ্রামবাসীদের অভিযোগ, একাধিকবার স্থানীয় প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধিদের কাছে ব্রীজের নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ করার আবেদন জানানো হলেও কোনো সাড়া মেলেনি। ফলে নিত্যদিন আশঙ্কায় দিন কাটছে পাড়ার মানুষদের। শিশুদের পড়াশোনা বন্ধ হওয়ার উপক্রম হলেও, বিকল্প রাস্তা না থাকায় অন্য উপায়ও নেই।

প্রশাসনের উদাসীনতায় বেকায়দায় পড়েছে শরৎ চৌধুরী পাড়ার বাসিন্দারা। তাদের একটাই দাবি দ্রুত নিরাপদ সেতু নির্মাণ করা হোক, যাতে শিশুরা ভয় ছাড়াই স্কুলে যেতে পারে।

বিশ্ব রেডিওগ্রাফি দিবস উপলক্ষে সচেতনতামূলক পদযাত্রা অনুষ্ঠিত

আগরতলা, ৮ নভেম্বর: বিশ্ব রেডিওগ্রাফি দিবস উপলক্ষে শনিবার আগরতলা শহরে এক সচেতনতামূলক পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়।

আজ বিশ্ব রেডিওগ্রাফি দিবস। এ উপলক্ষে আগরতলা শহরে টিপসের পক্ষ থেকে এক পদযাত্রার আয়োজন করা হয়। পদযাত্রাটি আগরতলা শহরের বিভিন্ন পদ পরিক্রমা করে। এই পদযাত্রার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে উদ্যোক্তারা জানান চিকিৎসা ক্ষেত্রে রেডিওগ্রাফারদের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। করোণা মুহূর্তেও তার গুরুত্ব সকলের অনুভব করেছেন। রেডিওগ্রাফি দিবসে এ ধরনের পদযাত্রার মধ্য দিয়ে জনগণকে সচেতন করাই তাদের লক্ষ্য বলে জানিয়েছেন।

দেশের মধ্যে

● **প্রথম পাতার পর** এবং আঘাত ও উন্নত চিকিৎসা কেন্দ্রসহ নতুন হাসপাতাল নির্মিত হয়েছে। তিনি বলেন, আয়ুষ্মান ভারত এবং জন ঔষধি কেন্দ্রের মতো উদ্যোগের মাধ্যমে দরিদ্র রোগীরা কোটি কোটি টাকা সাশ্রয় করতে পেরেছেন। প্রধানমন্ত্রী মোদী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছাত্র-ছাত্রীদের সৃজনশীলতা এবং কবিতা ও চিত্রকলা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য প্রশংসা করেন। তিনি একটি শিশুসাহিত্য সভা আয়োজনের প্রস্তাব দেন এবং তরুণদের প্রতিভা ও উদ্দীপনার জন্য তাদের প্রশংসা করেন। এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ এবং কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। অনুষ্ঠানে কেরালা রাজ্যের গভর্নর রাজেন্দ্র আরলেকরসহ বেশ কয়েকজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে যোগ দেন। নতুন বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনগুলি আন্তঃশহর সংযোগ বৃদ্ধি করবে, ভ্রমণ সময় কমাবে এবং দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের পর্যটন এবং বাণিজ্যকে উন্নীত করবে

ধর্মনগর আইওসি

● **প্রথম পাতার পর**

শুরু করেছে এবং আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই পরিস্থিতি পুরোপুরি স্থিতিশীল হবে বলে প্রশাসন সূত্রে জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (**টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা**)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (**পি বি এক্স**), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ড. সৌম্যা স্বামীনাথন: ভারত বায়ু দূষণকে আর মৌসুমি সমস্যা হিসেবে দেখতে পারে না, এটি এখন একটি জনস্বাস্থ্য সংকট

নয়া দিল্লি, ৮ নভেম্বর: ভারতের প্রাক্তন ডব্লিউএইচও প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা এবং জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ ড. সৌম্যা স্বামীনাথন সংবাদমাধ্যম নিউজ১৮-এর সঙ্গে এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে বলেছেন, বায়ু দূষণ এখন একটি পূর্ণাঙ্গ জনস্বাস্থ্য সংকট হয়ে দাঁড়িয়েছে, যা প্রতিদিন মানুষের জীবন কেড়ে নিচ্ছে। তিনি এও সতর্ক করেছেন যে বিষাক্ত বায়ু ফুসফুস, হৃদপিণ্ড এবং এমনকি বিকাশমান মস্তিষ্কের ক্ষতি করছে।

ড. স্বামীনাথন জানান, বায়ু দূষণ এখন ভারতের শীর্ষ স্বাস্থ্য ঝুঁকির মধ্যে একটি, যা হৃদরোগ, স্ট্রোক, মস্তিষ্কের সমস্যা এবং ক্যানসারের মতো রোগের কারণ হচ্ছে। 'এটি আমাদের জীবনের অনেক বছর কেটে দিচ্ছে, ' বলেছেন তিনি।

তিনি আরও উল্লেখ করেন যে ভারতের বায়ু গুণমানের মান বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সুপারিশকৃত মানের চেয়ে অনেক দুর্বল যেখানে পিএম২.৫ এর জন্য ডব্লিউএইচও-এর নিরাপদ সীমা ৫ ঞ্জ্ঞ্ঝ, সেখানে ভারতের মান ৪০ ঞ্জ্ঞ্ঝ, এবং 'এমনকি ৪০ও উত্তর ভারতের বেশিরভাগ অঞ্চলে পূর্ণ হয় না।'

ড. স্বামীনাথন সতর্ক করেছেন যে দীর্ঘকাল ধরে বায়ু দূষণের শিকার হওয়ার কারণে, ধূমপান না করা ব্যক্তিদের মধ্যেও ফুসফুসের ক্যানসার বৃদ্ধি পাচ্ছে। "এটা যেন প্রতিদিন বিশ বা তিরিশটা সিগারেট ধূমপান করার মতো,' বলেছেন তিনি। বিশেষত, শিশু ও নবজাতকরা সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে রয়েছে।

একজন শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ হিসেবে তিনি আরও বলেন, এই ক্ষতি গর্ভাবস্থায়ও শুরু হয়ে যায়, যেহেতু গবেষণায় দেখা গেছে, উচ্চমাত্রার দূষণের শিকার মায়েদের মধ্যে কম ওজন বা অপরিপক্ক শিশু জন্ম নেয়ার সম্ভাবনা বেশি। 'এটি শুধু ফুসফুসের বিকাশই নয়, মস্তিষ্কের উপরও প্রভাব ফেলে,' বলছেন তিনি।ড. স্বামীনাথন বলেন, ঘরের ভেতরের বায়ু দূষণ একটি উপেক্ষিত সমস্যা। 'অনেক গরিব পরিবার এখনও রান্নার জন্য কাঠ বা গোবর ব্যবহার করে, কারণ এলপিজি রিফিল দামি,' তিনি বলেন। এর ফলে মহিলারা এবং শিশুরা দীর্ঘ সময় ধরে বাড়ির ভিতরই বায়ু দূষণের শিকার হন।

'বিশ্বজীবন রিপোর্ট ২০২৪'-এ প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, ২০২১ সালে প্রায় ১.৭ লাখ ভারতীয় শিশুর মৃত্যু হয়েছে বায়ু দূষণের কারণে এটি একটি অত্যন্ত বিপজ্জনক অবস্থার সূচক, যেটি ড. স্বামীনাথন তুলে ধরেছেন। 'আমরা তাদের সারাজীবন অসুস্থতার জন্য প্রস্তুত করছি,' তিনি বলেন। তিনি সতর্ক করেন যে দূষণের কারণে শরীরে প্রদাহ সৃষ্টি হওয়া টাইপ-২ ডায়াবেটিস, স্নায়ুজনিত রোগ এবং দীর্ঘস্থায়ী ফুসফুসের রোগের ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়।

তিনি বলেন, বায়ু দূষণ কমানোর জন্য বিনিয়োগ শুধু নৈতিক বা চিকিৎসাগত দৃষ্টিকোণ থেকে গুরুত্বপূর্ণ নয়, এটি অর্থনৈতিকভাবেও লাভজনক। 'বিশ্বব্যাংক অনুমান করেছে যে প্রতিটি ডলার বিনিয়োগে ছয় ডলার ফেরত পাওয়া যায়,' বলেন তিনি।

তৎকালীন নিরাপত্তার জন্য তিনি স্কুলগুলিতে এয়ার পিউরিফায়ার, উচ্চ একিউআই -র দিনগুলোতে ঞ্জ৯৫ মাস্ক পরিধান এবং দূষণের তীব্রতার সময় শিশুদের বাইরে না পাঠানোর পরামর্শ দেন। তবে তিনি সতর্ক করেন যে, এসব শুধুমাত্র অস্থায়ী ব্যবস্থা। 'কেউই নিজের শ্বাস প্রশ্বাস থেকে বাঁচতে পারবে না। একমাত্র সমাধান হল জাতীয় পর্যায়ে একযোগিতার মাধ্যমে ব্যবস্থা গ্রহণ,' বলেন তিনি।

ড. স্বামীনাথন ভারতের সরকারকে একটি জাতীয় পরিচ্ছন্ন বায়ু পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য আহ্বান জানিয়েছেন, যা পোলিও নির্মূলকরণ ও স্বচ্ছ ভারত অভিযানের মতো বড় আকারে বাস্তবায়িত হবে। 'আমরা যা অসম্ভব মনে করতাম, যেমন পোলিও নির্মূল ও ব্যাপক স্যানিটেশন কভারেজ, তা আমরা অর্জন করেছি এবং আমরা এটি পরিষ্কার বায়ুর জন্যও করতে পারি,' তিনি বলেন।

তিনি একে 'এপলিটিক্যাল' (রাজনীতির বাইরে) একটি আন্দোলন হিসেবে দেখার কথা বলেন এবং সাফ জানান, 'এটি একটি মৌলিক অধিকার।' পাশাপাশি, তিনি বলেন, 'বায়ু দূষণ কমাতে বিনিয়োগ করলে ভারতের জিডিপি-তে ২ শতাংশ বৃদ্ধি আসবে।'

অবশেষে তিনি আশাবাদী মনোভাব নিয়ে বলেন, 'ভারত বারবার প্রমাণ করেছে যে, আমরা উচ্চাকাঙ্ক্ষী স্বাস্থ্য লক্ষ্য পূরণ করতে পারি। যদি এখনই কাজ করি, তবে আমরা নিশ্চিত করতে পারব যে ভারতের প্রতিটি শিশু নিরাপদ বায়ু শ্বাস নিতে পারবে।'

নির্মলা সীতারামন গোহপুরে অসমের প্রথম টেকনিক্যাল ও ভোকেশনাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

গুয়াহাটি, ৮ নভেম্বর : কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন আজ গোহপুরের ভোলাগুড়িতে অসমের প্রথম টেকনিক্যাল ও ভোকেশনাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'স্বাহিদ কানকলতা বারুয়া স্টেট ইউনিভার্সিটির' ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন।৪১৫ কোটি ব্যয়ে নির্মিত এই বিশ্ববিদ্যালয়টি ২৪১ একর জমির উপর প্রতিষ্ঠিত হবে, যার মধ্যে ৭ লক্ষ বর্গফুটের নির্মাণকাজ হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে ২০০০ শিক্ষার্থীর জন্য একাডেমিক ব্লক, ১২০০ শিক্ষার্থীর জন্য হোস্টেল, আবাসিক কোয়ার্টার, গেস্ট হাউস এবং একটি আধুনিক ছাত্র কেন্দ্র থাকবে।

এই বিশ্ববিদ্যালয়টি অসম সরকারের দক্ষ ও উদ্ভাবনী শক্তি নির্ভর কর্মশক্তি গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। এতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) এবং মেশিন লার্নিং, সাইবার সিকিউরিটি, ব্লকচেইন, ড্রোন ও নেভিগেশন প্রযুক্তি, কোয়ান্টাম কম্পিউটিং, ব্রেইন-কম্পিউটার ইন্টারফেস, ইন্টারনেট অব থিংস (আইওটি), স্মার্ট সিটি ও স্মার্ট পরিবেশ ব্যবস্থা সম্পর্কিত উন্নত কোর্স প্রদান করা হবে।

এদিন, নির্মলা সীতারামন বলেন, 'এটি যুবকদের ভবিষ্যতমুখী সেক্টরে সুযোগ সৃষ্টির একটি বড় পদক্ষেপ এবং অসমকে দক্ষতাভিত্তিক উচ্চশিক্ষার কেন্দ্র হিসেবে আরও শক্তিশালী করবে।' এছাড়া, সীতারামন বর্তমানে অসমে দুই দিনের সফরে রয়েছেন।

সবরিমালায় রাসায়নিক কুমকুম ও শ্যাম্পুর প্লাস্টিক প্যাকেট বিক্রিতে নিষেধাজ্ঞা কেরালা হাইকোর্টের

কোচি, ৭ নভেম্বর : সবরিমালায় রাসায়নিক কুমকুম ও শ্যাম্পুর প্লাস্টিক প্যাকেট বিক্রিতে অবিলম্বে নিষেধাজ্ঞা জারি করার নির্দেশ দিয়েছে কেরালা হাইকোর্ট। আদালত পরিবেশ দূষণের আশঙ্কা ও তীর্থযাত্রা মৌসুমে বাড়তি বর্জ্য ব্যবস্থাপনার চ্যালেঞ্জের কথা উল্লেখ করে এই নির্দেশ দিয়েছে। শুক্রবার বিচারপতি রাজা বিজয়ারঘবন ও কে.ভি. জয়কুমারের বেঞ্চ এই আদেশ দেন। এটি আদালতের স্বপ্রণোদিতভাবে গৃহীত একটি মামলার শুনানিতে আসে, যা ২০২৫—২৬ সালের মণ্ডলম—মকরভিলাক্কু তীর্থ মৌসুমে 'এদাথাভালম' (তীর্থযাত্রীদের বিশ্রামকেন্দ্র) সংক্রান্ত বিশেষ কমিশনারের প্রতিবেদনের ভিত্তিতে নেওয়া হয়েছিল।

আদালত স্মরণ করিয়ে দেয়, গত ১৬ অক্টোবরের নির্দেশে তিরুবাঙ্কুর দেবস্বম বোর্ড (টিডিবি), ভারতীয় রেলওয়ে ও কোট্টায়ম জেলা পর্যটন প্রচার কাউন্সিলকে পরিচ্ছন্নতা, খাদ্য ও পানীয় জলের মান বজায় রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। তখন আদালত উদ্বেগ প্রকাশ করেছিল, তীর্থযাত্রীরা শ্যাম্পুর প্লাস্টিকের প্যাকেট ব্যবহার করে সেগুলি এরুমেলির ঝর্ণা ও নদীর ধারে ফেলে দিচ্ছেন, যার ফলে জলদূষণ বাড়ছে। আদালত কোট্টায়ম জেলা প্রশাসনকে ওই এলাকায় প্লাস্টিক স্যাশে নিষিদ্ধ করার নির্দেশও দিয়েছিল।

তবে শুক্রবার মামলার পুনর্বিবেচনার সময় এরুমেলি গ্রামপঞ্চায়েতের আইনজীবী জানান, এখনো পর্যন্ত ভালিয়াথোড়ু ঝর্ণায় শ্যাম্পুর প্যাকেট ও অন্যান্য প্লাস্টিক বর্জ্য ফেলা হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, পেট্টাথুল্লাল আচার অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত রাসায়নিক কুমকুমও দূষণের অন্যতম কারণ, কারণ অংশগ্রহণকারীরা পরবর্তীতে ডিটারজেন্ট ও শ্যাম্পু দিয়ে তা ধুয়ে ফেলেন। এই তথ্য বিবেচনা করে আদালত পাম্বা ও সন্নিধানম এলাকায় রাসায়নিক কুমকুম ও শ্যাম্পুর প্লাস্টিকের প্যাকেট বিক্রি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করার নির্দেশ দেয়। এছাড়া আদালত টিডিবিকে নির্দেশ দেয়, ঝর্ণা ও জলধারার উপর জাল বা ক্ষুদ্র বাঁধ (চেক ড্যাম) স্থাপনের সম্ভাবনা পরীক্ষা করতে, যাতে বর্জ্য জমা রোধ করা যায়। কোচিন ও গুরুয়ুর দেবস্বম বোর্ড এবং চেঙ্গান্নুর পৌরসভা আদালতকে জানায় যে, আগের নির্দেশ মেনে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। সব পক্ষের বক্তব্য নথিভুক্ত করে আদালত মামলাটি আগামী সপ্তাহে পুনরায় শুনানির জন্য তালিকাভুক্ত করেছে। আদালতের এই নির্দেশ সাবরিমালার পরিবেশ রক্ষায় এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে।

কর্ণাটকে বাঘের আক্রমণে কৃষকের মৃত্যু, নাগরহোল ও বান্দিপুরে সাফারি কার্যক্রম স্থগিতের নির্দেশ

বিদর, ৭ নভেম্বর : কর্ণাটকের মাইসুরু জেলায় বাঘের আক্রমণে এক কৃষকের মৃত্যুর পর ব্যাপক ক্ষোভের মধ্যে শুক্রবার রাজ্যের বন, পরিবেশ ও প্রতিবেশমন্ত্রী ইশ্বর বি. খান্দরে নাগরহোল ও বান্দিপুর টাইগার রিজার্ভে সাফারি কার্যক্রম অবিলম্বে স্থগিত করার নির্দেশ দেন। মন্ত্রী খান্দরে জানান, মানব—বন্যপ্রাণী সংঘাতপ্রবণ এলাকায় চলমান বাঘ ধরার অভিযানে সব উপলব্ধ বনকর্মী ও কর্মকর্তাকে নিযুক্ত করতে হবে। এ বিষয়ে তিনি বন বিভাগের প্রধান প্রধান প্রধান সংরক্ষক ও প্রধান বন্যপ্রাণ রক্ষককে লিখিত নির্দেশ জারি করেছেন।

শুক্রবার সকালে সারাগুর তালুকের মোলেয়ুর রেঞ্জের হালে হেগগোডিলু গ্রামে এক কৃষক বাঘের আক্রমণে নিহত হন। ওই ঘটনার প্রতি গভীর শোক প্রকাশ করে মন্ত্রী জানান, এই পরিস্থিতিতে সাফারি কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়া যুক্তিযুক্ত নয়। নাগরহোল ও বান্দিপুর উভয় রিজার্ভেই সাফারি পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত স্থগিত থাকবে। মন্ত্রী আরও বলেন, সাফারিতে নিযুক্ত সমস্ত কর্মকর্তা, গাইড, চালক ও কর্মীদের বাঘ ধরার অভিযানে সহায়তার জন্য পুনঃনিয়োগ করা হবে। তিনি জানান, গত এক মাসে মাইসুরু ও চামরাজনগর জেলার বনসীমান্তবর্তী এলাকায় বাঘের আক্রমণে তিনজনের মৃত্যু হয়েছে, যা অত্যন্ত উদ্বেগজনক।

মন্ত্রী খান্দরে স্মরণ করিয়ে দেন, অক্টোবর ২৭ তারিখে বান্দিপুরে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক হয়েছিল, এবং নভেম্বর ২ তারিখে চামরাজনগরে জেলা দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী কে. বেঙ্কটেশ ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রী এইচ.সি. মহাদেবাপ্পার উপস্থিতিতে স্থানীয় কৃষক ও বাসিন্দাদের সঙ্গে আলোচনা হয়েছিল। তখন কর্মকর্তাদের সতর্ক করে বলা হয়েছিল, পরিস্থিতি গুরুতর হলে সাফারি বন্ধ করতে হবে। দুঃখজনকভাবে, সতর্কতা সত্ত্বেও আজ আরেকটি প্রাণহানি ঘটেছে, বলেন মন্ত্রী খান্দরে।

তিনি আরও ঘোষণা করেন, **আজ থেকে টাইগার-সংঘাতপ্রবণ সমস্ত অঞ্চলে সাফারি, ট্রেকিং ও হাঁটা ট্রেইল কার্যক্রম পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত স্থগিত থাকবে।

বান্দিপুর ও নাগরহোল রিজার্ভের সমস্ত কর্মকর্তা, চালক ও কর্মীদের বাঘ ধরার অভিযানে সহায়তার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অতিরিক্ত প্রধান বন সংরক্ষক এবং উভয় টাইগার রিজার্ভের প্রকল্প পরিচালককে ঘটনাস্থলে অবস্থান করে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

সূত্র অনুযায়ী, নিহত কৃষক ৫৮ বছর বয়সী, যিনি আট মাস আগে এক হাতির আক্রমণ থেকে প্রাণে বেঁচে গিয়েছিলেন।

শুক্রবার সকালে তিনি খেতে যাওয়ার পথে নাগুর বন্যপ্রাণ অভয়ারণ্যের কাছে বাঘের আক্রমণের শিকার হন। বন কর্মকর্তাদের মতে, বাঘটি কৃষকের মাথা ও উরুর অংশ ছিঁড়ে খেয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে এটি এই অঞ্চলে বাঘের আক্রমণে তৃতীয় মৃত্যুর ঘটনা। বাঘের এই ধারাবাহিক আক্রমণ স্থানীয়দের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে এবং বন দপ্তরের নিরাপত্তা ব্যবস্থার কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল :- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল : rainbowprintingworks@gmail.com

খোয়াই লায়ন্স ক্লাব ও লিও ক্লাবের যৌথ উদ্যোগে রক্তদান শিবির

আগরতলা, ৮ নভেম্বর: গতকাল খোয়াই লায়ন্স ক্লাব ও লিও ক্লাবের যৌথ উদ্যোগে এবং খোয়াই গনকী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের এন এস এস ইউনিট এর সহযোগীতায় স্বেচ্ছা রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এদিনের শিবিরে ৩০ জন স্বেচ্ছা রক্তদানে অংশগ্রহন করেছেন।

উক্ত শিবিরে উপস্থিত ছিলেন গনকী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যলয়ের প্রধান শিক্ষিকা মহোদয়া , এন এস এস অফিসার, ডিস্ট্রিক্ট চেয়ারপার্সন লায়ন প্রণব বনিক, সভাপতি লায়ন মানিক দেবনাথ এবং লিও ক্লাবের সহ সভাপতি লিও অভিষেক দেবনাথ, লিও বৈশাখী দেব লিও অনুরূপম বিশ্বাস সহ লিও ও লায়ন্স ক্লাবের সকল সদস্য সদস্যা বৃন্দ।

এই রক্তদান শিবির কে ঘিরে ব্যপক উৎসাহ এবং উদ্দিপনা ও দেখা গেছে ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে। লিও ক্লাবের সদস্যদের সক্রিয় ভূমিকায় এই মহতি কর্মসূচি বাস্তবিক রূপ নিয়েছেন তারজন্য ডিস্ট্রিক্ট চেয়ারপার্সন লায়ন প্রণব বনিক লিও ক্লাবের সহ সভাপতি লিও অভিষেক দেবনাথ এর হাতে শুভেচ্ছা স্মারক তুলে দিয়েছেন। আগামী দিনে লায়ন্স ক্লাব ও লিও ক্লাবের যৌথ উদ্যোগে এই ধরনের মানবিক কর্মসূচি গ্রহন করা হবে। এই শিবিরে লিও ক্লাব এর সদস্য ও সদস্যা রা স্বেচ্ছায় রক্তদান করছেন

বিশালগড়ে বন্দেমাতরমের ১৫০ বছর পূর্তি অনুষ্ঠান

আগরতলা, ৮ নভেম্বর: গতকাল বিশালগড় মহকুমা ভিত্তিক "বন্দেমাতরম" রচনার ১৫০ বছর পূর্তির মূল অনুষ্ঠান আয়োজিত হয় বিশাল ব্রীজ চৌমুহনী মুক্তমঞ্চে। প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে উক্ত অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন প্রধান অতিথি বিধায়ক সুশান্ত দেব। তিনি সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের অমর সৃষ্টি বন্দেমাতরম-এর প্রেক্ষাপট নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন মহকুমা শাসক বিংকি সাহা। এছাড়াও মহকুমার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ১৫০ জন ছাত্রছাত্রী, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব বন্দেমাতরম গানটি পরিবেশন করেন। এছাড়াও দিল্লিতে বন্দেমাতরমের ১৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর দেশবাসীর উদ্দেশ্যে রাখা বক্তব্য সম্প্রচার করা হয় সরাসরি। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিশালগড় পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন অঞ্জন পুরকায়স্থ, এসডিপিও বিকাশ সিন্থিয়া, ডিসিএম প্রসেনজিৎ দাস সহ মহকুমার বিভিন্ন ক্লাব, সাংস্কৃতিক সংস্থার প্রতিনিধি এবং বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীবৃন্দ।

চিকিৎসা পরিষেবায় আরও

● **প্রথম পাতার পর**

রোগী কল্যাণ সমিতি এবং রোটারি ক্লাবের যৌথ উদ্যোগে ১০ টাকার বিনিময়ে রোগীর সাথে থাকা আত্মীয়-স্বজনদের খাদ্যের ব্যবস্থা করা হচ্ছো রাজ্যের চিকিৎসক সংকট দূর করার জন্য ইতিমধ্যে ডাক্তার নিয়োগ করা হয়েছো তাছাড়াও রাজ্যে বিএসসি নার্সিং, এ এন এম, জি এন এম, ফার্মাসিস্ট ইত্যাদি পড়ার প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছো সর্ব সুবিধা থাকা সত্বেও রাজ্যের প্রধান রেফারেল হাসপাতাল জিবিপি তে পরিচালনগত ত্রুটির জন্য মাঝেমধ্যে কিছুটা সমস্যা হয়ে থাকো ভাই এই হাসপাতালের রোগী পরিষেবা সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়ের উন্নতি সাধনে ইতিমধ্যেই দিল্লি এইমস এর সাথে রাজ্য সরকারের একটি মৌ সাক্ষরিত হয়েছে। তিনি বলেন প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনায় প্রায় ২৫০ কোটি টাকা ও মুখ্যমন্ত্রীর জন আরোগ্য যোজনায় প্রায় ২৬ কোটি টাকা সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য কল্যাণে ব্যয়িত হয়েছো রাজ্যে এখন প্রায় ১,১০০ এর উপর হেলথ এন্ড ওয়েলনেস সেন্টার রয়েছে। আইএলএস সংলগ্ন ফাঁকা জমিতে আগামী দিনে একটি অত্যাধুনিক চক্ষু হাসপাতাল গড়ে তোলার কাজ শুরু হবো মুখ্যমন্ত্রী সম্মেলনের অংশগ্রহণকারী সকলের উদ্দেশ্যে বলেন বর্তমানে ত্রিপুরা রাজ্য মাথাপিছু আয় এবং জি এস ডিপি তে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজা গুলির মধ্যে দ্বিতীয় সর্বশ্রেষ্ঠ রাজ্যা অনুষ্ঠানের মুখ্যমন্ত্রী অ্যাসোসিয়েশনের একটি স্মরণিকাও প্রকাশ করেন।

অনুষ্ঠানের স্বাগত বক্তব্য রাখেন অ্যাসোসিয়েশন অফ ফিজিশিয়ান অফ ইন্ডিয়া এর ত্রিপুরা শাখার সম্পাদক ডা. সৌমেন চৌধুরী। এছাড়া বক্তব্য রাখেন অ্যাসোসিয়েশনের জাতীয় সভাপতি প্রফেসর (ডা.) জ্যোতির্ময় পালা উপস্থিত ছিলেন এজিএমসির ভাইস প্রিন্সিপাল প্রফেসর (ডা.) তপন মজুমদার, মেডিকেল এডুকেশন এর অধিকর্তা প্রফেসর (ডা) এইচ পি শর্মা, এ পি আই এর সদস্য প্রফেসর (ডা.) প্রদীপ ভৌমিকা অনুষ্ঠানের ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য শাখার সভাপতি প্রফেসর (ডা) অরিন্দম দত্তা

টিএমসি'র স্পেশাল

● **প্রথম পাতার পর**

অভিযোগকারীদের বক্তব্য, দীর্ঘদিন ধরে এই কাজের উপরই তাঁদের সংসার নির্ভরশীল। হঠাৎ এভাবে ছাঁটাই করা হলে তাঁদের জীবিকা বিপন্ন হবে। তাঁরা জানান, সরকার যদি এতটা অমানবিক আচরণ করে, তবে ভবিষ্যতে ভোট না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হবেন।

অন্যদিকে, হাসপাতালের দায়িত্বপ্রাপ্ত ওএসডি নন্দন সরকার জানিয়েছেন, যারা নিজেদের স্পেশাল নার্স বলে দাবি করছেন, তাঁরা আসলে হাসপাতালের কেউ নন। বহুবার তাঁদের সতর্ক করা সত্ত্বেও তাঁরা হাসপাতালে এসে কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি বলেন, এই নার্সদের কোনও প্রশিক্ষণ বা সার্টিফিকেট নেই। তারা রোগীদের কাছ থেকে টাকা আদায় করত, এমনকি ওষুধ চুরি ও অন্যান্য অনৈতিক কাজে যুক্ত ছিল। তিনি আরও জানান, যেহেতু তাঁরা হাসপাতালের কর্মী নন, তাই তাঁদের মৌখিকভাবেই বরখাস্ত করা হয়েছে। আগামী দিনে যোগ্যতা সম্পন্ন ও প্রশিক্ষিত নার্সদের নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

এই ঘটনার পর ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজের পরিবেশে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে। বরখাস্ত হওয়া নার্সরা সরকারের কাছে পুনর্বিবেচনার দাবি জানিয়েছেন।

বর্ডার গোলচক্কর এলাকায়

● **প্রথম পাতার পর**

প্রাণনাশের হুমকি দেয়।

এলাকাবাসীর একাংশ জানান, পুলিশের দৃষ্টি আকর্ষণ করা সত্ত্বেও এখনো পর্যন্ত যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি, ফলে পরিস্থিতি ক্রমেই নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে।

কবরস্থানে জল শোধনাগার নির্মাণে

● **প্রথম পাতার পর**

বক্তব্য, সংশ্লিষ্ট জমিটি ওয়াকফ সম্পত্তি, আর ইসলামি আইন অনুযায়ী ওয়াকফ জমি ক্রয়, বিক্রয় বা ধর্মীয় কার্যক্রম ছাড়া অন্য কোনও কাজে ব্যবহার করা বৈধ নয়। তাই মানুষের কল্যাণের কথা ভেবে হলেও কবরস্থানের জমিতে শোধনাগার না করে অন্য কোনও বিকল্প স্থানে প্রকল্পটি গড়ে তোলার দাবি জানিয়েছে সংগঠনটি।

ত্রিপুরা রাজ্য জমিয়ত উলামায়ে হিন্দের সভাপতি মুফতি তৈয়ীবুর রহমান এক বিবৃতিতে বলেন, জল শোধনাগার অবশ্যই মানুষের সেবার জন্য প্রয়োজনীয়, তবে তা যেন ধর্মীয় স্থানের জমিতে না হয়। অন্যত্র করলে সকল সম্প্রদায় উপকৃত হবেন এবং সামাজিক সম্প্রীতিও অটুট থাকবে।

শিক্ষক বদলিকে ঘিরে

● **প্রথম পাতার পর**

যান চলাচল। খবর পেয়ে তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে কথা করে। প্রায় এক ঘণ্টা টানটান উত্তেজনার পর পুলিশের হস্তক্ষেপে অবরোধ প্রত্যাহার করা হয়। যদিও পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলেও এলাকাজুড়ে রয়ে গিয়েছে প্রবল অসন্তোষ।

এক স্থানীয় অভিভাবক ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন,এই স্কুলে এত কম শিক্ষক নিয়ে বাচ্চাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে আমরা চিন্তায় আছি। এখন যদি একজন অভিজ্ঞ শিক্ষিকাকেও বদলি করা হয়, তাহলে পড়াশোনার মান ভেঙে পড়বে।

াঙ্গন

টিএফএ আয়োজিত বৈকুন্ঠ স্মৃতি মহিলা লীগ ফুটবল আজ থেকে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রস্তুতি চূড়ান্ত। আগামীকাল রবিবার থেকেই শুরু হচ্ছে টিএফএ আয়োজিত বৈকুণ্ঠ নাথ মেমোরিয়াল মহিলা লীগ ফুটবল টুর্নামেন্ট। বেলা একটায় ত্রিপুরা পুলিশ টিম এবং ফুলো ঝানু ক্লাবের ম্যাচ দিয়ে টুর্নামেন্ট সূচনা হবে। তবে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হবে বিকেল পাঁচটায়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে টিএফ এ-র সভাপতি, সহ-সভাপতি সহ অন্যান্য কর্মকর্তাদের পাশাপাশি প্রাক্তন ফুটবলার কল্পনা দেববর্মা উপস্থিত থাকবেন। ছয়টি দলকে নিয়ে সিঙ্গেল লিগ কাম সুপার লিগ ভিত্তিতে খেলা হবে। প্রতিদিন তিনটি করে ম্যাচ হবে। দুপুর একটায় প্রথম ম্যাচ এবং বিকেল তিনটা থেকে শুরু হবে দ্বিতীয় ম্যাচ। দিনের তৃতীয় তথা অন্তিম ম্যাচটি হবে বিকেল পাঁচটায় নৈশালোকে অর্থাৎ ফ্লাড লাইটে। ১৭ নভেম্বর পর্যন্ত সিঙ্গেল লীগের খেলা চলবে। একদিন বিরতি দিয়ে শুরু হবে সুপার লীগের খেলা। লিগ রাউন্ডের সেরা চারটি দলকে নিয়ে সুপার লিগের খেলা হবে। উল্লেখ্য, মহিলা লীগ ফুটবলের ক্রীড়া সূচি ইতোমধ্যে ঘোষণা করা হয়েছে। উল্লেখ্য, আগামীকাল দুপুর ১ টায় ত্রিপুরা পুলিশ ও ফুলো ঝানু অ্যাথলেটিক্স ক্লাব, বিকেল তিনটায় ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল ও ডন বসকো, মান্দাই। বিকেল ৫ টায় বিশ্রামগঞ্জ প্লে সেন্টার ও জম্পুইজলা প্লে সেন্টার পরস্পরের বিরুদ্ধে খেলবে। আজ বিকেলে ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশনের অফিস কক্ষে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে টুর্নামেন্ট বিষয়ক বিস্তারিত জানানো হয়। সম্মেলনে অন্যান্যদের মধ্যে ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশনের সচিব অমিত চৌধুরী, সহ-সভাপতি চঞ্চল নন্দী ও অমিত দেব ছাড়াও পৃষ্ঠপোষক প্রণব রায় প্রমূখ উপস্থিত ছিলেন। এবারকার টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন দলকে ২০ হাজার টাকা, রানার্স দলকে ১৫ হাজার টাকার পাশাপাশি ফেয়ার প্লে টিমকে ২ হাজার টাকা সহ প্রতিটি ক্ষেত্রেই সুদৃশ্য ট্রফিও প্রদান করা হবে। প্রতিটি ম্যাচে ম্যান অব দ্য ম্যাচের প্রাইজবানিও দেওয়া হবে। অন্যান্য বছরের মতো কল্যাণী দে ফাউন্ডেশন থেকে সর্বোচ্চ গোলদাতা কে ২০০০ টাকা পুরস্কার প্রদান করা হবে।

রঞ্জি ট্রফি : আসামের বিরুদ্ধে সেন্টু সরকার হনুমা বিহারীর ব্যাটিংয়ে বড় স্কোর ত্রিপুরার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। দুর্দান্ত শুরু ত্রিপুরা দলের। আসামের বিরুদ্ধে। রঞ্জি ট্রফির খেলায়। তবে আফসোস, মাত্র ছয় রানের জন্য রঞ্জি ট্রফিতে সেন্টু সরকারের প্রথম শতক হাতছাড়া হয়ে। তবে প্রায় দিনভর খেলে অপরাজিত ভূমিকায় ১৪৩ রান সংগ্রহ করে হনুমা বিহারী অনেকটা দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন। আগরতলার এমবিবি স্টেডিয়ামে শনিবার থেকে রঞ্জি ট্রফির ত্রিপুরা বনাম আসামের চার দিনের ম্যাচ শুরু হয়েছে। সকালে খেলা শুরুতে টস জিতে আসাম দলের অধিনায়ক প্রথমে বোলিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। বেটিংয়ের আমন্ত্রণ পেয়ে স্বাগতিক ত্রিপুরা দিনভর খেলে ৮৪ ওভারে চার উইকেট হারিয়ে ৩১৬ রান সংগ্রহ করে। ওপেনার বিক্রম কুমার দাস বাইশ রানে ঋতুরাজ ঘোষ রায় পাঁচ রানে এবং শ্রীদাম পাল ৩৮ রানে আউট হয়ে প্যাভেলিয়নে ফিরলে হনুমা বিহারী ও সেন্টু সরকার জুটি দারুণভাবে ত্রিপুরা দলের স্কোর অনেকটা সমৃদ্ধ করে। দিনের খেলার একেবারে অন্তিম পর্যায়ে সেন্টু সরকার ব্যক্তিগত ৯৪ রানে একটু ভুলের জন্য কট বিহাইন্ড হয়ে রঞ্জিত ট্রফিতে দ্বিতীয় ম্যাচে প্রথম শতক হাতছাড়া করে অনেকটাই আফসোস রেখে প্যাভিলিয়নে ফিরেন। হনুমা বিহারী ২১৫ গোল খেলে ১৭ টি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ১৪৩ রান সংগ্রহ করে উইকেটে রয়েছেন। সঙ্গে রয়েছেন রানা দত্ত ব্যক্তিগত চার রান নিয়ে। সেন্টু সরকার ৯৪ রান পেয়েছিল ১৪৫ বল খেলে এগারোটি বাউন্ডারিও একটি ওভার বাউন্ডারি মেরে। আসামের বোলার দর্শন রাজবংশী ৫২ রানের বিনিময়ে দুটি উইকেট পেয়েছেন। এছাড়া মুক্তার হোসেন ও আয়ুষ্মান মালাকার পেয়েছেন একটি করে উইকেট।

লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিক্সে না-ও হতে পারে ভারত-পাক ক্রিকেট ম্যাচ! যোগ্যতা অর্জনের পদ্ধতি চূড়ান্ত আইসিসির বৈঠকে

লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিক্সে হবে ক্রিকেট। পুরুষ এবং মহিলা বিভাগে ছ'টি করে দেশ খেলার সুযোগ পাবে। দুবাইয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থার (আইসিসি) বৈঠকে চূড়ান্ত হয়ে গেল যোগ্যতা অর্জনের মাপকাঠি। অলিম্পিক্সেও ভারত-পাকিস্তান লড়াইয়ের সম্ভাবনা থাকছে।

প্রাথমিক ভাবে ঠিক হয়েছিল আইসিসির টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটের ক্রমতালিকায় থাকা প্রথম ছ'টি দল অলিম্পিক্সে খেলার সুযোগ পাবে। তবে এ ভাবে লস অ্যাঞ্জেলসের টিকিট নিশ্চিত করতে পারবেন না সূর্যকুমার যাদবেরা। অলিম্পিক্সের মতো বিশ্বজনীন প্রতিযোগিতায় সব মহাদেশের প্রতিনিধিত্ব গুরুত্ব পেয়েছে আইসিসির বৈঠকে। ক্রমতালিকায় ভিত্তিতে যোগ্যতা অর্জন হলে, সব মহাদেশের প্রতিনিধিত্ব না-ও থাকতে পারে। সে ক্ষেত্রে ক্রিকেটের প্রসার সম্পর্কে ভুল ধারণা পৌঁছোতে পারে অলিম্পিক্স কর্তৃপক্ষের কাছে। ঠিক হয়েছে, আইসিসির পাঁচটি অঞ্চল থেকে একটি করে দেশ অলিম্পিক্স খেলার সরাসরি ছাড় পত্র পাবে ক্রমতালিকার ভিত্তিতে। ধরা যাক ভারত আইসিসির ক্রমতালিকায় আট নম্বরে থাকলেও সরাসরি অলিম্পিক্স খেলার সুযোগ পাবে। শর্ত, এশিয়ার দেশগুলির মধ্যে প্রথমে থাকতে হবে সূর্যকুমারদের। আবার নিউ জিল্যান্ড আইসিসির ক্রমতালিকায় চার নম্বরে থাকলেও সরাসরি সুযোগ পাবে না, যদি অস্ট্রেলিয়া তাদের থেকে আইসিসি ক্রমতালিকায় এগিয়ে থাকে। অলিম্পিক্সের জন্য ষষ্ঠ দেশটিকে বেছে নেওয়া হবে যোগ্যতা অর্জন পর্বের মাধ্যমে। অর্থাৎ নিশ্চিত না হলেও অলিম্পিক্সে ভারত-পাকিস্তান লড়াইয়ের সম্ভাবনা থাকছে। বৈঠকের পর আইসিসির এক কর্তা বলেছেন, "অলিম্পিক্সের অংশগ্রহণকারী দেশগুলিকে কী ভাবে বেছে নেওয়া হবে, তা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। ঠিক হয়েছে, আঞ্চলিক ক্রমতালিকার ভিত্তিতে পাঁচটি দল সুযোগ পাবে। যোগ্যতা অর্জন পর্বের প্রতিযোগিতা থেকে ষষ্ঠ দলটি আসবে। আইসিসি উপযুক্ত সময়ে বিস্তারিত জানাবে।"

এখনকার ক্রমতালিকা অনুযায়ী এশিয়া থেকে ভারত, ওসেনিয়া থেকে অস্ট্রেলিয়া, ইউরোপ থেকে ইংল্যান্ড এবং আফ্রিকা থেকে দক্ষিণ আফ্রিকা সরাসরি খেলার সুযোগ পাবে। আমেরিকা অঞ্চল থেকে সরাসরি সুযোগ পাওয়ার কথা ওয়েস্ট ইন্ডিজের। আবার অলিম্পিক্সের আয়োজক হিসাবে আমেরিকাও দাবিদার। এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি। জানানো হয়েছে, খেলা হবে টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে। সব মিলিয়ে ২৮টি ম্যাচ হবে লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিক্সে। প্রতিটি দলে ১৫ জন করে ক্রিকেটার থাকতে পারবেন। কারণ অলিম্পিক্স কমিটি ইভেন্ট প্রতি ৯০ জন ক্রীড়াবিদের অনুমোদন দিয়েছে। ২০২৮ সালের ১২ জুলাই থেকে ২৯ জুলাই পর্যন্ত হবে অলিম্পিক্সের ক্রিকেট ম্যাচগুলি। মহিলাদের বিভাগে পদক ম্যাচ হবে ২০ জুলাই। পুরুষ বিভাগে ২৯ জুলাই। প্রতিটি ম্যাচ হবে লস অ্যাঞ্জেলেস থেকে ৫০ কিলোমিটার দূরে পোমোনার ফেয়ারগ্রাউন্ড বা মেলার মাঠে। উল্লেখ্য, ১২৮ বছর অলিম্পিক্সে ক্রিকেট হবে ২০২৮ সালে। এর আগে শুধু ১৯০০ সালের গেমসে ক্রিকেট হয়েছিল। খেলেছিল শুধু ইংল্যান্ড এবং ফ্রান্স।

জাতীয় শিবিরে রায়ান, অবনীত! ভারতীয় দলে খেলার যোগ্য এই দুই ফুটবলার?

ভারতের ফুটবলে কি নতুন যুগ আসতে চলেছে? জাতীয় শিবিরে রায়ান উইলিয়ামস এবং অবনীত ভারতীকে ডাকার পর সে রকমই মনে করছেন অনেকে। বিদেশে খেলা ভারতীয় বংশোদ্ভূতরা যাতে ভারতের হয়ে খেলেন, তার চেষ্টা চলছিল অনেক দিন থেকেই। রায়ান এবং অবনীতকে ডাকার মধ্যে দিয়ে তারই সূচনা হল। ভারতে এই মুহূর্তে যে সব বিদেশি ফুটবলার খেলছেন, তাদের থেকেও কি ভাল রায়ান এবং ভারতী?কে রায়ান উইলিয়ামস? অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন ফুটবলার রায়ান যেন ঘরে ফিরছেন। তাঁর দাদু লিঙ্কন গ্রস্টেট মুম্বইয়ের বিখ্যাত ফুটবলার ছিলেন। অতীতে টাটাদের দল এবং মুম্বইয়ের হয়ে সন্তোষ ট্রফিতে খেলেছেন। দাদুর ইচ্ছাতেই ভারতের হয়ে খেলতে আসা রায়ানের। বলেছেন, "আমার দাদু বেঁচে থাকার সময় একটা কথা বার বার বলতেন, 'ভারতের হয়ে খেলো'। ভারতের পাসপোর্ট পাওয়া কঠিন ছিল। কিন্তু ভারতের হয়ে খেলার সিদ্ধান্ত নেওয়া কঠিন ছিল না। আমি ও আমার পরিবার অনেক ভেবেছি এই নিয়ে। জাতীয় দলের হয়ে অভিষেক হওয়া যে কোনও ফুটবলারের কাছে গর্বের মুহূর্ত। অনেক দিন ধরে অপেক্ষা করছি। ভারতের জার্সি গায়ে চাপাতে পারলে সব সময়ে নিজের সেরাটা দেব।" রায়ানের পেশাদার ফুটবলের শুরুটা অস্ট্রেলিয়াতেই। ইসিইউ জুনডালুপের হয়ে খেলা শুরু করেন। এর পর এক দশক ইংল্যান্ডের ফুলহ্যাম, পোর্টসমাউথ, অক্সফোর্ড ইউনাইটেড এবং রদারহাম ইউনাইটেডে খেলেছেন। ২০২২-এ অস্ট্রেলিয়ায় ফিরে পার্থ গ্লোরিতে যোগ দেন। পরের বছর বেঙ্গালুরু এফসি-তে। সেখানেই খেলছেন এখন। সুনীল ছেত্রীর সঙ্গে তাঁর জুটি জমে গিয়েছে। সুনীলের জোরাজুরিতেই ভারতের হয়ে খেলতে রাজি হয়েছেন তিনি। অস্ট্রেলিয়ার পাসপোর্ট ছেড়ে ভারতের পাসপোর্ট নিয়েছেন।ভাবতীব কাহিনিভারতীর জন্ম কাঠমাণ্ডুতে। ছোট বয়সে রোমে চলে যান। সেখান থেকে নাইজেরিয়া। সে দেশেই প্রথম ফুটবলের প্রতি ভালবাসা জন্মায় ভারতীর। ২০০৬ বিশ্বকাপ দেখার পর ফুটবলার হওয়ার ব্যাপারে মনস্থির করেন তিনি। নাইজেরিয়ায় স্কুল পর্যায়ে গোলকিপার হিসাবে যাত্রা শুরু। এর পর ভারতে আসেন এবং দিল্লির একটি স্কুলে পড়াশোনা শুরু করেন। দিল্লি সিনিয়র ডিভিশন লিগে শাস্ত্রী এফসি-তে যোগ দেন। সেখান থেকে দিল্লির যুব দল এবং ভারতের অনূর্ধ-১৬ দলেও সুযোগ পান।২০১২-য় ভারতী সিঙ্গাপুরে গেলং আন্তর্জাতিক অ্যাকাডেমিতে ভর্তি হন। দু'বছর পর স্পেনের ক্লাব রিয়াল ভায়াদোলিদের যুব দলে যোগ দেন। সেখানে প্রশংসিত হয়েছিল তাঁর টেকনিক্যাল দক্ষতা এবং রক্ষণ করার ক্ষমতা। এইনট্র্যাখট ফ্রাঙ্কফুর্ট এবং অ্যান্ডারলেখ্‌টের স্কাউটদের নজরে পড়ে যান। জার্মানির ১৮৬০ মিউনিখ, এফএসভি ফ্রাঙ্কফুর্ট এবং ডার্মস্ট্যাড ৯৮ ক্লাবের হয়ে অনুশীলন করেন।২০১৫-য় প্রথম পেশাদার চুক্তি সই করেন পোল্যান্ডের ক্লাব পোডবেস্কিডজি বিয়েলস্কো-বিয়ালায়। দক্ষিণ এশিয়ার খুব কম খেলোয়াড়ই পোল্যান্ডে খেলেছেন। সেখান থেকে পর্তুগালের সিনত্রেন্সে যোগ দেন। তার পর ভারতের কেরল ব্লাস্টার্স, চেক প্রজাতন্ত্র, কিরঘিজস্তান, পানামা এবং আর্জেন্টিনার ক্লাবে খেলেছেন। এখন তিনি খেলেন বলিভিয়ার অ্যাকাডেমিয়া ডেল বালোম্পি বলিভিয়ানোতে। দীর্ঘ দিন ধরেই ভারতের হয়ে খেলতে চাইছিলেন ভারতী। অবশেষে সেই স্বপ্ন হয়তো পূরণ হতে চলেছে।কেন দু'জনে জাতীয় শিবিরে? সম্প্রতি বাংলাদেশের হয়ে খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন হামজা চৌধুরি। বাংলাদেশ দ্বৈত নাগরিকত্ব অনুমোদন করায় ইংল্যান্ডের নাগরিকত্ব ধরে রাখার পাশাপাশি বাংলাদেশের নাগরিকত্বও পেয়েছেন হামজা। তবে ভারতে দ্বৈত নাগরিকত্ব এখনও বৈধ নয়। ফলে বিদেশের কোনও নাগরিক ভারতের হয়ে খেলতে চাইলে সংশ্লিষ্ট দেশের নাগরিকত্ব ছেড়ে তাঁকে ভারতের নাগরিকত্ব নিতে হবে। অনেকেই সেটা করতে রাজি হন না। অতীতে মাইকেল চোপড়া বা বিকাশ ধোরাসুকে এই কারণেই ভারতের হয়ে খেলানো যায়নি। রায়ান ভারতীয় নাগরিকত্ব নিতে রাজি হয়েছেন। তিনি অস্ট্রেলিয়ার নাগরিকত্ব ছেড়ে দিয়েছেন। অতীতে একই কাজ করেছিলেন আরাতা ইজুমি, যিনি জাপানের নাগরিকত্ব ছেড়ে ভারতের নাগরিকত্ব নিয়েছিলেন। ভারতের হয়েও খেলেছেন। অবনীতও ভারতের নাগরিকত্ব নিতে আগ্রহী।ভারতের হয়ে খেলার জন্য এঁরা কতটা যোগ্য?

আসাম রাইফেলস কমপ্লেক্সে রাজ্য স্কোয়াশ চ্যাম্পিয়নশিপ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। বেশ উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে আসাম রাইফেলস কমপ্লেক্সে রাজ্য স্কোয়াশ চ্যাম্পিয়নশিপ শুরু হয়েছে। শনিবার সন্ধ্যা ছয়টায় অল ত্রিপুরা স্কোয়াশ রেকেটস অ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক দুইদিন ব্যাপী অর্থাৎ আজ এবং আগামীকাল ত্রিপুরা স্টেট ক্লোজড চ্যাম্পিয়নশিপ তথা স্টেট স্কোয়াশ চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৫ আসাম রাইফেলস স্কোয়াশ কোর্টে উদ্বোধন হয়। উপস্থিত ছিলেন আসাম রাইফেলসের লেফটেন্যান্ট কর্নেল মিস্টার চৌধুরী, অল ত্রিপুরা স্কোয়াশ রেকেটস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি রাজু দত্ত সহ অন্যান্য কর্মকর্তা বৃন্দ। আগামীকাল চূড়ান্ত প্রতিযোগিতা শেষে এক অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের পুরস্কৃত করা হবে। রাজ্য সংস্থার পক্ষ থেকে সচিব এক বিবৃতিতে এ খবর জানিয়েছেন

জাপানের জুডো প্রশিক্ষকদের অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সংবর্ধনা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। মনোজ্ঞ এক অনুষ্ঠানে জাপান থেকে আগত জুডো প্রশিক্ষকদের ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা জানানো হয়েছে। শনিবার, বিকেল চারটায় ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে জাপান থেকে আগত দুইজন মহিলা এবং একজন পুরুষ জুডো প্রশিক্ষকদের সংবর্ধিত করা হয়েছে আগরতলাস্থিত অভিজাত হোটেলের মিলনায়তনে। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে রাজ্যের যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায়, নর্থইস্ট স্পোর্টস এসোসিয়েশনের জেনারেল সেক্রেটারি জন এফ খারসিং, মেঘালয় রাজ্য অলিম্পিক এসোসিয়েশনের ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট এবং যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের অধিকর্তা, উপর অধিকর্তা এবং ক্রীড়া দপ্তরের আধিকারিক বৃন্দ। রাজ্য ক্রীড়া পরিষদের সচিব সুকান্ত ঘোষ এবং ত্রিপুরা অলিম্পিক এসোসিয়েশনের অন্যান্য কর্মকর্তা বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে অতিথিদের পুষ্পস্তবক এবং ঐতিহ্যবাহী রিশা পরিয়ে বরণ করে নেওয়া হয়। তারপর স্বাগত ভাষণ রাখেন ত্রিপুরা অলিম্পিক এসোসিয়েশনের সচিব সুজিত রায়। রাজ্য মন্ত্রিসভার সদস্য টিংকু রায় ওনার বক্তৃতায় জাপান থেকে আগত জুডো প্রশিক্ষক ইউকো ফুসি, ইউশি ইউনো, তাকেশি কুবোয়া-কে ধন্যবাদ জানানোর পাশাপাশি উদ্যোক্তাদের ভূয়যী প্রশংসা করেন।

ধোনিকে নিয়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল চেন্নাই সুপার কিংস

প্রতি বছর আইপিএল আসে। তার আগে চর্চা হয় তাঁর নাম নিয়ে। প্রতি বারই ধোঁয়াশা রাখেন তিনি। তবে পরের বারের জন্য তাঁকে, অর্থাৎ মহেন্দ্র সিংহ ধোনিকে নিয়ে আর সংশয় নেই। শেষ মুহূর্তে কোনও অঘটন না ঘটলে তিনি খেলবেনই, এমনটাই জানিয়ে দিয়েছে চেন্নাই।

একাধিক সংবাদমাধ্যমে চেন্নাইয়ের সিইও কাশী বিশ্বনাথন জানিয়েছেন, ধোনি পরের বছর আইপিএল খেলবেন। তিনি বলেছেন, "আমরা অত্যন্ত আশাবাদী যে ধোনিকে পরের বছর পাওয়া যাবে। ধোনি এখনও না বলেনি। তাই ও খেলবে ধরে নিয়েই আমরা এগোচ্ছি।"

আগামী ১৫ নভেম্বরের মধ্যে আইপিএলের দলগুলিকে ধরে রাখা ক্রিকেটারদের তালিকা জানাতে হবে। আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই ধোনির সঙ্গে বৈঠকে বসতে পারেন চেন্নাই অধিনায়ক রুতুরাজ গায়কোয়াড় এবং কোচ স্টিফেন ফ্লেমিং। পরের বছরের দলগঠন নিয়ে আলোচনা করা হবে। মাসখানেক আগে চার দিনের একটি ট্রায়ালের আয়োজন করেছিল চেন্নাই। সেখান থেকে ঘরোয়া ক্রিকেটের কয়েক জন উঠতি প্রজন্মের ক্রিকেটারকে বাছাই করা হয়েছে। গত মরসুমে আইপিএলের পয়েন্ট তালিকায় সবার নীচে শেষ করেছিল চেন্নাই। তাই দলে বেশ কিছু বদল আসতে পারে। অনেক তারকা ক্রিকেটারকে ছেড়ে দেওয়া হতে পারে। বিকল্প উইকেটকিপার হিসাবে উর্বিল পটেলের কথা ভাবা হচ্ছে। পাশাপাশি, সঞ্জু স্যামসনকে নেওয়ার জন্য আরও এক বার রাজস্থানের সঙ্গে কথাবার্তা চালাচ্ছে চেন্নাই।

ফাইনালের আগের রাতে 'ঈশ্বরের' ফোন হরমনপ্রীতকে কী পরামর্শ দিয়েছিলেন শচীন?

বিশ্বকাপ ফাইনালের আগের রাত। ১৪০ কোটি মানুষের প্রত্যাশার চাপ। অধরা স্বপ্নপূরণের হাতছানি। সব মিলিয়ে চাপ কম নয়। এই সময়ে একটা ফোন। যার উলটো দিকে থাকা ব্যক্তির নাম শচীন রমেশ তেণ্ডুলকর। দুটি বিশ্বকাপ ফাইনাল খেলেছেন। একটি হেরেছেন, একটি জিতেছেন। তাঁর থেকে ভালো আর কে জানবে এই প্রত্যাশার চাপ কীভাবে সামলাতে হয়? ফাইনালের আগের রাতে শচীনের পরামর্শ কীভাবে বিশ্বজয়ী হতে সাহায্য করেছিল হরমনপ্রীত কৌরদের?

সেই খবর ফাঁস করলেন খোদ ভারত অধিনায়কই। হরমনপ্রীত জানান, ফাইনালের আগের রাতে শচীন ফোন করেছিলেন। কী বলেছিলেন 'ক্রিকেটের ঈশ্বর'? হরমন জানালেন, "শচীন স্যর তাঁর অভিজ্ঞতার গল্প শুনিয়েছিলেন। তিনি পরামর্শ দিয়েছিলেন, সব দিক থেকে ভারসাম্য বজায় রাখতে। যখন ম্যাচ খুব দ্রুত গতিতে চলবে, তখন সেটার গতি কমিয়ে দিতে। তখন ম্যাচটা নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করবে। কারণ ওই গতির সঙ্গে তাল মেলাতে গেলে হোঁচট খাওয়ার সম্ভাবনা বেশি। সেটা যেভাবেই হোক এড়িয়ে চলতে হবে।"

বাকিটা তো ইতিহাস। ২০০৫ ও ২০১৭ সালের ফাইনালে হেরেছিল ভারতের মহিলা দল। অন্যদিকে পুরুষ দল হার মেনেছিল ২০০৩ সালে ও ২০২৩ সালে। যার মধ্যে ২০০৩-র দলে ছিলেন শচীন। তাঁর মতো আর কে জানবে স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রণা কেমন হয়? আবার ২০১১-র বিশ্বজয়ের মূল কাণ্ডারিও ছিলেন তিনি। ফলে কীভাবে চ্যাম্পিয়ন হতে হয় সেটাও ভালো করেই জানেন। মহিলা ওয়ানডে ক্রিকেট বিশ্বকাপের ইতিহাসে প্রথমবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ভারত। এতদিন বিশ্বকাপের মঞ্চে দাপট ছিল অস্ট্রেলিয়া ও ইংল্যান্ডের। একবার বিশ্বকাপ জিতেছে নিউজিল্যান্ড। কিন্তু এই প্রথমবার এশিয়া মহাদেশে ট্রফি এল।

ভারতের বিশ্বজয়ের পর ৫-৬ দিন কেটে গিয়েছে। কিন্তু এখনও যেন মুহূর্তটা ভুলতে পারছেন না হরমনপ্রীত। তিনি বলছেন, "যখনই আমরা একে অপরকে দেখি, আমরা কেবল বলি, 'বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন'। এটা অন্যরকম অনুভূতি। সত্যি বলতে, আমি এখনও বিষয়টা বুঝতে পারছি না। হয়তো কয়েক মাস পর আমি বুঝতে পারব যে আমরা আমাদের দেশকে কী দিয়েছি। এখনও মনে হচ্ছে আমরা দ্বিপাক্ষিক সিরিজ জিতে বাড়ি ফিরছি।"

মহিলাদের বিশ্বকাপে বাড়ছে দল, ২০২৯-এ ক'টি দেশ সুযোগ পাবে খেলার, জানিয়ে দিল আইসিসি

গত রবিবার প্রথম বারের মতো বিশ্বকাপ জিতেছে ভারতীয় দল। তার পাঁচ দিনের মধ্যে বড় সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল আইসিসি। পরের বিশ্বকাপে বাড়ানো হচ্ছে দেশের সংখ্যা। ২০২৯ থেকে দশ দলের বিশ্বকাপ আয়োজন করা হবে। পাশাপাশি আরও কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে আইসিসি-র তরফে।

১৯৭৩ সালে, অর্থাৎ ছেলেদের বিশ্বকাপেরও দু'বছর আগে শুরু হয়েছিল মেয়েদের বিশ্বকাপ। সে বার সাতটি দেশ অংশ নিয়েছিল। তার পরের বার দলের সংখ্যা কমে হয় চার। ১৯৯৭ বিশ্বকাপ হয়েছিল ১১ দলের, যেখানে আয়ারল্যান্ড, ডেনমার্ক, নেদারল্যান্ডসের মতো মেয়েদের ক্রিকেটে তথাকথিত অখ্যাত দেশেরা খেলেছিল। ২০০০ থেকে আট দেশের বিশ্বকাপ আয়োজিত হয়ে আসছে। চার বছর পর থেকে বাড়ছে সংখ্যা। আইসিসি এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, ভারতে হওয়া বিশ্বকাপ মাঠে বসে দেখেছেন প্রায় তিন লক্ষ দর্শক। মহিলাদের ক্রিকেটে যা সর্বোচ্চ। টিভি বা মোবাইলে খেলা দেখা দর্শকের সংখ্যাও বেড়েছে। প্রায় ৫০ কোটি মানুষ খেলা দেখেছেন। তাই দল বাড়িয়ে আরও উত্তেজক প্রতিযোগিতা আয়োজন করার চেষ্টা করা হবে। আইসিসি ঠিক করেছে, সদস্য দেশগুলিকে আরও বেশি লভ্যাংশ দেবে। ১০ শতাংশ লভ্যাংশ বাড়ানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে। এর ফলে দেশগুলি ঘরোয়া ক্রিকেটের উন্নতি এবং পরিকাঠামো তৈরিতে নজর দিতে পারবে।

২০২৮ থেকে অলিম্পিক্সের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে ক্রিকেট। এশিয়ান গেমসে ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে। তাই ২০২৭-এর আফ্রিকান গেমস এবং প্যান অ্যাম গেমসেও ক্রিকেট অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

আইসিসি-র মহিলা ক্রিকেট কমিটিতে জায়গা পেয়েছেন মিতালি রাজ। ভারত থেকে অপর সদস্য এখনকার জাতীয় দলের কোচ অমল মুজুমদার।

শুভমন কি আদৌ টি-টোয়েন্টি দলে থাকারও যোগ্য?

দীর্ঘ দিন টি-টোয়েন্টি দলের বাইরে থাকার পর হঠাৎই ফেরানো হয়েছিল এশিয়া কাপে। শুধু তাই নয়, রাতারাতি বানিয়ে দেওয়া হয়েছিল সহ-অধিনায়কও। ইঙ্গিতটা তখনই স্পষ্ট হয়েছিল। টেস্ট এবং এক দিনের ক্রিকেটের পর ভবিষ্যতে টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটেও নেতৃত্বের আর্মব্যান্ড যে শুভমন গিলের হাতে যেতে চলেছে এ নিয়ে বিশেষ সংশয় ছিল না। তবে এশিয়া কাপের সাতটি এবং অস্ট্রেলিয়া সিরিজের চারটি ম্যাচ হয়ে যাওয়ার পর সেই শুভমনকে নিয়েই উঠছে প্রশ্ন। গোল্ড কোস্টে চতুর্থ ম্যাচে ৪৬ রান করেছেন ঠিকই। তবে খেলেছেন ৩৯ বল। স্ট্রাইক রেট ১২০-রও কম। খারাপ ফর্ম, দুর্বল স্ট্রাইক রেট থাকা শুভমনের পক্ষে বিশ্বকাপে অধিনায়ক হওয়া তো দূর, আদৌ টি-টোয়েন্টি দলে রাখা যাবে কি না সেটা নিয়েই এখন জল্পনা চলছে।কয়েক মাসের ব্যবধানে শুভমনকে টেস্টের পর এক দিনের দলের অধিনায়ক বানানোর পর অনেকেই সেই সিদ্ধান্ত সমর্থন করেছিলেন। যদিও রোহিত শর্মাকে সরিয়ে এক দিনের ক্রিকেটে শুভমন নেতৃত্ব পাওয়ায় অনেকে গাঁইগুঁই করেছিলেন বটে। তা বিশেষ ধোপে টেকেনি। বোঝা যাচ্ছিল সাদা বলের আর একটি ফরম্যাটেও শুভমনের নেতৃত্ব পাওয়া সময়ের অপেক্ষা। তবে অস্ট্রেলিয়া সিরিজের পর নতুন করে বিষয়টি নিয়ে ভাবনাচিন্তা হতে পারে। টেস্ট এবং এক দিনের ক্রিকেটে শুভমনের পরিসংখ্যান ভালই। তবে সংক্ষিপ্ততম ফরম্যাটে শুভমন এখনও নিজের প্রতিভার সুবিচার করতে পারেননি। টি-টোয়েন্টিতে শেষ বার অর্ধশতরান করেছিলেন ২০২৪-এর জুলাইয়ে। তার পর থেকে ১৪টি ইনিংস খেলে ফেললেও অর্ধশতরান করতে পারেননি। ওপেনার হিসাবে এই ঘটনা বিরল।এশিয়া কাপ থেকে শুভমন ধারাবাহিক ভাবে টি-টোয়েন্টিতে ওপেন করছেন। তার আগে অভিষেক শর্মার সঙ্গে ওপেন করতেন সঞ্জু স্যামসন। দু'জনের মধ্যে বেশ ভাল একটা বোঝাপড়া তৈরি হয়ে গিয়েছিল। তবে শুভমনকে জায়গা দিতে গিয়ে সঞ্জুকে অনেকটাই নীচে নেমে আসতে হয়েছে। এতটাই যে প্রতিটি ম্যাচে তিনি ব্যাটিংয়েরও সুযোগ পাচ্ছেন না। অস্ট্রেলিয়া সিরিজে তৃতীয় ম্যাচের পর তো দল থেকেও বাদ পড়ে গিয়েছেন।

বিলোনিয়ায় তিনদিনব্যাপী রাজ্যভিত্তিক ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা সমাপ্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া।। আজ রাত ছয়টা তিরিশ মিনিটে পুরুস্কার বিতরণের মধ্য দিয়ে বিলোনিয়া বিকেআই ইন্ডোর স্টেডিয়ামে তিন দিন ব্যাপী চলা রাজ্য ভিত্তিক ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা সমাপ্ত হয়।গত ছয়ই আগষ্ট বিকেলে এই প্রতিযোগিতা সুচনা হয় যুব কল্যাণ ক্রীড়া দপ্তরের উদ্যোগে। আজ ছিল সমাপ্তি। রাজ্যের আটটি জেলা থেকে প্রায় একশ পঞ্চান্ন জন খেলোয়াড় ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতার অংশ গহন করে। চ্যাম্পিয়ন ধলাই জেলা ও রার্নস আপ নর্থ জেলা। থার্ড পজিশন দক্ষিণ জেলা ও গৌমতী জেলা। অনূর্ধ সতের বালক, বালিকা ও অনূর্ধ চৌদ্দ বালক বালিকা বিভাগের মধ্যে রাজ্য ভিত্তিক ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এই টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণকারী বালক বালিকা বিজয়ীদের মধ্য থেকে জাতীয়স্তরে খেলার জন্য নির্বাচন করা হবে বলে জানা যায়। ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট প্রতিযোগিতার অংশগ্রহণ কারী বিজয়ী এবং অংশ গ্রহণ কারী সকল খেলোয়াড় দের মধ্যে ও কোচ দের মোমেন্টু তুলে দেন অতিথিগন। সমাপ্তি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা পরিষদের সভাধিপতি দীপক দত্ত, বিধায়ক মাইলাফ্রু মগ, পুর পরিষদের চেয়ারম্যান নিখিল চন্দ্র গোপ, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক সভাপতি অনুপম চক্রবর্তী ,দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার জেলা শাসক মোহম্মদ সাজাদ পি, জেলা ও যুব কল্যাণ ক্রীড়া দপ্তরের আধিকারিক রিতেশ শীল সহ অন্যান্য অতিথিগন।

মুখোমুখি স্পেন-আর্জেন্টিনা?

একজন ফুটবলবিশ্বের কিংবদন্তি। বিশ্বকাপ জয়ের পাশাপাশি জোড়া কোপা আমেরিকাও জিতেছেন লিওনেল মেসি। আরেকজন মাত্র ১৭ বছর বয়সেই জিতেছেন ইউরো। পরের বছর বিশ্বকাপে নিজের সেরাটা দিতে মরিয়া থাকবেন। দুজনের মধ্যে আছে আরও একটা মিল। দুজনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে বার্সেলোনা ফুটবল ক্লাবের নাম।যদিও মেসি আর ইয়ামালের কখনও একসঙ্গে খেলা হয়নি। ২০২৩-এ যখন স্পেনের কিশোরের গায়ে বার্সেলোনার জার্সি ওঠে, ততদিনে মেসি স্পেনের ক্লাবের সঙ্গ ছেড়ে দিয়েছেন। এবার কি দুজনকে একসঙ্গে দেখার প্রত্যাশা পূরণ হতে চলেছে? 'গুরু' মেসির মুখোমুখি হবে 'শিষ্য' ইয়ামাল। দুই মহাদেশের দুই সেরা দেশ মুখোমুখি হবে ফিনালিসিমায়।

অসুস্থ পাঞ্চালী ভট্টাচার্যকে দেখতে হাসপাতালে মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ৮ নভেম্বর : প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারের সহধর্মিণী পাঞ্চালী ভট্টাচার্যের শারীরিক অবস্থার খোঁজ নিতে আজ জিবি হাসপাতালে ছুটে গেলেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক(ডা.) মানিক সাহা। হাসপাতালে গিয়ে তিনি শ্রীমতী ভট্টাচার্যের সঙ্গে কথা বলেন এবং তাঁর শারীরিক অবস্থার বিষয়ে বিস্তারিত খোঁজখবর নেন।

সাথে সাথে এদিন মুখ্যমন্ত্রী কর্তব্যরত চিকিৎসকদের সঙ্গেও কথা বলেন ও চিকিৎসার অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত হন। তিনি চিকিৎসকদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেন যেন যথাযথভাবে চিকিৎসা পরিচালিত হয়।

পরবর্তী সময়ে মুখ্যমন্ত্রী জানান, তিনি পাঞ্চালী ভট্টাচার্য্যের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছেন এবং প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার ও তাঁর পরিবারের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করেছেন।

গারদ টিলা কালী মন্দিরে চুরি, স্বর্ণালংকার উধাও

আগরতলা, ৮ নভেম্বর : কমলপুরে পরপর দুই মন্দিরে চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। কমলপুর রাম ঠাকুর সেবা মন্দিরে চুরির ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই গতকাল গভীর রাতে চোরের দল গারদ টিলা কালী মন্দিরে হানা দেয়। জানা গেছে, গতকাল রাতের চোরেরা মন্দিরের দরজার তালা ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করে কালী মায়ের গায়ে থাকা স্বর্ণালংকার চুরি করে নিয়ে যায়। আজ শনিবার সকালে মন্দিরের পূজারী প্রতিদিনের মতো পূজা দিতে এসে দেখেন মন্দিরের দরজা খোলা এবং মূর্তির গায়ে থাকা সমস্ত স্বর্ণালংকার উধাও। তিনি সঙ্গে সঙ্গে মন্দির কমিটির সদস্যদের খবর দেন এবং পরে বিষয়টি কমলপুর থানায় জানান। খবর পেয়ে কমলপুর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) সুমন আচার্য্য ঘটনাস্থলে গিয়ে তদন্ত শুরু করেন।

পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনাটি গুরুত্ব সহকারে তদন্ত করা হচ্ছে। পরপর দুই মন্দিরে চুরির ঘটনায় স্থানীয়দের মধ্যে আতঙ্ক ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত চোরদের গ্রেপ্তার ও মন্দির এলাকায় পুলিশের টহল বাড়ানোর দাবি জানিয়েছেন।

কুমারঘাট একলব্য মডেল রেসিডেন্সিয়াল স্কুল পরিদর্শনে উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রী

আগরতলা, ৮ নভেম্বর: আজ কুমারঘাট একলব্য মডেল রেসিডেন্সিয়াল স্কুল পরিদর্শন করেন উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রী এবং ছাত্র-ছাত্রী, অভিভাবক ও শিক্ষকদের সাথে মতবিনিময় করেন। এদিন বিদ্যালয়ের পরিকাঠামোগত উন্নয়ন, শিক্ষার মানোন্নয়ন ও ছাত্র-ছাত্রীদের সামগ্রিক বিকাশের বিষয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা ও পরামর্শ প্রদান করেন।

পরিদর্শনকালে জানতে পারেন বহু ছাত্র-ছাত্রী বিদ্যালয়ে মোবাইল ফোন ব্যবহার করছে যার ফলে পড়াশোনায় মনোযোগের ঘাটতি দেখা দিচ্ছে।

এই বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে আলোচনা করেন এবং বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে শৃঙ্খলা ও শিক্ষার পরিবেশ বজায় রাখতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের পরামর্শ প্রদান করেন।

একই সঙ্গে অভিভাবকদের প্রতিও অনুরোধ জানান তারা যেন সন্তানদের অপ্রয়োজনীয় মোবাইল ব্যবহার থেকে বিরত রাখেন এবং তাদের পড়াশোনার প্রতি আরও মনোযোগী হতে উদ্বুদ্ধ করেন।আমাদের লক্ষ্য একলব্য মডেল স্কুলগুলোকে শিক্ষার পাশাপাশি শৃঙ্খলা, চরিত্র গঠন ও নৈতিক মূল্যবোধের আদর্শ প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা।

প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন

মেয়াদোত্তীর্ণ পণ্য বিক্রির অভিযোগে সিল, ৬ ঘণ্টায়ই খুলে গেল দোকান!

আমবাসা, ৮ নভেম্বর: মেয়াদোত্তীর্ণ পণ্য বিক্রির অভিযোগে সিল করা হয়েছিল আমবাসার প্রসিদ্ধ দোকান রাধেশ্যাম ভান্ডার। কিন্তু অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি মাত্র ৬ ঘণ্টার মধ্যেই আবার খুলে গেল সেই দোকানের শাটার। ওই ঘটনায় স্তম্ভিত সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে স্থানীয় ব্যবসায়ী মহলও।

গতকাল সকালে বাজার পরিদর্শনে গিয়ে মহকুমা প্রশাসনের টিম দোকানটিতে বিপুল পরিমাণ মেয়াদোত্তীর্ণ পণ্য উদ্ধার করে। সঙ্গে সঙ্গে দোকানটি সিল করে দেওয়া হয়। কিন্তু বিকেল নাগাদ দেখা যায়, রাধেশ্যাম ভান্ডার আবার খুলে গেছে, চলছে বিকিকিনি আগের মতোই।

এ নিয়ে প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে সর্বত্র। এলাকাবাসীর অভিযোগ, প্রভাবশালী মহলের আশীর্বাদেই দোকানটি এত দ্রুত খুলে ফেলা সম্ভব হয়েছে। কেউ কেউ কটাক্ষ করে বলছেন, নগদ নারায়নের জাদুবলেই ৬ ঘণ্টায় খুলে গেল দোকান। ব্যবসায়ী মহলের একাংশও ক্ষোভ প্রকাশ করে জানান, এই ধরনের ঘটনায় প্রশাসনের প্রতি মানুষের আস্থা নষ্ট হচ্ছে। অন্যদিকে, মহকুমা প্রশাসনের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত কোনও সরকারি প্রতিক্রিয়া মেলেনি। স্থানীয়দের দাবি, ঘটনাটির পূর্ণাঙ্গ তদন্ত হোক এবং দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হোক যাতে ভবিষ্যতে এমন 'জাদুবলে' আইনকে ঠকানো না যায়।

শুধুমাত্র শহর কেন্দ্রীক নয়, রাজ্য সরকার জোর দিয়েছে গ্রামীণ স্বাস্থ্য পরিষেবারও দ্রুত মানোন্নয়নের ঃ মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ৮ নভেম্বর: রাজ্যের হেলথ সেক্টরকে অত্যাধুনিক ও রাজ্যবাসীকে উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করার মধ্য দিয়ে রাজ্য সরকার মানুষের আস্থা অর্জন করার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। রাজ্য সরকারের ক্রমাগত প্রচেষ্টায় রাজ্যের চিকিৎসা ব্যবস্থার অভূতপূর্ব উন্নতিসাধন হয়েছে। আজ আগরতলা সরকারি মেডিকেল কলেজ ও জিবিপি হাসপাতালের কেএলএস অডিটোরিয়ামে অ্যাসোসিয়েশন অব সার্জন অব ইন্ডিয়ার ত্রিপুরা চ্যাপ্টারের ১৯তম বাৎসরিক কনফারেন্সের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা) মানিক সাহা একথা বলেন।

তিনি বলেন, রাজ্যে এখন জিবি সহ রেফারেল হাসপাতালগুলিতে গুরুত্বপূর্ণ বহুরোগের চিকিৎসা ও অপারেশন করা হচ্ছে, যা একটা সময় কল্পনাই করা যেতনা। রাজ্যে এখন সাফল্যের সঙ্গে কিডনি প্রতিস্থাপন করা হচ্ছে। লিভার প্রতিস্থাপনের কাজও যাতে এখানে করা যায় তারজন্য চেষ্টা চালানো হচ্ছে। রাজ্য সরকার চায় না রাজ্যের মানুষ অতীতের মতো নিজেদের গাঁটের পয়সা ব্যয় করে কিছু হলেই চিকিৎসার জন্য রাজ্যের বাইরে ছুটে যান। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, অনেক কিছুতেই এখন পরিবর্তন আসছে। রাজ্যের মানুষকেও নিজেদের রাজ্যের চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রতি বিশ্বাস রাখতে হবে। স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে নানা পরিধির বৃদ্ধির মধ্যদিয়ে ত্রিপুরা খুব শীঘ্রই স্বাস্থ্য হাবে পরিণত হবে বলে মুখ্যমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন।

তিনি বলেন, শুধুমাত্র শহর কেন্দ্রীক নয়, রাজ্য সরকার জোর দিয়েছে গ্রামীণ স্বাস্থ্য পরিষেবারও দ্রুত মানোন্নয়নের। ট্রমা সেন্টার গড়ে তোলা সহ জেলা ও মহকুমা হাসপাতালগুলিকে আরও আধুনিক করে গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নতি হওয়ায় রাজ্যে শিশু মৃত্যুর হার ও গর্ভকালীন অবস্থায় মায়েদের মৃত্যুর হার অনেকটাই হ্রাস পেয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, চিকিৎসা ব্যবস্থার শুধু আধুনিকীকরণই নয়, স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে নানাভাবে মানুষদের সহায়তা করার জন্য রাজ্য সরকার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এজিএমসিতে টেলিমেডিসিন পরিষেবা প্রদান করা হচ্ছে। টেলিমেডিসিন পরিষেবায় রোগীরা যাতে আরও ভাল সুবিধা পেতে পারেন সেই লক্ষ্যে একটি স্টুডিও নির্মাণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে ইতিমধ্যেই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এজিএমসিতে স্বাস্থ্য সেবার সঙ্গে যুক্ত যেসমস্ত অত্যাধুনিক মেশিন আনা হয়েছে সেগুলি পরিচালনার জন্য পর্যায়ক্রমে রাজ্যের বাইরে প্রশিক্ষণে কর্মীদের পাঠানো হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, চিকিৎসা পরিষেবার মান বৃদ্ধি করার পাশাপাশি রাজ্যকে এইডস ও নেশামুক্ত রাজ্য হিসেবে গড়ে তোলার জন্য নানা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। অবৈধ নেশা কারবারীদের বিরুদ্ধে রাজ্য সরকার কঠোর মনোভাব নিয়েছে। চিকিৎসক হিসেবে নিজের কর্মজীবনের স্মৃতিচারণা করে মুখ্যমন্ত্রী উপস্থিত ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে বলেন, একজন ভাল সার্জন হতে গেলে অভিজ্ঞদের পরামর্শ নিয়ে চলা দরকার। কাজের ক্ষেত্রে নিজেদের সবসময় আপডেট রাখার জন্য তিনি পরামর্শ দিয়েছেন। চিকিৎকদের বিভিন্ন সংগঠনকে সমাজের জন্যে সেবামূলক নানা কর্মসূচি নিয়ে আরও বেশি করে এগিয়ে আসার জন্যে মুখ্যমন্ত্রী আহ্বান জানিয়েছেন।

অনুষ্ঠানে কর্মজীবনে চিকিৎসা ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্যে রাজ্যের ২ জন চিকিৎসককে এবং অধ্যায়নে বিশেষ সফলতার জন্যে একজন মেডিকেল পড়ুয়াকে মুখ্যমন্ত্রী সংবর্ধনা প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন কর্ণাটকের কস্তুরবা মেডিকেল কলেজের প্রফেসর (ডা) শ্রীরাম ভাট। স্বাগত বক্তব্য রাখেন এএসআইওটিএসসি"র সভাপতি ডা. গীতেশ রঞ্জন ভট্টাচার্য্য। অনুষ্ঠানে সম্মানীয় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্তে, স্বাস্থ্য দপ্তরের অধিকর্তা ডা দেবাশ্রী দেববর্মা, আগরতলা গভর্ণমেন্ট মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ ডা. অনুপ কুমার সাহা প্রমুখ।

বিলোনিয়ায় আইন সচেতনতামূলক শিবিরের আয়োজন, গ্রামবাসীদের জন্য আইনি সহায়তা প্রদর্শন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ৮ নভেম্বরঃ বিলোনিয়া মহকুমার বিভিন্ন স্থানে পৃথক পৃথক আইনি সচেতনতামূলক শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছে আইন সেবা কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে। শিবিরগুলোর মূল উদ্দেশ্য ছিল গ্রাম পঞ্চায়েতের সাধারণ মানুষকে আইনি সচেতনতা বৃদ্ধি এবং বিনামূল্যে আইনি সহায়তার তথ্য প্রদান করা।

বিলোনিয়া মহকুমার ভারত চন্দ্র নগর ব্লকের চিত্তামারা গ্রাম পঞ্চায়েতে আইন সচেতনতা বিষয়ক আলোচনা করেন আইনজীবী তুষি আচার্য ও অভিশুভ্র পাল। প্যারা লিগ্যাল ভলান্টিয়ারের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন বিমল দেবনাথ।

অপরদিকে ভারত চন্দ্র নগর ব্লকের পাইখোলা গ্রাম পঞ্চায়েতে আইনি সচেতনতা শিবিরের মাধ্যমে নতুন "ভিলেজ লিগেল কেয়ার এন্ড সাপোর্ট সেন্টার" উদ্বোধন করা হয়। আইনজীবী অভিশুভ্র পাল ও শুভ সৌরভ দত্ত উপস্থিত ছিলেন, এবং প্যারা লিগ্যাল ভলান্টিয়ারদের মধ্যে টিংকু দাস ও দীপক দেবনাথ ছিলেন।

এর পাশাপাশি বিলোনিয়া মহকুমার রাজনগর আরডি ব্লকের পশ্চিম পিপাড়িয়া খলা ও রাধানগর গ্রাম পঞ্চায়েত, এবং ঋষ্যমুখ আরডি ব্লকের রতনপুর এডিসি ভিলেজেও আইনি সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এই শিবিরগুলো পরিচালনা করেন আইনজীবী দিব্যেন্দু নাথ, তাপস ঘোষ, দুলাল ভৌমিক, লিটন মল্লিক ও বিরেন্দ্র কুমার দেবনাথ। প্যারা লিগ্যাল ভলান্টিয়ারদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মানিক দাস, শুভঙ্কর বৈদ্য, চন্দন বনিক, সুস্মিতা বৈদ্য ও বিমল দেবনাথ। শিবিরে আইনজীবীরা গ্রামবাসীর কাছে বিনামূল্যে আইনি সহায়তার তথ্য তুলে ধরেন এবং সাধারণ জনগণ কী ধরনের সুবিধা পেতে পারে তা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

নিউ স্টার ক্লাবের নতুন ভবনের দ্বারোদঘাটন করেন বিধায়ক দীপক মজুমদার

আগরতলা, ৮ নভেম্বড: ১৯৬৮ সনের ক্লাব নিউ স্টার ক্লাব। এই ক্লাবের নতুন ভবনের দ্বারোদঘাটন করেন রাম নগরের বিধায়ক দীপক মজুমদার, ক্লাবের সভাপতি স্বপন ভট্টাচার্য্য, সম্পাদক প্রবীর কুমার পাল সহ অন্যান্যরা।

প্রসঙ্গত, রামনগরে ১৯৬৮ সালে গড়ে উঠেছিল নিউ স্টার ক্লাব। দীর্ঘ বছর ধরে এই ক্লাব এলাকার জনগণের কল্যাণে কাজ করে চলেছে। শুধু পূজা পার্বন নয় এলাকার দুস্থ মানুষের সেবায় এই ক্লাব নজির স্থাপন করে চলেছে। এলাকার জনগণের মধ্যে স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া, অসহায় মানুষের মধ্যে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা পৌঁছে দেওয়া, আর্থিকভাবে সহযোগিতা করা ছাড়াও নানা সামাজিক কাজকর্মে জড়িত রয়েছেন এই ক্লাবের কর্মকর্তা সহ সকল সদস্য সদস্যরা।

দীর্ঘদিন ধরেই এই ক্লাবের একটি নতুন দালান বাড়ি তৈরি করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া হচ্ছিল।কিন্তু আর্থিক কারণে তা এতদিন হয়ে ওঠেনি। বর্তমানে এলাকার মানুষের সহযোগিতায় নিউজটার ক্লাবের নতুন দালান বাড়ি গড়ে উঠেছে। আজ এই নতুন দালান বাড়ির আনুষ্ঠানিকদার উদঘাটন করেন বিধায়ক দীপক কুমার মজুমদার। নতুন বাড়ির দ্বারোঘাটন করে বিধায়ক দীপক কুমার মজুমদার বলেন এই ক্লাব এলাকার মানুষের কল্যাণে কাজ করে যাবে।

শুধু সিপাহীজলা জেলায় নয়,ফের যান দুর্ঘটনা অব্যাহত

চড়িলাম, ৮ নভেম্বর : গোলাঘাটি রোড সংলগ্ন সিপাহীজলা তালতলা এলাকায় অটো গাড়ি উল্টে তিনজন আহত হয়। চালক সহ তিনজন।শনিবার বিকেলে বিকট শব্দ পেয়ে অটো গাড়িটি উল্টে থাকতে দেখতে পায়। তখন প্রত্যক্ষদর্শীরা প্রথমে অগ্নিনির্বাপক দপ্তরে খবর দিলে, আহতদের উদ্ধার করে প্রথমে বিশালগড় মহাকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে। হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসক সন্দীপন দেববর্মা জানান, আহত তিনজনের মধ্যে একজনের অবস্থা খুবই খারাপ। আর বাকি দুজনের অবস্থা প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়। আর অন্যএকজনে আরশঙ্কর জনক হওয়া এক্সরে করার পরামর্শ দেন। তারপর জানা যাবে উন্নত চিকিৎসার জন্য জিবিপি হাসপাতালে স্থানান্তর করা যায় কিনা। আহতরা হলেন আগরতল চন্দ্রপুর এলাকার বাসিন্দা আনোয়ার হোসেন খাঁ (৫৪), ওনার পুত্র অটো চালক সঞ্জীব খাঁ(২০), আরেকজন হলেন নারায়ন দাস (২৪),তাদের তিনজনেরই বাড়ি আগরতলা চন্দ্রপুর এলাকায়। শনিবার সকাল থেকে মানুষের বাড়ি বাড়ী গিয়ে সুপারি গাছ থেকে সুপারি পেরে ঐগুলো বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করে।

সিপাহীজলা জেলার বর্ষিয়ান সিপিআইএম নেতা অসুস্থ, হাসপাতালে গেলেন মানিক সরকার

আগরতলা, ৮ নভেম্বর : সিপিআইএম-এর বর্ষিয়ান নেতা ও পার্টির সিপাহীজলা জেলা কমিটির সদস্য গৌরাঙ্গ ঠাকুরতা গুরুতর শারীরিক অসুস্থ হয়ে বর্তমানে আগরতলার একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। আজ হাসপাতালে গিয়ে তাঁর শারীরিক খোঁজ নিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা প্রাক্তন পলিটব্যুরো সদস্য মানিক সরকার।

তার সাথে ছিলেন পার্টির রাজ্য সম্পাদক জিতেন্দ্র চৌধুরী, পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মানিক দে, সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য রতন দাস, এবং রাজ্য কমিটির সদস্য সুরেশ দাস। তাঁরা চিকিৎসকদের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করেন এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসা ব্যবস্থা সম্পর্কে খোঁজ নেন।

অন্যদিকে, সোনামুড়া মহকুমা থেকে গৌরাঙ্গ ঠাকুরতাকে দেখতে হাসপাতালে পৌঁছান পার্টির সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য দীনেশ দাস, নিত্যানন্দ বর্মন, রতন দাস, আব্দুল করিম, জেলা কমিটির সদস্য রাধাবল্লভ দেবনাথ, ইন্দ্রজিৎ সাহা, মেলাঘর অঞ্চল সম্পাদক বিজন চক্রবর্তী, নরেশ দাস, শুভঙ্কর মল্ল বর্মন, আবুল কাশেম, বাবুল দেবনাথ, মিজান মিয়া সহ আরও অনেকে।

পার্টির নেতৃবৃন্দ গৌরাঙ্গ ঠাকুরতার দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছেন এবং তাঁর চিকিৎসার অগ্রগতি নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করছেন বলে জানা গেছে।

ত্রিপুরায় সংগৃহীত ২ লক্ষাধিক স্বাক্ষর রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠাবে প্রদেশ কংগ্রেস

আগরতলা, ৮ নভেম্বর: ভোট চোর গদি ছোড় স্লোগানকে সামনে রেখে সারা দেশে ব্যাপক গণস্বাক্ষর অভিযান শুরু করেছে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস। এই কর্মসূচির অংশ হিসেবে প্রদেশ কংগ্রেস রাজ্যজুড়ে ব্যাপক গণসংযোগ চালিয়ে মোট ২ লক্ষ ৪ হাজার গণস্বাক্ষর সংগ্রহ করেছে। নভেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে এই গণস্বাক্ষরসম্বলিত স্মারকলিপি রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠানোর উদ্যোগ নিয়েছে কংগ্রেস। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে একথা জানিয়েছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশিস কুমার সাহা।

ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি আশিস কুমার সাহা জানান, সারাদেশে ইতিমধ্যেই ৫ কোটির বেশি গণস্বাক্ষর সংগৃহীত হয়েছে। এই স্বাক্ষরের মাধ্যমে কংগ্রেস দল দেশের মানুষের নির্বাচনী স্বচ্ছতা ও গণতন্ত্র রক্ষার দাবি রাষ্ট্রপতির নিকট উপস্থাপন করবে।

সাংবাদিক সম্মেলনে আশীষ কুমার সাহা বলেন, বর্তমান নির্বাচন কমিশন বিজেপির একটি শাখা সংগঠনে পরিণত হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের কাজ এখন আর নিরপেক্ষ নয়, বরং বিজেপিকে ক্ষমতায় টিকিয়ে রাখার জন্যই কাজ করছে। তিনি আরও জানান, ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস আগামী দিনে এই আন্দোলনকে আরও তীব্র করবে এবং জনগণকে গণতন্ত্র রক্ষার লড়াইয়ে অংশ নেওয়ার আহ্বান জানাবে।

রাজ্যে বিএসএফের অভিযানঃ ৩ বাংলাদেশি নাগরিক আটক, ১৬৮ কেজি গাঁজা জব্দ

আগরতলা, ৮ নভেম্বর : মাদক চোরাচালানের বিরুদ্ধে অভিযানে সাফল্য পেয়েছে বিএসএফ। গতকাল রাতে পিআরবাড়ি থানার যৌথ অভিযানে ডেপুটি কালেক্টর এবং ম্যাজিস্ট্রেট বেলোনিয়ার উপস্থিতিতে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার অন্তগর্ত রাধানগরের অবস্তিপাড়া গ্রামে তল্লাশি চালিয়ে ১৬৮ কেজি গাঁজা জব্দ করে।

তাছাড়া, একটি নির্দিষ্ট গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে গতকাল বিএসএফ পশ্চিম ত্রিপুরার সিধাইয়ে ৩ জন বাংলাদেশি নাগরিককে আটক করে, যাঁরা বাংলাদেশে গাঁজা পাচারের পরিকল্পনা করছিলেন।

এই সফল যৌথ অভিযান আবারও তুলে ধরেছে বিএসএফের সীমান্ত পারাপার অপরাধ এবং মাদক পাচারের বিরুদ্ধে দৃঢ় প্রতিশ্রুতি। রাজ্যে অপরাধ এবং মাদক চক্র রোধে বিএসএফ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থার সঙ্গে সমন্বয় বজায় রেখে কাজ করছে।

বানরের দলে তাণ্ডব! চড়িলাম ব্লকের কালীটিলায় দরিদ্র কৃষকের রান্নাঘর তছনছ, এলাকাজুড়ে আতঙ্ক

চড়িলাম, ৮ নভেম্বর: বানরের তাণ্ডবে বিপর্যস্ত চড়িলাম ব্লকের রামছড়া ভিলেজের কালীটিলা এলাকা। শনিবার সকালে প্রায় দেড়শ থেকে দুইশো বানরের একটি দল হঠাৎই এলাকায় ঢুকে একাধিক বাড়িতে হামলা চালায়। বিশেষ করে দরিদ্র কৃষক গৌতম ভৌমিক ও কাবেরী ভৌমিকের বাড়ির রান্নাঘর সম্পূর্ণ তছনছ করে দেয় বানরের দল, ভেঙে ফেলে হাঁড়ি, কড়াই, চুলা সবকিছুই একেবারে ধুলিস্যাৎ হয়ে যায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ওই এলাকায় দীর্ঘদিন ধরেই বানরের উৎপাত চলছে। বানরের দল ফসল নষ্ট করার পাশাপাশি ঘরে ঢুকে ভাত, তরকারি, চাল, ডাল, সবজি, বিস্কুট, মুড়িযা পায় তাই নিয়ে যায়। তাড়াতে গেলে তারা সঙ্ঘবদ্ধভাবে মানুষের উপর হামলা চালায়, ফলে এলাকাবাসীর মধ্যে চরম আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, আমরা এখন ভয়ে নিজের ঘরেও নিশ্চিন্তে থাকতে পারি না। বানরের দল দলে দলে এসে রান্না ঘর ভাঙচুর করছে, খাবার ছিনিয়ে নিচ্ছে। শিশু ও বৃদ্ধদের নিয়ে আমরা আতঙ্কে আছি।

এলাকাবাসী বন দপ্তরের কাছে জরুরি হস্তক্ষেপের দাবি জানিয়েছেন। তাঁরা বলেন, দ্রুত ব্যবস্থা না নিলে বানরের এই তাণ্ডবে এলাকার জীবনযাত্রা সম্পূর্ণ অচল হয়ে পড়বে। বন দপ্তরের কর্মকর্তারা ঘটনাটি সম্পর্কে অবহিত হয়েছেন এবং বানর তাড়ানোর জন্য বিশেষ দল পাঠানোর আশ্বাস দিয়েছেন বলে জানা গেছে।

স্বর্ণকমল জুয়েলার্স-র উদ্যোগে অগ্নি ও দুর্যোগ নিরাপত্তা প্রদর্শনী মহড়া

আগরতলা, ৮ নভেম্বর : আগরতলার স্বর্ণকমল জুয়েলার্স তাদের শোরুম প্রাঙ্গণে আয়োজন করল এক পেশাদার অগ্নি ও দুর্যোগ নিরাপত্তা প্রদর্শনী মহড়া, গ্রাহক, দর্শনার্থী ও কর্মীদের সুরক্ষায় নিজেদের অঙ্গীকার আরও একবার দৃঢ় করল প্রতিষ্ঠানটি।

এই মহড়াটি ত্রিপুরা ফায়ার অ্যান্ড এমার্জেন্সি সার্ভিসেস বিভাগের নিরাপত্তা ও বিপর্যয় বিশেষজ্ঞদের সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে বিশেষজ্ঞরা শোরুমের কর্মীদের জরুরি পরিস্থিতিতে করণীয়, নিরাপদে সরিয়ে নেওয়ার প্রক্রিয়া ও অগ্নি-নির্বাপণ পদ্ধতি সম্পর্কে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দেন।

অনুষ্ঠানে স্বর্ণকমল জুয়েলার্স-এর প্রতিষ্ঠাতা গোপাল চন্দ্র নাগ বলেন, "স্বর্ণকমল জুয়েলার্সে আমরা বিশ্বাস করি, আমাদের অলঙ্কারের উজ্জ্বলতা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনই গুরুত্বপূর্ণ সকল দর্শনার্থী ও গ্রাহকের নিরাপত্তা। নিরাপত্তা শুধুমাত্র একটি প্রটোকল নয়, এটি আমাদের দায়িত্ব।"

ত্রিপুরা ফায়ার অ্যান্ড এমার্জেন্সি সার্ভিসেস বিভাগের অফিসার-ইন-চার্জ স্বর্ণকমল জুয়েলার্সের এই উদ্যোগের প্রশংসা করে বলেন, অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলিরও এ ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত।

প্রতিষ্ঠানটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ভবিষ্যতেও নিয়মিতভাবে এ ধরনের নিরাপত্তা মহড়া আয়োজন করা হবে, যাতে জরুরি পরিস্থিতিতে কর্মী ও গ্রাহকদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা যায় এবং একটি নিরাপদ পরিবেশ বজায় থাকে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas